৬০ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৭ মে- ২০১৯ ঈ:

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ৪১-৪২

আল রাহীম মাসজিদ, মারিনা, দুবাই

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল – ১৯৫৭

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক পত্রিকা

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

৬০ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ॥ সোমবার
২১ রামাযান ১৪৪০ হিজরী
১৩ জ্যৈষ্ঠ- ১৪২৬ বাংলা
২৭ মে- ২০১৯ ঈসায়ী

রেজি নং ডি. এ. ৬০
প্রকাশ মহল :
৯৮, নবাবপুর রোড
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

নির্বাহী সম্পাদক
শাইখ হারূন হুসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
শাইখ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপনায়
আব্দুল্লাহ আল মামুন

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী
প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
মো: রুহুল আমীন [সাবেক আইজিপি]
প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম
অধ্যাপক মীর আব্দুল ওয়াহ্হাব লাবীব
প্রফেসর ড. আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
উপাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ
শাইখ মুহাম্মাদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক : ০১৭১১ ৫৪৭ ১২৫
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৬১ ৮৯৭ ০৭৬
সহকারী সম্পাদক : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৭
ব্যবস্থাপক : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০১
বিপণন : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯১০

E-mail : weeklyarafat@gmail.com
: jamiyat1946.bd@gmail.com
Website : www.jamiyat.org.bd
Phone : 02-7542434
Bkash No.: 01768-222056 (Personal)

অভিযোগ/পরামর্শ : ০১৭১৬ ৯০ ৬৪ ৮৭

মূল্য : ২০/- (বিশ) টাকা মাত্র ॥

عرفات أسبوعية

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف : ٠٢٩٥١٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٣٣٢٨٢٩٨

المؤ سس : العلامة محمد عبد الله الكافى القريشي رحمه الله، الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة : الفقيد العلامة الدكتورمحمد عبد الباري رحمه الله، الرئيس الحالى لمجلس الإدارة : بروفيسر محمد مبارك علي، رئيس التحرير : الأ ستاذ الدكتورمحمد رئيس الدين.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য **অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা)** পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা **"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায়** (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ (রেজি: ডাকমাশুলসহ)	৬০০/-	৩০০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২৮ ইউ.এস. ডলার	১৪ ইউ.এস. ডলার
সৌদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	৩০ ইউ.এস. ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৫০ ইউ.এস. ডলার	২৬ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ ইউ.এস.ডলার	২০ ইউ.এস. ডলার

দৃষ্টি আকর্ষণ

"সাপ্তাহিক আরাফাত"-এর সকল স্তরের **এজেন্ট, গ্রাহক ও শুভাকাঙ্খীদের** জানানো যাচ্ছে যে, **"সাপ্তাহিক আরাফাত"** সংশ্লিষ্ট সকলপ্রকার **আর্থিক লেনদেন–**

"দি উইকলি আরাফাত"

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ

বংশাল শাখা (সঞ্চয়ী হিঃ নং- ৪০০৯১৩১০০০০১৪৩৯) অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে। অথবা **"সাপ্তাহিক আরাফাত"** অফিসের নিম্নবর্ণিত মোবাইল নম্বরে **বিকাশ** করা যাবে–

বিকাশ নম্বর (পার্সোনাল) : ০১৭৬৮ ২২২ ০৫৬।

–সম্পাদক

বি. দ্র. অর্থ প্রেরণের পর উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত : সূচীপত্র

☞ **আল কুরআনুল হাকীম :**
- **সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর হাজ্জ পালন করা অবশ্য কর্তব্য**
  অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন- ০৩

☞ **হাদীসুর রাসূল :**
- **সিয়াম অতুলনীয় 'ইবাদত**
  শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ- ০৮

☞ **সম্পাদকীয়– ১১**

☞ **প্রবন্ধ :**
- **শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম ৫টি ফায়দা ও ২০টি মাস'আলা**
  মূল : শাইখ আব্দুল্লাহ মুহসিন আস্ সাহুদ
  অনুবাদ : সানাউল্লাহ নজির আহমদ- ১২
- **ঈদ উদযাপনের শর'ঈ নীতিমালা**
  শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী- ১৫
- **স্বনির্ভর শুব্বানে আহলে হাদীস**
  প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম- ২২
- **তর্ক করার শর'ঈ নীতিমালা**
  মূল : শাইখ সালেহ্ আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ
  অনুবাদ : মুহাম্মদ মোখলেসুর রহমান- ২৪
- **আই এইচ এল-এর উন্নয়নে ইসলামের অবদান**
  মুহাম্মদ নূর আলম- ৩৩

☞ **ক্বাসাসুল হাদীস :**
- **জাহান্নামবাসীদের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশকারী শেষ ব্যক্তির আকাঙ্খা**
  গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ৩৭

☞ **কবিতা– ৩৮**

☞ **সমাজচিন্তা :**
- **পবিত্র ঈদ-উল ফিতরের উৎসব**
  মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খান- ৩৯
- **ঈদের খুশি**
  এমদাদ হোসেন ভূঁইয়া- ৪২

☞ **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্নার– ৪৩**

☞ **জমঈয়ত সংবাদ- ৪৪**

☞ **অন্য খবর- ৪৮**

☞ **আপনার স্বাস্থ্য- ৪৯**

☞ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল- ৫১**

☞ **প্রচ্ছদ পরিচিতি- ৫৪**

القرآن الحكيم ॥ আল কুরআনুল হাকীম

সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর হাজ্জ পালন করা অবশ্য কর্তব্য

–অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন*

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۚ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ﴾

সরল অনুবাদ : "নিঃসন্দেহে প্রথম ঘর যা মানুষের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিলো, তাতো মাক্কায়, যা বরকতমণ্ডিত এবং সারা জাহানের জন্য পথপ্রদর্শক। তাতে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে যেমন- মাক্বামে ইব্‌রাহীম অর্থাৎ- ইব্‌রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গা। যে কেউ তাতে প্রবেশ করবে নিরাপদ হবে। আল্লাহর জন্য উক্ত ঘরের হাজ্জ করা লোকেদের ওপর অবশ্য কর্তব্য, যার সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে এবং যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, সে জেনে রাখুক নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিশ্বজাহানের মুখাপেক্ষী নন।

প্রথমোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট

আবূ যার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম :

يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِيْ الْأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ : "اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ". قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ : "الْمسجِدُ الْأَقْصَى". قُلْتُ : كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ : "أَرْبَعُوْنَ سَنَةً". قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ : ثُمَّ حَيْثُ أَدْرَكَتْ الصَلَاةَ فَصَلِّ، فَكُلُّهَا مَسْجِدٌ".

'হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! সর্বপ্রথম কোন্ মাসজিদটি নির্মিত হয়েছে?' তিনি বলেন : 'মাসজিদ-ই হারাম।' তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন : 'তারপরে কোন্‌টি?' তিনি বলেন : 'মাসজিদ-ই বায়তুল মুকাদ্দাস।' আবূ যার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) আবার প্রশ্ন করেন : 'এ দু'টি মাসজিদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কতো?' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : 'চল্লিশ বছর।' তারপর আবূ যার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) জিজ্ঞেস করেন : 'এরপরে কোন্ মাসজিদ?' তিনি বলেন : 'যেখানেই সালাতের সময় হয়ে যাবে সেখানেই সালাত আদায় করে নিবে, সমস্ত ভূমিই মাসজিদ।'[১]

উপর্যুক্ত আয়াত দু'টির সংক্ষিপ্ত তাফসীর

'হাজ্জ' আরবি শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– আকাঙ্ক্ষা, কামনা, সংকল্প, দৃঢ় সংকল্প ও কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে দৃঢ় সংকল্প করা। পরিভাষায় হাজ্জ অর্থ, বাইতুল্লাহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা এবং আরও বিশেষভাবে ফিক্‌হের কিতাবসমূহে এসেছে– 'একনিষ্ঠ নিয়তের সাথে পবিত্র জ্বিলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখ হতে ১৩ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত নিয়মে সুনির্দিষ্ট স্থানে তাওয়াফে যিয়ারত, সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ ও কঙ্কর নিক্ষেপসহ শরী'আত নির্ধারিত কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করাই হাজ্জ।

'ইবাদতের প্রথম স্থান হলো কা'বা ঘর

﴿اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ﴾

মানবমণ্ডলীর 'ইবাদত, কুরবানী, তাওয়াফ, সালাত, ই'তিকাফ ইত্যাদির জন্য মহান আল্লাহর ঘর, যার নির্মাতা হচ্ছেন ইব্‌রাহীম ('আলাইহিস্ সালাম), যে ঘরের আনুগত্যের দাবী ইয়াহূদী, খ্রিস্টান, মুশরিক এবং মুসলিম সবাই করে থাকে এটা ঐ ঘর যা সর্বপ্রথম মাক্কায় নির্মিত হয়। আল্লাহ তা'আলার বন্ধু ইব্‌রাহীম ('আলাইহিস্ সালাম)-ই ছিলেন হাজ্জের ঘোষণাকারী। কিন্তু বড়ই বিস্ময় ও দুঃখের কথা এই যে, তারা ইব্‌রাহীম ('আলাইহিস্ সালাম)-এর ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দাবী করে, অথচ এ ঘরের সম্মান করে না, এখানে হাজ্জ করতে আসে না, বরং নিজের কিবলা ও কা'বা পৃথক পৃথক করে বেড়ায়।

মাক্কার অপর নাম বাক্কা

'বাক্কা' হচ্ছে মাক্কার প্রসিদ্ধ নাম। বড় বড় স্বেচ্ছাচারীর মাথাও এখানে বিনয়ে নুইয়ে যেতো এবং প্রত্যেক সম্মানিত ব্যক্তির মাথা এখানে নুইয়ে পড়তো বলে একে মাক্কা বলা হয়েছে। একে মাক্কা বলার আরেকটি কারণ

---

* *সহ-সভাপতি- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। সম্পাদক- সাপ্তাহিক আরাফাত।*

[১]. *মুসনাদ আহমাদ- ৫/১৫০, ১৫৬, ১৬০, ১৬৬, ১৬৭, ফাতহুল বারী- ৬/৪৬৯, সহীহুল বুখারী- ৬/৪৬৯, ৩৩৬৬, ৬/৫২৮ ৩৪২৫, সহীহ মুসলিম- ১/১/৩৭০, সুনান আন্ নাসায়ী- ২/৩৬২/৬৮৯, সুনান ইবনু মাজাহ্- ১/২৪৮/৭৫৩।*

এই যে, এখানে জনগণের ভীড় জমে থাকে। এর আরো বহু নাম রয়েছে। যেমন- বায়তুল 'আতীক, বায়তুল হারাম, বালাদুল আমীন, বালাদুল মামূন, উম্মু রহাম, উম্মুল কুরা, সালাহ, আল বালাদাহ, আল বায়িন্যাহ, আল কা'বা ইত্যাদি।

মাকামে ইব্‌রাহীম

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ﴾

এতে বিদ্যমান রয়েছে নিদর্শনসমূহ অর্থাৎ- ইব্‌রাহীম ('আলাইহিস্ সালাম) যে কা'বা ঘর নির্মাণ করেছেন তা হলো একটি নিদর্শন, যাতে আল্লাহ তা'আলা মর্যাদা ও রহমত নাযিল করেছেন। এর মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী রয়েছে যা এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহামর্যাদার প্রমাণ বহণ করে। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহর ঘর এটাই। এখানে মাকামে ইব্‌রাহীম ('আলাইহিস্ সালাম)-ও রয়েছে যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ইসমা'ঈল ('আলাইহিস্ সালাম)-এর নিকট থেকে পাথর নিয়ে কা'বার দেয়াল উঁচু করতেন। এটা প্রথমে বায়তুল্লাহর দেয়ালের সাথে সংলগ্ন ছিলো। কিন্তু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) স্বীয় খিলাফতের 'আমলে এটাকে সামান্য সরিয়ে পূর্বমুখী করে দিয়েছিলেন, যেন তাওয়াফ পূর্ণভাবে হতে পারে এবং তাওয়াফের পরে যারা মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে সালাত আদায় করতে চান তাদের যেন কোনো অসুবিধা সৃষ্টি না হয়। ঐ দিকেই সালাত আদায় করার নির্দেশ রয়েছে এবং এ সম্পর্কীয় পূর্ণ তাফসীরও[২] এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) বলেন যে,

فَمِنْهُنَّ مَقَامُ إِبْرَاهِيْمُ وَالْمَشْعَرُ.

প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে মাকামে ইব্‌রাহীম।[৩]

মুজাহিদ (রহিমাহুল্লা-হ) আরো বলেন, ইব্‌রাহীম ('আলাইহিস্ সালাম)-এর কা'বা ঘর নির্মাণের সময় যে পাথরে পায়ের ছাপ পড়েছিলো তা একটি নিদর্শন।[৪]

'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহিমাহুল্লা-হ), হাসান বাসরী (রহিমাহুল্লা-হ), ক্বাতাদাহ্ (রহিমাহুল্লা-হ), সুদ্দী (রহিমাহুল্লা-হ), মুকাতিল ইবনু হিব্বান (রহিমাহুল্লা-হ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[৫]

'আল হারাম' হলো পবিত্র ও নিরাপদ স্থান

এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا﴾

যারা এ ঘরে প্রবেশ করে তারা নিরাপত্তা লাভ করে। অজ্ঞতার যুগেও মাক্কা নিরাপদ জায়গা হিসেবে গণ্য হতো। এখানে পিতৃহন্তাকে পেলেও তারা তাকে হত্যা করতো না। হাসান বাসরী (রহিমাহুল্লা-হ) বলেছেন : জাহিলিয়াতের 'আমলে কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে হত্যা করতো এবং এরপর সে তার গলায় এক টুকরা উলের কাপড় পেঁচিয়ে কা'বা ঘরে প্রবেশ করতো, অতঃপর যাকে হত্যা করা হয়েছে তার কোনো পুত্র যদি হত্যাকারীকে প্রত্যক্ষ করতো তবুও তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতো না, যতোক্ষণ না সে ঐ পবিত্র জায়গা ত্যাগ করতো।

﴿اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾

"তারা কি দেখে না যে, আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এর চতুষ্পার্শ্বে যে সব মানুষ আছে তাদের ওপর হামলা করা হয়।"[৬]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ﴾

"অতএব তারা 'ইবাদত করুক এই গৃহের রবের, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্য দান করেছেন এবং ভয় হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।"[৭]

শুধু যে মানবের নিরাপত্তা রয়েছে তা নয়, বরং সেখানে শিকার করা, শিকার করার উদ্দেশ্যে শিকারকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া, তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা, তাকে তার অবস্থান স্থল হতে বা বাসা হতে সরিয়ে দেয়া বা উড়িয়ে দেয়াও নিষিদ্ধ। সেখানকার বৃক্ষ কেটে ফেলা এবং ঘাস উঠিয়ে ফেলাও বৈধ নয়।

---

[২]. ২ নং সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্, আয়াত নং- ১২৫।
[৩]. তাফসীর তাবারী- ৭/২৬।
[৪]. তাফসীর তাবারী- ৭/২৭।
[৫]. মুসনাদ ইবনু আবী হাতিম- ২/৪১২, ৪১৩।
[৬]. ২৯ নং সূরাহ্ আল 'আনকাবূত, আয়াত নং- ৬৭।
[৭]. ১০৬ নং সূরাহ্ আল কুরাইশ, আয়াত নং- ৩-৪।

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন :

"لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ ونية، وإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوْا".

'এখন থেকে আর কোনো হিজরত নেই, একমাত্র জিহাদ ও উত্তম 'আমল ছাড়া। তোমরা সমবেত হও এবং সম্মুখ পানে অগ্রসর হও।'[৮]

মাক্কা বিজয়ের দিন মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন :

"إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ الْقِتَالُ فِيْهِ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ، وَلَمْ يَحِلُّ لِيْ إِلَّا فِيْ سَاعَةٍ مِنْ نَّهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلٰى خَلَاهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوْتِهِمْ، فَقَالَ : "إِلَّا الْإِذْخِرَ".

'সাবধান! আল্লাহ তা'আলা যেদিন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেই দিন থেকে এ শহর অর্থাৎ- মাক্কা পবিত্র এবং মহান আল্লাহর আদেশে যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন পর্যন্ত এটা পবিত্র। আমার পূর্বে মাক্কায় যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিলো। মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য এখানে যুদ্ধ করা আমার জন্য বৈধ করা হয়েছিলো ঐ দিনের জন্য। কোনো সন্দেহ নেই যে, মহান আল্লাহর আদেশে এই মুহূর্ত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এ জায়গা পবিত্র। এখানের কাঁটাযুক্ত গাছপালাও উপড়ানো নিষেধ। এখানে শিকার করা এবং রাস্তায় পড়ে থাকা কোনো কিছু তুলে নেয়াও নিষেধ, যদি না তা লোকদের মাঝে ঘোষণা করার ইচ্ছা থাকে। এখানে গাছপালাও উচ্ছেদ করা যাবে না।' 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন, হে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এক মাত্র টক জাতীয় এক প্রকার ঘাস ছাড়া যা আমরা গৃহে অথবা কবরে ব্যবহার করি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : 'ইযখিরা ছাড়া।'[৯]

'আম্র ইবনু সা'ঈদ (রহিমাহুল্লা-হ) যখন মাক্কায় 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠাচ্ছিলেন তখন আবূ শূরাইহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) আল আদাবী (রহিমাহুল্লা-হ)-কে বলেন : হে সেনা প্রধান! মাক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা আপনাকে বলার জন্য আমাকে অনুমতি দেয়া হোক। আমার কান তা শুনেছিলো এবং আমার হৃদয় তা পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে রেখেছে। মহান আল্লাহর গুণগান ও প্রশংসা করার পর আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি–

"إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ ولَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلا يَحِلُّ لامرئ يُؤْمِنُ باللهِ والْيَوْمِ الآخر أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، ولا يَعْضد بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَد تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْهَا فَقُوْلُوْا له : إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُوْلِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وإِنَّمَا أَذِنَ لِيْ فِيْهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغائِبَ" فَقِيْلَ لِأَبِيْ شُرَيْحٍ : مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ بِذٰلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيْذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ.

'কোনো মানুষ নয়, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা মাক্কাকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। অতএব যে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কিয়ামতকে বিশ্বাস করে সে যেন এখানে রক্তপাত না ঘটায় এবং এখানকার গাছপালা না কাটে। মহান আল্লাহর নাবী এখানে যুদ্ধ করেছেন এ অজুহাতে এখানে যদি কেউ যুদ্ধ অনুমোদন যোগ্য বলে তর্ক করে তাহলে তাকে বলো : 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাকে নয়।' মাক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহ তা'আলা আমাকে মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। এখন এটা অনুরূপ পবিত্র যেমনটি ইতোপূর্বে ছিলো। সুতরাং তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছো তারা যেন অন্যদের কাছে এ বার্তা পৌঁছে দেয় যারা এ ব্যাপারে জানে না। আবূ শূরাইহ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-কে জিজ্ঞেস করা হলো : এর জবাবে 'আম্র (রহিমাহুল্লা-হ) কি বললেন? তিনি জানালেন যে, 'আম্র (রহিমাহুল্লা-হ) বললেন : হে আবূ শূরাইহ! এ

[৮]. *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*

[৯]. *ফাতহুল বারী- ৪/৫৬, সহীহুল বুখারী- ৪/৫৬, ১৮৩৪, সহীহ মুসলিম- ২/৪৪৫, ৯৮৬।*

বিষয়ে আমি আপনার চেয়ে ভালো জানি। মাক্কা কখনো পাপী, হত্যাকারী অথবা মিথ্যাবাদীকে আশ্রয় দেয় না।[১০]

জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি–

"لَا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاحَ".

'মাক্কায় অস্ত্র বহণ করতে কাউকেই অনুমতি দেয়া হয়নি।'[১১]

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আদী ইবনু হামরা আয-যুহরী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মাক্কার 'হাজওয়ারাহ' বাজারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি–

"وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ، ولَوْلَا أَنِّيْ أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ".

'হে মাক্কা! তুমি আল্লাহ তা'আলার নিকট সমগ্র ভূমির মধ্যে উত্তম ও প্রিয় ভূমি। যদি আমাকে তোমার ওপর হতে জোরপূর্বক বের করে দেয়া না হতো তাহলে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।'[১২]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র কা'বা ঘরের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেছেন–

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ.

"আর স্মরণ করো সেই ইতিহাসকে যখন আমি এ ঘরকে মানব সভ্যতার কেন্দ্র ও নিরাপদ আশ্রয়স্থান বানিয়েছিলাম এবং মাকামে ইব্রাহীমকে 'মুসাল্লা' বানাবার নির্দেশ দিয়েছিলাম আর ইব্রাহীম ও ইসমা'ঈলকে এ ঘরের তাওয়াফকারী, ই'তেকাফকারী ও রুকূ', সাজদাহকারীদের জন্য পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার হুকুম দিয়েছিলাম। (আর স্মরণ করো সেই সময়ের কথা) যখন কা'বাগৃহ নির্মাণকার্য সমাপ্তির পর ইব্রাহীম ('আলাইহিস্ সালাম) বলেছিলেন, হে আমার রব! তুমি এ নগরকে নিরাপদ জনপদে পরিণত করো। আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাতে বিশ্বাসী তাদের জন্য বিচিত্র ফলমূল দিয়ে জীবিকা নির্বাহের সংস্থান করো।"[১৩]

হাজ্জ করার আবশ্যকতা

আয়াতের শেষাংশ হচ্ছে হাজ্জ ফর্‌য হওয়ার দলীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا﴾

আর মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই গৃহের হাজ্জ করা সেই সব মানুষের কর্তব্য যারা সফর করার আর্থিক সামর্থ্য রাখে। কয়েকটি হাদীসে এসেছে যে, হাজ্জ ইসলামের রুকনসমূহের মধ্যে একটি রুকন। এটা যে ফর্‌য এর ওপর মুসলিমদের ইজমা' রয়েছে। আর এ কথাও সাব্যস্ত যে, সামর্থ্য থাকা ব্যক্তিদের ওপর জীবনে একবার হাজ্জ করা ফর্‌য। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় ভাষণে বলেছিলেন :

"أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ فَحُجُّوا". فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ". ثُمَّ قَالَ : "ذَرُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ".

'হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর হাজ্জ ফর্‌য করেছেন, সুতরাং তোমরা হাজ্জ করবে।' একজন লোক জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! প্রতি বছরই কি?' তিনি তখন নীরব হয়ে যান। লোকটি তিনবার ঐ প্রশ্নই করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন বলেন, আমি যদি 'হ্যাঁ' বলতাম তাহলে প্রতি বছরই হাজ্জ ফর্‌য হয়ে যেতো। অতঃপর তোমরা পালন করতে পারতে না। এরপর তিনি বলেন, আমি যা বলবো না, তোমরা সে সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা

[১০]. *সহীহুল বুখারী- ১/২৩৮, ১০৪, মুসলিম ২/৪৪৬, ৯৮৭।*
[১১]. *সহীহ মুসলিম- ২/৯৮৯/৪৪৯।*
[১২]. *মুসনাদ আহমাদ- ৪/৩০৫, জামি' আত্ তিরমিযী- ১০/৪২৬, সুনান আন্ নাসায়ী- ২/৪৭৯, ইবনু মাজাহ্- ২/১০৩৮।*
[১৩]. *সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ : ১২৫-১২৬।*

অধিক প্রশ্ন করার ফলে এবং নাবীগণের ওপর মতানৈক্য সৃষ্টি করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। আমার নির্দেশ সাধ্যানুসারে পালন করো এবং যে বিষয় হতে আমি নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাকো।[১৪]

'সামর্থ্য বা ক্ষমতা' বলতে কি বুঝায়

এখন বাকী থাকলো ক্ষমতা বা সামর্থ্য। এটা কখনো কারো মাধ্যম ব্যতীতই মানুষের হয়ে থাকে, আবার কখনো কারো মাধ্যমে হয়ে থাকে। ইমাম হাকিম (রহিমাহুল্লা-হ) বর্ণনা করেছেন যে, আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হয় : 'যাদের ভ্রমণ করার সামর্থ্য আছে' এ কথার অর্থ কি? তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : যার ভ্রমণ করার মতো যথেষ্ট খাদ্য ও অর্থ রয়েছে। হাকিম (রহিমাহুল্লা-হ) বলেন যে, হাদীসটি বর্ণনাধারা ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লা-হ)-এর শর্তে সঠিক, যদিও সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করা হয়নি।[১৫]

হাজ্জ অস্বীকারকারী কাফির

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ﴾

হাজ্জের অস্বীকারকারী কাফির। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রত্যাশা মুক্ত। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু), মুজাহিদ (রহিমাহুল্লা-হ) এবং অন্যান্যরা উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, যারা হাজ্জ করার বাধ্যবাধকতাকে অস্বীকার করে তারা কাফির, আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত। হাফিয আবূ বাকর ইসমা'ঈলী (রহিমাহুল্লা-হ) বর্ণনা করেন যে, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) বলেছেন :

مَنْ أَطَاقَ الْحَجَّ فَلَمْ يَحُجَّ، فَسَوَاءٌ عَلَيْهِ يَهُوْدِيًّا مَاتَ أَوْ نَصْرَانِيًّا.

যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হাজ্জ পালন করে না তাদের সাথে ঐ লোকদের কোনো পার্থক্য নেই যারা ইয়াহূদী অথবা ঐ অবস্থায় মারা যায়।[১৬]

[১৪]. *মুসনাদ আহমাদ- ২/৫০৮, সহীহ মুসলিম- ২/৯৭৫, ৪১২, সুনান আন্ নাসায়ী- ৫/১১৬, ২৬১৮।*
[১৫]. *মুস্তাদরাক হাকিম- ১/৪৪২।*
[১৬]. *কানযুল উম্মাল- ১২/১৪৪/১২৩৯৯, নাসবুর রায়াহ- ৪/৪১২, আল হিলইয়াহ।*

দারসুল কুরআন থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

১. বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ কা'বা ঘর। যা মানুষের 'ইবাদত বন্দেগী করার নিমিত্তে পৃথিবীর মাঝ বরাবর অবস্থিত।
২. যে কেউ কা'বা ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপত্তা লাভ করবে।
৩. পুরো হাজ্জে উন্মুক্ত মস্তকে দেহে দুই খণ্ড কাপড় জড়িয়ে বিশেষভাবে আরাফার ময়দানে তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে মহান আল্লাহর আনুগত্য ও ভালবাসার সামনে নিজের তুচ্ছতার এক অদ্ভুত প্রেমের দৃশ্য ফুটে উঠে।
৪. হাজ্জের মহান অনুষ্ঠান মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, মানব ঐক্য ও অবিচ্ছেদ্য সংহতির এক মহান অনুপম নিদর্শন।
৫. হাজ্জ দুনিয়ার সাদা কালো, বিচিত্র ভাষা ও বিচিত্র বর্ণের লোকদের আরাফার ও কা'বার চারপাশে তাওয়াফরত অবস্থায় একত্রিত করে, সাম্য-মৈত্রী, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও সুমহান শিক্ষা প্রদান করে।
৬. হাজ্জ মুসলিমদের ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে বিশ্ব নেতৃত্বের অধীনে আবদ্ধ হওয়ার পথে সীমাহীন প্রেরণা যোগায়।
৭. হাজ্জ হচ্ছে ইব্‌রাহীম ('আলাইহিস্ সালাম) ও তদীয় স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমা'ঈল ('আলাইহিস্ সালাম)-এর স্মৃতির ঐতিহাসিক স্মারক। যা হাজীদের অন্তরে হাজ্জের কার্যাবলী পালনের সময় তাদের আত্মত্যাগ, ও তাওাক্কুলের চিত্র ভেসে ওঠে।
৮. হাজ্জের সময় মুসলিম দেশগুলোতে বা সারাবিশ্বে ইসলামী মহাজাগরণের এক মহা সাড়া সৃষ্টি হয়।
৯. হাজ্জ বিশ্ব মুসলিমের এক ঐতিহাসিক মিলন মেলা। যা কি-না মহান আল্লাহর একত্ববাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

উপসংহার : ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে হাজ্জ অন্যতম। পৃথিবীর দিক-দিগন্ত থেকে প্রতিবছর জিলহাজ্জ মাসে মহান আল্লাহর মেহমানগণ হাজ্জের উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহতে সমবেত হয়। এ পবিত্রস্থান বিশ্ব মুসলিমের মিলন কেন্দ্র। প্রতি চন্দ্রবর্ষের জিলহাজ্জ মাসেই উদযাপিত হয় পবিত্র হাজ্জ, 'ঈদুল আযহা ও কুরবানী। মহান আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালোবাসা, ত্যাগ ও আনুগত্যের মহিমায় ভাস্বর এ 'ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে পবিত্র হাজ্জ পালন এবং মাদীনা মুনাওয়ারায় প্রিয় নাবীজির মাসজিদ যিয়ারতের তাওফীক্ব দান করুন –আমিন। ###

حديث الرسول ॥ হাদীসুর রাসূল

সিয়াম অতুলনীয় ‘ইবাদত

–শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ*

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ (رضي الله عنه) قَالَ : قَلْتُ : يَا رَسُوْلَ الله، مُرْنِيْ بعمل، قَالَ : "عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنهُ لَا عِدْلَ لَهُ". قَلْتُ : يَا رَسُوْلَ الله، مُرْنِيْ بعمل، قال : "عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ" قَلْتُ : يَا رَسُوْلَ الله مُرْنِيْ بعمل؟ قال : "عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ".

হাদীসের সরল অনুবাদ : আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাকে একটি ‘আমলের কথা বলুন। তিনি বললেন : তুমি সিয়াম রাখো। নিশ্চয়ই সিয়ামের তুল্য কোনো ‘ইবাদত নেই। আমি আবার বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটি ‘আমলের কথা বলুন। তিনি বললেন, তুমি সিয়াম পালন করো। সিয়ামের সমপর্যায়ের কোনো ‘ইবাদত নেই। আমি আবারও বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটি ‘আমলের কথা বলুন। তিনি বললেন, তুমি সিয়াম পালন করো। সিয়ামের মতো কোনো ‘ইবাদত নেই।[১৭]

হাদীসের শব্দার্থসমূহ– مُرْنِي : আমাকে আদেশ করুন; عَلَيْكَ : তোমার করণীয়, তুমি পালন করো; فَإِنهُ : নিশ্চয়ই তা; لَا عِدْلَ لَهُ : তার কোনো সমতুল্য নেই; لَا مِثْلَ لَهُ : তার তুলনীয় কিছু নেই।

হাদীসের রাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী : প্রখ্যাত সাহাবী আবূ উমামাহ্ আল বাহিলী (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)’র জন্ম ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে, মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হিজরতের ২১ বছর পূর্বে। আবূ উমামাহ্ ছিল তাঁর উপাধি। তিনি রোম সম্রাট হিরাকলের কাছে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে ইসলামের দা‘ওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন। আবূ উমামাহ্ আল বাহিলী (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)’র দা‘ওয়াতে তার স্বীয় ক্বাওম ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তিনি সিরিয়ায় বসবাস করতেন। সিরিয়ায় বসবাসকারী সাহাবীগণের মধ্যে তিনিই সর্বশেষ। প্রতিপাদ্য হাদীসটির কারণে তিনি তাঁর স্ত্রী এবং খাদেম খুব বেশি সিয়াম পালন করতেন।[১৮]

হাদীসের মূল বক্তব্য : মহান আল্লাহর বান্দা কেবলই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে সিয়াম পালন করে। খাবার, পিপাসা ও অন্যবিধ কষ্টের যাতনা সে সাওয়াব লাভের ঐকান্তিক ইচ্ছায় বরণ করে নেয়। সিয়ামের পারিতোষিকও তাই সাধারণ হিসাবের মতো নয়; বরং তা হবে আল্লাহ প্রদত্ত অনন্য পুরস্কার। তাই পূণ্য সন্ধানীরা মাহে রামাযানের সিয়াম এবং অন্যান্য নফল সিয়াম সাধনায় একনিষ্ঠ হবে –এটাই কাম্য।

হাদীসের ব্যাখ্যা : «قَلْتُ : يَا رَسُوْلَ الله، مُرْنِيْ بعمل». হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাকে একটি ‘আমলের আদেশ করুন।

সাহাবী আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে মূল্যবান এবং ফযীলতপূর্ণ ‘আমলের শিক্ষা চেয়েছিলেন। নেক ‘আমল ছিল সাহাবীগণের আগ্রহের চরম লক্ষবস্তু, এই হাদীস থেকে তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে এবং মানবতার অধঃপতিত অবস্থা হতে উত্তরণ লাভ করতে সৎ ‘আমলের বিকল্প নেই। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ছোট এবং অশেষ মূল্যবান “সূরাহ্ আল ‘আস্‌র”টি পড়লে তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়। আল্লাহ ইরশাদ করেন–

﴿وَالْعَصْرِ ○ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ○ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

“সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত। কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে আর পরস্পরকে হক্বের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।”[১৯]

ঈমান আনয়নের পর সৎ ‘আমলের উপরই পুরস্কার ও পারিতোষিক নির্ধারিত হয়। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ﴾

“কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কর্ম করেছে এদের জন্যই রয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার।”[২০]

** যুগ্ম সেক্রেটারী জেনারেল- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[১৭] *নাসায়ী- ৪/১৬৫, হাঃ ২২২০; সহীহুত তারগীব- ১/২৩৮, মাকতাবাতুশ্ শামেলা, ১/২৬৮, হাঃ ৫১৯; আলবানী সহীহ।*

[১৮] *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা হতে সংগৃহীত।*

[১৯] *সূরাহ্ আল ‘আস্‌র ১০৩ : ১-৩।*

[২০] *সূরাহ্ আত্ তীন ৯৫ : ৬।*

قَالَ : "عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنهُ لَا عِدْلَ لَهُ".

তুমি সিয়াম পালন করো, নিশ্চয়ই সিয়ামের তুলনীয় কোনো 'ইবাদত নেই।

সিয়াম আল্লাহ তা'আলার বড়ই পছন্দনীয় 'ইবাদত। আত্মার পরিশুদ্ধি, তাক্বওয়া অর্জন, মহান আল্লাহর সাথে ঐকান্তিক সম্পর্ক স্থাপন, মানবিকতার বিকাশ, নৈতিক উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয়ে সিয়ামের মতো তুলনাবিহীন 'ইবাদত আর নেই। এ সকল কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

"إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي".

"তবে সিয়াম ব্যতীত; নিশ্চয়ই সিয়াম আমারই জন্য পালন করা হয় এবং আমি নিজে এর পুরস্কার দেবো।"[২১]

সিয়ামের মাধ্যমে মহান আল্লাহর বান্দা মহান আল্লাহর প্রিয় ভাজন হতে পারে। কোনো কারণে বান্দা জাহান্নামের যোগ্য হয়ে গেলেও সিয়ামের মতো আল্লাহ তা'আলাকে খুশী করার 'আমলের মাধ্যমে সে বান্দাহ জাহান্নাম থেকে মুক্ত হতে পারে। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

إِنَّمَا الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

"সিয়াম হচ্ছে জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকার ঢাল, যার দ্বারা বান্দাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হবে। আর সেটা আমার জন্য আমি নিজে এর পুরস্কার দান করব।"[২২]

সিয়ামের মাধ্যমে বান্দা বিশেষ বিশেষ পুরস্কার পেয়ে ধন্য হবে। সিয়াম পালনকারী সিয়ামের কারণে অশেষ আনন্দ লাভে পরিতুষ্ট হবে। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

"لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ".

সিয়াম পালনকারীর দু'টো আনন্দের সময় : (১) যখন সে ইফতার করে তখন সে ইফতারের জন্য আনন্দ লাভ করে; (২) যখন সে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাত করবে, তখন সে তার সিয়ামের কারণে আনন্দিত হবে।[২৩]

সিয়ামের মাধ্যমে বান্দা অনন্ত শান্তির পথে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা সিয়ামকে ফরয করে ঈমানী মজবুতির সাথে তা পালন করার আহ্বান জানিয়ে বলেন :

﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

"কাজেই তারা যেনো আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করে, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে।"[২৪]

তাক্বওয়ার পথ ধরে সিয়াম পালনকারীগণ জান্নাতের বিশেষ দরজা দিয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করবে। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই সুসংবাদ জানিয়ে বলেন :

"إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ".

নিশ্চয়ই জান্নাতে রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে, যা দিয়ে কেবল সিয়াম পালনকারীগণ প্রবেশ করবে, অন্য কেউ প্রবেশাধিকার পাবে না।[২৫]

সিয়ামের সবকিছুতে কল্যাণের সমারোহ বিদ্যমান, প্রবৃত্তি পরায়নতা থেকে উত্তরণ, অতি ভোজনের শারীরিক অনিষ্ট থেকে রক্ষা, চিন্তার পঙ্কিলতা থেকে আত্মরক্ষা এবং হৃদয়-মনের আত্ম নিবেদন চিত্ততার সাথে সাথে সিয়ামের উপকারী কল্যাণধারার মধ্যে রয়েছে বরকতময় সাহারী, ইফতারের সুস্বাদু সজীবতা, দান ও ত্যাগ স্বীকারের অপার্থিব আনন্দ লাভ ইত্যাদি।

বছরব্যাপী সিয়ামের অব্যাহত কল্যাণ

বক্ষমান দারসে সিয়ামের যে কল্যাণ ও অশেষ পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত নয়; বরং এ কল্যাণধারা মহান আল্লাহর বান্দাগণ বছরব্যাপী জারি রাখতে পারেন। মহান আল্লাহর পরিতুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি সিয়াম বান্দাহর জন্য অনেক বেশি উপকারী ও প্রাপ্তির। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

«مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ».

"যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রাস্তায় একদিন সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তা'আলা তার ও জাহান্নামের মাঝে আসমান ও জমিনের মধ্যকার দূরত্ব সমান পরিখা সৃষ্টি করেন।"[২৬]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিয়ামের 'আমলকে বছরব্যাপী বিভিন্ন সময়ে ও পর্যায়ে পালন করার উৎসাহ

[২১] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম- হাঃ ১৬৪/১১৫১; মিশকাতুল মাসা-বীহ- হাঃ ১৯৫৯।*
[২২] *মুসনাদ আহমাদ- হাঃ ১৫২৬৪, ১৫২৯৯।*
[২৩] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ১৭৭১, মাঃ শাঃ, ৩/২৬।*
[২৪] *সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৬।*
[২৫] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ১৭৬৩, মাঃ শাঃ, হাঃ ১৮৯৬।*
[২৬] *তিরমিযী- হাঃ ১৬২৪, হাসান সহীহ; মিশকাত- হাঃ ২০৬৪।*

দিয়েছেন এবং মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেও এসব সিয়াম পালনে অশেষ যত্নবান থাকতেন। নিম্নে পুণ্যময় নফল সিয়ামের বর্ণনা তুলে ধরা হলো–

শাওয়ালের ছয়টি সিয়াম

মাহে রামাযানের সিয়াম সাধনার অব্যবহিত পরই পুন্য কর্মের ধারাবাহিকতায় এই সিয়াম তুলনাহীন।

এ মর্মে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস প্রণিধানযোগ্য–

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

"আবূ আইয়্যুব আনসারী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রামাযানের সিয়াম পালন করল এবং পরপরই শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম পালন করল, সে যেনো সারা বছর সিয়াম পালন করল।"[২৭]

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ».

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার মহান আল্লাহর নিকট বান্দার 'আমল পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি, সিয়াম অবস্থায় যেনো আমার 'আমল পেশ করা হয় (মহান আল্লাহর নিকট)।[২৮]

আইয়্যামে বীয বা চাঁদের হিসাবে ৩টি সিয়াম

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : "مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ فِيْ كِتَابِهِ : ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾".

আবূ যার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনটি সিয়াম পালন করল সে যেনো সারা বছরই সিয়াম পালন করল। এর সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন– "যে একটি পুণ্য নিয়ে আসে তার জন্য রয়েছে দশগুণ"[২৯]।[৩০]

[২৭] *সহীহ মুসলিম- হাঃ ২৮১৫, মাঃ শাঃ, হাঃ ২০৪/১১৬৪।*
[২৮] *সুনান আত্ তিরমিযী- হাঃ ৭৪৭, সহীহ।*
[২৯] *সূরাহ্ আল আন'আম ৬ : ১৬০।*
[৩০] *সুনান আত্ তিরমিযী- হাঃ ৭৬২।*

আরাফাহ ও মুহাররম মাসের সিয়াম

আবূ ক্বাতাদাহ্ আল আনসারী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আরাফার সিয়াম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আরাফার দিনের সিয়াম বিগত এক বছর এবং আগামী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে। তাঁকে আশুরার সিয়াম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আর আশুরার সিয়াম বিগত এক বছরের গুনাহের কাফফারাহ হবে।[৩১]

শা'বান মাসে সিয়াম

এ মর্মে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস নিম্নরূপ :

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)، حَدَّثَتْهُ قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ.

আবূ সালামাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হা) হতে বর্ণিত। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হা) তাকে বর্ণনা করেছেন : মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শা'বান মাসের চেয়ে অন্য কোনো মাসে এত বেশি সিয়াম রাখতেন না।[৩২]

প্রতিপাদ্য হাদীসটির দ্বিতীয়াংশে আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু)'র বারবার 'আমল প্রসঙ্গে জানতে চাওয়ার জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিয়ামের কথাই বললেন এবং সিয়াম তুলনাহীন 'আমল তাই জানালেন। হাদীসের বক্ষমান এই অংশ থেকে সিয়ামের শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদার আধিক্য আর সর্বোত্তম পারিতোষিক প্রাপ্তির বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

হাদীসটির মহান শিক্ষা নিম্নরূপ :

(১) সিয়াম আল্লাহ তা'আলার কাছে একান্ত প্রিয় 'আমল।

(২) আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সিয়ামের তুল্য আর কোনো 'ইবাদত নেই।

(৩) সিয়াম বান্দাকে ত্যাগে ও সাধনার মহিমায় উজ্জ্বল হতে শেখায়।

(৪) ভাল 'ইবাদত যতই খোঁজা হোক, সিয়ামই সর্বোত্তম।

সুতরাং মাহে রামাযানের সিয়াম সাধনায় আমরা যেমন আত্মনিমগ্ন হব, তদ্রূপভাবে বছরব্যাপী সময়ে সময়ে সিয়াম সাধনা করে অফুরন্ত মর্যাদা ও সাওয়াব লাভে সচেষ্ট হব। তাই রামাযানের ফরয সিয়াম অত্যাবশ্যকভাবে আমরা পালন করব এবং অন্যান্য নফল সিয়াম পালন করেও আমরা পুণ্য লাভে ধন্য হতে প্রয়াসী হব। ###

[৩১] *সহীহ মুসলিম- হাঃ ২৮০৪।*
[৩২] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ১৮৩৪, মাঃ শাঃ, হাঃ ১৯৭০।*

সম্পাদকীয় শাওয়াল মাসের ছয়টি সাওম পালনের প্রয়োজনীয়তা الافتتاحية

আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু 'আলা রাসূলিহিল কারীম, ওয়া বা'দ। মাহে রামাযান বিদায়ের পথে। আর অল্প ক'টি দিন বাকি আছে মাত্র। জানি না আমাদের পাপরাশি ক্ষমা হলো কি-না। রামাযানের শেষ মুহূর্তে মহান আল্লাহর নিকট নিবেদন করছি প্রভু হে! তুমি আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দাও। আর সাওমের মাসে 'ইবাদতের যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি, সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার তাওফীক্ব প্রদান করো। সামনে আসছে শাওয়াল মাস। শাওয়াল মাসে ছয়টি নফল সাওম রয়েছে, যার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

এ মর্মে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : "যে ব্যক্তি মাহে রামাযানের সাওম পালন করার পর শাওয়ালের ছয়দিন সাওম পালন করল, সে যেন সারা বছর সাওম পালন করল।"[৩৩]

সুতরাং উপর্যুক্ত হাদীসের মাধ্যমে আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হলো যে, শাওয়াল মাসের ছয়টি সাওমের ফযীলত ও গুরুত্ব অনেক। কাজেই এ সাওম রাখার ব্যাপারে আমাদেরকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। তবে শাওয়াল মাসের সাওম ফর্‌য নয়, অবশ্যই নফল। রাখতে পারলে অনেক সাওয়াব। না রাখলে কোন গুনাহ নেই। আমাদের মাঝে মাঝে নফল সাওম পালনে অভ্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। কেননা, নফল সাওমের ব্যাপারে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন :

"যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর রাস্তায় একদিন সাওম পালন করে, আল্লাহ তা'আলা তার এবং জাহান্নামের আগুনের মাঝে একটি গর্ত তৈরি করে দেন, যা আসমান ও যমীনের মাঝের দূরত্বের সমান।[৩৪] আরেক হাদীসে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন,

"যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে মাত্র একদিন সাওম পালন করে, আল্লাহ তা'আলা তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের পথ দূরে সরিয়ে দিবেন।"[৩৫]

উপর্যুক্ত হাদীসদ্বয়ের আলোকে সুস্পষ্ট হলো যে, নফল সাওমের অনেক কল্যাণ রয়েছে। তাই শরীর সুস্থ অবস্থায় এবং সময় সুযোগ পেলে নফল সাওম পালনে অভ্যস্ত হওয়া জরুরী। কারণ কখন শরীর অসুস্থ বা দুর্বল হয়ে যাবে এবং ব্যস্ততা বেড়ে যাবে তা তো আমাদের জানা নেই। তাছাড়া কখনই বা আমাদের মহান আল্লাহর আহ্বান চলে আসবে তাও তো আমাদের জানা নেই। কাজেই সময় সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মাঝে মাঝে নফল সাওম রাখা খুবই প্রয়োজন। বিশেষ করে শাওয়াল মাসের ছয়টি সাওম পালনে তৎপর হওয়া একান্ত জরুরী। জীবন-মৃত্যুর একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ। আর আল্লাহ তা'আলা জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন উত্তম 'আমলের জন্য। কাজেই মৃত্যু আসার পূর্বে বেশি বেশি উত্তম 'আমল করা দরকার। মৃত্যুর পরে আর কোন 'আমলের সুযোগ থাকবে না। মৃত্যুর সাথে সাথে 'আমলের সব দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

সুপ্রিয় পাঠকবর্গের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, আসুন! সময় সুযোগ করে এবং ধৈর্য সহকারে মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে ও সাওয়াবের নিয়তে শাওয়াল মাসের ছয়টি নফল সাওম পালন করে সারা বছর সাওম পালনের সাওয়াব অর্জন করি। হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য নফল সিয়াম পালনে অভ্যস্থ হই! যাবতীয় অন্যায় অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকি। ঈমান ও নেক 'আমল ধ্বংসকারী কুফ্‌র, শির্‌ক ও বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকি এবং অহেতুক সময় নষ্ট না করি। সময়ের অনেক মূল্য রয়েছে। সর্বোপরি মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান রেখে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করি। সর্বদা মহান আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করি। দুনিয়ার জীবনকে তুচ্ছ মনে করি এবং আখিরাতকে প্রাধান্য দেই। এ কথা অনস্বিকার্য যে, দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ পেতে হলে কুরআন ও সুন্নাহ পালনের কোন বিকল্প নেই। কুরআন-সুন্নাহই হলো আমাদের একমাত্র চলার পথ। এ পথেই আমাদের শান্তি ও সমৃদ্ধি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে কুরআন-সুন্নাহ মেনে মুত্তাকী হওয়ার তাওফীক দান করুন –আমীন। ####

---

[৩৩] *সহীহ মুসলিম- হা: ২৮১৫।*
[৩৪] *সহীহুল বুখারী- হা: ২৬৮৫ ও সহীহ মুসলিম- হা: ২৭৬৯।*
[৩৫] *জামি' আত্ তিরমিযী- হা: ১৬২৪।*

المقالة ॥ প্রবন্ধ

শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম ৫টি ফায়দা ও ২০টি মাস'আলা

–মূল : শাইখ আব্দুল্লাহ মুহসিন আস্ সাহুদ

অনুবাদ : সানাউল্লাহ নজির আহমদ

বক্ষমান প্রবন্ধে শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম সম্পর্কে পাঁচটি ফায়দা, ২০টি মাস'আলা ও তার ফযীলতের ওপর আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

শাওয়ালের সিয়াম সম্পর্কে পাঁচটি ফায়দা

ফায়দা– ০১ : রামাযানের সিয়াম শেষে শাওয়ালের ছয়টি সিয়াম রাখলে পুরো বছর সিয়াম রাখার সাওয়াব হাসিল হয়। ইমাম মুসলিম সাহাবী আবূ আইয়্যুব (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

"যে রামাযানের সিয়াম রাখল, অতঃপর তার পশ্চাতে শাওয়ালের ছয়টি (সিয়াম) রাখল, সেটাই হচ্ছে দাহর (তথা পূর্ণ বছরের) সিয়াম।"[৩৬]

ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনু 'আস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-কে বলেছেন :

«وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ».

"....প্রত্যেক মাসে তিনটি সিয়াম রাখাই তোমার জন্য যথেষ্ট, কারণ প্রত্যেক নেকীর বিনিময়ে তুমি দশটি নেকী পাবে, আর এটাই পূর্ণ বছরের সিয়াম।"[৩৭]

সুনান ইবনু মাজাহ্ সহীহ সনদে সাওবান (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

«مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا».

"যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর ছয় দিন সিয়াম রাখবে তা পূর্ণ বছরের মতো হবে, কারণ যে একটি নেকী নিয়ে আসবে তার জন্য তার দশগুণ।"[৩৮]

ইমাম আন্ নাসায়ী সহীহ সনদে একই সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন :

«جَعَلَ اللهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرٍ فَشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةُ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ تَمَامُ السَّنَةِ».

"আল্লাহ একটি নেকীকে দশটি নেকীর সমান করেছেন। অতএব, একমাস দশ মাসের সমান এবং ফিতরের পর ছয় দিন পূর্ণ বছর।"[৩৯] একই হাদীস ইবনু খুযাইমাহ সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন এভাবে–

«صِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ السِّتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ، فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ».

"রামাযানের সিয়াম দশ মাসের সমান এবং ছয় দিনের সিয়াম দুই মাসের সমান, এটাই পূর্ণ বছরের সিয়াম।"[৪০]

ফায়দা– ০২ : শা'বান ও শাওয়াল মাসের নফল সিয়াম ফরয সালাতের পূর্বাপর সুন্নাতের মতো। শাওয়াল মাসের সিয়াম দ্বারা রামাযানের ফরয সিয়ামের ত্রুটি-

---

[৩৬] *মুসলিম- হাঃ ২০৪/১১৬৪; সুনান আবূ দাঊদ- হাঃ ২৪৩৩ ও সুনান আত্ তিরমিযী- হাঃ ৭৫৯; মুসনাদ আহমদ- হাঃ ২৩০২১। الدَّهْر (আদ্ দাহর) শব্দের অর্থ দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময় অর্থাৎ- দুনিয়াবী জীবনের পুরোটাই দাহর। এ অর্থ প্রদান করেছে সূরা আল জাসিয়ার ২৪ নং আয়াতের দাহর শব্দ। কখনো দীর্ঘ সময়কে দাহর বলা হয়, যেমন- সূরা আদ্ দাহর/ইনসানের প্রথম আয়াতে দাহর শব্দ এ অর্থ প্রদান করেছে। আবার কখনো শুধু সময়কে দাহর বলা হয় কম হোক বা বেশি হোক। অত্র হাদীসে দাহর শব্দের অর্থ পূর্ণ এক বছর। পুরো রামাযান ও শাউওয়ালের ছয় সিয়াম মিলে এক বছর সিয়ামের সমান হয়। কারণ, একটি নেকী দশটি নেকীর সমান হলে এক মাসের সিয়াম দশ মাসের সিয়ামের সমান। অতঃপর ছয়টি সিয়াম দু'মাসের সমান এভাবে বছর পূর্ণ হয়।*

[৩৭] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ১৯৭৫; সহীহ মুসলিম- হাঃ ১১৫৯।*

[৩৮] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হাঃ ১৭১৫, সহীহ।*

[৩৯] *সুনান আন্ নাসায়ী- হাঃ ২৮৭৪; মুসনাদ আহমাদ- হাঃ ২২৪১২। আরো দেখুন : সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব লিল আলবানী : (১/৪২১)।*

[৪০] *ইবনু খুযাইমাহ্- ২১১৫। ইবসু খুযাইমাহ্- হাঃ ১৯৭৭ শাইখ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ বলেন : শাফে'য়ী ও হাম্বলী ফিকহের একাধিক ফকীহ বলেছেন : "রামাযানের পর শাওয়ালের ছয় দিনের সিয়াম পূর্ণ বছর ফরয সিয়ামের সমপরিমাণ, অন্যথায় বহুগুণ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি নফল সিয়ামেও রয়েছে। কারণ প্রত্যেক নেকীই দশ নেকীর সমান, এতে শাওয়ালের বিশেষ ফযীলত কী যদি ফরয সিয়ামের সমান না হয়?"*

বিচ্যুতির প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতিবিধান করা হয়। কারণ, এমন সিয়াম পালনকারী কম আছেন যাদের সিয়াম ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পাপের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা নফল 'ইবাদত দ্বারা ফরয 'ইবাদতের ত্রুটি পূর্ণ করবেন। যেমন- নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ»، قَالَ : " يَقُوْلُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ : انْظُرُوْا فِي صَلَاةِ عَبْدِيْ أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَ : انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، قَالَ : أَتِمُّوْا لِعَبْدِيْ فَرِيْضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلٰى ذَاكُمْ".

"কিয়ামতের দিন মানুষের 'আমল থেকে সর্বপ্রথম যার হিসাব নেওয়া হবে তা হচ্ছে সালাত। আমাদের রব ফেরেশ্‌তাদের বলবেন, যদিও তিনিই সবচেয়ে বেশি জানেন, আমার বান্দার সালাত দেখ পূর্ণ করেছে না অসম্পূর্ণ রেখেছে, যদি পূর্ণ করে পূর্ণ লিখা হবে, যদি কিছু ত্রুটি করে তিনি বললেন : দেখ আমার বান্দার কি নফল আছে? যদি তার নফল থাকে তিনি বলবেন : আমার বান্দার ফরযগুলো তার নফল থেকে পূর্ণ করো। অতঃপর এভাবে অন্যান্য 'আমলের হিসেব হবে।"[৪১]

ফায়দা– ০৩ : রামাযানের পর পুনরায় শাওয়ালের সিয়াম রাখা রামাযানের সিয়াম কবুল হওয়ার আলামত। কারণ, আল্লাহ তা'আলা যখন বান্দার কোনো 'আমল কবুল করেন তাকে পরবর্তীতে আরো নেক 'আমল করার তাওফীক দান করেন। যেমন- কোনো মনীষী বলেছেন : "নেক 'আমলের প্রতিদান হচ্ছে তার পরবর্তীতে নেক 'আমল করার তাওফীক লাভ করা।"

ফায়দা– ০৪ : রামাযানের সিয়ামের ফলে পেছনের সকল পাপ মোচন করা হয়। আর ঈদুল ফিতরের দিন সিয়াম পালনকারীদের প্রতিদান প্রদান করা হয়। অর্থাৎ- ঈদ হচ্ছে পুরস্কারের দিন। অতএব, পাপ মোচনের নি'আমত শেষে শুকরিয়া হিসেবে শাওয়ালের সিয়াম রাখাই সঙ্গত। কারণ, পাপ মোচনের ন্যায় বড় কোনো নি'আমত নেই।

[৪১] *সুনান আবূ দাঊদ- হাঃ ৮৬৪। (পূর্বের কথার দলীল হিসেবে অনুবাদক হাদীসটি সংযোজন করেছেন)।*

ফায়দা– ০৫ : রামাযান মাসে বান্দা যেসব 'আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করেছে সেটা রামাযান শেষ হওয়ার সাথে শেষ হয়ে যায়নি, বরং রামাযানের পরও বাকি আছে যতদিন পর্যন্ত বান্দা জীবিত আছে। কারণ, কতক মানুষ রামাযান শেষ হলে অনেক খুশি হয়, তাদের নিকট রামাযানের সিয়াম কঠিন, ক্লান্তিকর 'ইবাদত ও দীর্ঘ সময় জুড়ে ছিল, এরূপ অবস্থায় তারা দ্রুত সিয়াম শুরু করে না। অতএব, ঈদুল ফিতরের পর পুনরায় সিয়াম শুরু করা প্রমাণ করে সিয়ামের প্রতি অনেক বান্দার আগ্রহ রয়েছে, সিয়াম দ্বারা তারা ক্লান্ত হয়নি এবং সিয়ামকে তারা অপছন্দ ও বোঝা মনে করেনি।[৪২]

শাওয়াল মাসের সিয়াম সম্পর্কে ২০টি মাস'আলা :

১. শাওয়ালের ছয় সিয়ামের ফযীলত কী?

ইবনু উসাইমীন বলেন : "রামাযানের সিয়ামের পর শাওয়ালের ছয় সিয়াম পূর্ণ বছর সিয়ামের সমান।"[৪৩]

২. শাওয়ালের ছয়টি সিয়াম কি নারী-পুরুষ সবার জন্যই সমান?

ইবনু উসাইমীন বলেন : "নারী-পুরুষ সবার জন্যই সমান।"[৪৪]

৩. শাওয়ালের ছয় সিয়াম রাখার পদ্ধতি কী?

ইবনু বায বলেন : "মু'মিন ব্যক্তি শাওয়ালের পুরো মাস থেকে ছয়টি দিন বাছাই করে তাতে সিয়াম রাখবে। মাসের শুরুতে অথবা মাঝে অথবা শেষে যেভাবে ইচ্ছা সিয়াম রাখার অনুমতি আছে। চাইলে পৃথকভাবে রাখতে পারে।"[৪৫]

৪. শাওয়ালের ছয় সিয়াম কীভাবে রাখা উত্তম?

ইবনু বায বলেন : "সিয়াম দ্রুত ও মাসের শুরুতে লাগাতার রাখাই উত্তম।"[৪৬]

ইবনু উসাইমীন বলেন : "উত্তম হচ্ছে ঈদের পরেই সিয়াম রাখা এবং সেগুলো যেন হয় লাগাতার।"[৪৭]

৫. শাওয়ালের ছয় সিয়াম কি লাগাতার রাখা জরুরি?

ইবনু বায বলেন : "লাগাতার ও পৃথক উভয়ভাবে রাখা বৈধ।"[৪৮]

[৪২] *সংকলক পাঁচটি ফায়দা লাতায়েফুল মাআরিফ : (২২০-২২২) লি ইবনু রজব থেকে সংগ্রহ করেছেন।*
[৪৩] *ফাতাওয়া : (২০/১৭) (দলীলের জন্য উপরে বর্ণিত ইমাম মুসলিমের হাদীস দেখুন, অনুবাদক)।*
[৪৪] *ফাতাওয়া : (২০/১৭)।*
[৪৫] *মাজমুউল ফাতাওয়া : (১৫/৩৯০)।*
[৪৬] *মাজমুউল ফাতাওয়া : (১৫/৩৯০)।*
[৪৭] *মাজমুউল ফাতাওয়া : (২০/২০)*
[৪৮] *মাজমুউল ফাতাওয়া : (১৫/৩৯১)।*

৬. যদি কেউ নিয়মিত শাওয়ালের ছয় সিয়াম রাখে, সেটা কি তার ওপর প্রতি বছর ওয়াজিব?

ইবনু উসাইমীন বলেন : "যদি কতক বছর সিয়াম রাখে এবং কতক বছর না রাখে কোনো সমস্যা নেই, কারণ এটা নফল, ওয়াজিব সিয়াম নয়।"[৪৯]

৭. ছয় সিয়ামে কি রাত থেকে নিয়ত করা জরুরি?

ইবনু উসাইমীন বলেন : "ছয়টি সিয়াম রাখার জন্য ফজরের পূর্ব থেকে নিয়ত করা জরুরি যেন পূর্ণ দিন পর্যন্ত সিয়াম প্রলম্বিত হয়।"[৫০]

৮. কেউ বলে শাওয়ালের ছয় সিয়াম বিদ'আত?

ইবনু বায বলেন : "এ কথাই বাতিল।"[৫১]

৯. শাওয়ালের ছয় সিয়াম কাযা করা কি বৈধ, যদি কেউ কারণবশতঃ ত্যাগ করে?

ইবনু বায বলেন : "শাওয়াল চলে যাওয়ার পর তার কাযা করা বৈধ নয়, কারণ এটা সুন্নাত যার সময় শেষ, কারণবশতঃ ত্যাগ করা হোক কিংবা কারণ ছাড়াই ত্যাগ করা হোক।"[৫২]

১০. শর'য়ী কারণবশতঃ শাওয়ালের ছয় সিয়াম ত্যাগকারীর বিধান?

ইবনু বায বলেন : "শাওয়ালের যতটা সিয়াম তুমি রাখবে তার সাওয়াব তুমি পাবে, তবে শর'য়ী কারণবশতঃ যদি সিয়াম রাখা তোমার পক্ষে সম্ভব না হয় আশা করছি তুমি পূর্ণ সাওয়াব হাসিল করবে, আর শাওয়ালের ছুটে যাওয়া সিয়ামের কাযা নেই।"[৫৩]

১১. শাওয়ালের ছয় সিয়ামের সাথে কাযা মিলিয়ে রাখার বিধান?

ইবনু বায বলেন : "বিশুদ্ধ মতে এতে কোনো সমস্যা নেই।"[৫৪]

১২. শাওয়ালের ছয় সিয়াম যিলক্বদ মাসে কাযা করা বৈধ?

ইবনু উসাইমীন বলেন :

ক. যদি আমরা মনে করি, সফর অথবা অসুস্থতা অথবা নিফাসের কারণে কারো ওপর পূর্ণ রামাযানের কাযা ছিল, সে শাওয়াল মাস সিয়াম রাখল এবং কাযাতেই তার পূর্ণ শাওয়াল অতিবাহিত হলো, তার পক্ষে জিলক্বদ মাসে ছয়টি সিয়াম রাখা বৈধ।

খ. আর যদি সে অলসতা করে এবং শাওয়ালের কয়েকটি দিন চলে যায় যেখানে সে রামাযানের কাযা করতে সক্ষম ছিল কিন্তু করেনি, অতঃপর শাওয়ালের শেষ দিকে রামাযানের কাযা করে এবং শাওয়াল শেষে যিলক্বদ মাসে সিয়াম রাখে, এটা তার পক্ষে যথেষ্ট হবে না।"[৫৫]

১৩. মানত নাকি শাওয়াল কোন সিয়াম আগে রাখবো?

ইবনু বায বলেন : "তোমার ওপর প্রথম জরুরি হচ্ছে মানতের সিয়াম পূর্ণ করা, অতঃপর শাওয়ালের ছয় সিয়াম রাখা যদি তা সম্ভব হয়। কারণ, শাওয়ালের ছয় সিয়াম মুস্তাহাব; পক্ষান্তরে মান্নতের সিয়াম ওয়াজিব।"[৫৬]

১৪. শাওয়ালের ছয় সিয়ামের জন্য কি নিয়ত জরুরি?

ইবনু উসাইমীন বলেন : "রামাযান পরবর্তী শাওয়ালের ছয় সিয়ামে যদি কেউ দিনে নিয়ত করে তাহলে সে পূর্ণ দিনের সাওয়াব পাবে না। যদি মনে করা হয় কেউ প্রথম দিন যোহরের সময় নিয়ত করে অতঃপর অবশিষ্ট পাঁচটি সিয়াম রাখে, তাহলে সে ছয়টি সিয়াম পূর্ণ পায়নি, পাঁচ দিন ও এক দিনের অর্ধেক, কারণ নিয়ত থেকেই সাওয়াব লিখা আরম্ভ হয়। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

"'আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই যা সে নিয়ত করেছে।"[৫৭]

"এ ব্যক্তি দিনের শুরুতে সিয়াম রাখার নিয়ত করেনি। অতএব, তার পূর্ণ দিন সিয়াম হয়নি।"[৫৮]

১৫. শাওয়ালের ছয় সিয়ামের হিকমত কী?

ইবনু উসাইমীন বলেন : "শাওয়ালের সিয়াম দ্বারা ফরয পূর্ণ করা উদ্দেশ্য, কারণ শাওয়ালের ছয় সিয়াম ফরয সালাত পরবর্তী সুন্নাতে রাতেবার মতো, যার দ্বারা ফরয সালাতে সৃষ্ট ত্রুটি পূর্ণ করা হয়।"[৫৯]

১৬. শাওয়ালের তিনটি বা পাঁচটি সিয়াম পালনকারী কি সাওয়াব পাবে?

ইবনু উসাইমীন বলেন : "হ্যাঁ, সংখ্যানুপাতে সাওয়াব পাবে, তবে পূর্ণ সাওয়াব পাবে না যার ওয়া'দা নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিম্নের বাণীতে করেছেন :

[২১ পৃষ্ঠায় দেখুন]

[৪৯] *মাজমুউল ফাতাওয়া : (২১/২০)।*
[৫০] *মাজমুউল ফাতাওয়া : (১৯/১৮৪)।*
[৫১] *মাজমুউল ফাতাওয়া : (১৫/৩৮৯)।*
[৫২] *মাজমুউল ফাতাওয়া : (১৫/৩৮৯)।*
[৫৩] *মাজমুউল ফাতাওয়া : (১৫/৩৯৫)।*
[৫৪] *মাজমুউল ফাতাওয়া : (১৫/৩৯৬)।*
[৫৫] *লিকাউল বাবিল মাফতুহ।*
[৫৬] *ফাতাওয়া নুরুন আলাদ্দারব : (৩/১২৬১)।*
[৫৭] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ১, আবূ দাউদ- হাঃ ২২০১, সহীহ।*
[৫৮] *ফাতাওয়া নুরুন আলাদ্দারব।*
[৫৯] *ফাতাওয়া নুরুন আলাদ্দারব।*

ঈদ উদযাপনের শর'ঈ নীতিমালা

–শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী✪

মুসলিম উম্মার জন্য রয়েছে দু'টি ঈদ। ঈদ শব্দটি আমরা সাধরাণত খুশী অর্থেই ব্যবহার করি। মূলতঃ ঈদ শব্দটির আরবী উচ্চারণ হচ্ছে, العيد আল-ঈদ। ঈদ শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে বারবার আগমন করা। ঈদ যেহেতু প্রতিবছর আমাদের জন্য আনন্দ ও খুশীর বার্তা নিয়ে আসে তাই আমরা এই খুশীর দিনকে ঈদ বলি।

প্রতি বছর দুইবার কেন ঈদ আসে?

প্রশ্ন হচ্ছে– ইসলামের বিরাট একটি রুকন পবিত্র রামাযান মাসের রোযা পূর্ণ করার পর কেন ঈদুল ফিতর আনন্দের বার্তা নিয়ে আমাদের কাছে আগমন করে? কেনই বা যিলহাজ্জ মাসের নয় তারিখে হাজীগণ আরাফার মাঠে অবস্থান করে ইসলামের পঞ্চম রুকন পালন করার পরের দিন ঈদুল আযহা নামে আরেকটি ঈদ আমাদেরকে আনন্দ দেয়?

উত্তরটি খুবই সহজ। পূর্ণ একমাস সিয়াম সাধনা করে, রাতগুলো বিভিন্ন 'ইবাদাতের মাধ্যমে জাগরণ করে রহমাত, মাগফিরাত ও জান্নাতের আশায় আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি করতে পেরে একজন সফল মু'মিন কি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করবেন না? তিনি কি আনন্দিত ও খুশী হবেন না? তিনি খুশী হবেন, আনন্দিত হবেন। আল্লাহ যেহেতু তাকে পূর্ণ একমাস সিয়াম পালন করার তাওফীক্ব দিয়েছেন, তাই তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন, তারই বড়ত্ব বর্ণনা করবেন এবং তারই পবিত্রতা ঘোষণা করবেন। এমনিভাবে আল্লাহর মেহমানগণ যেহেতু পবিত্র হজ্জ পালন করে সফল হয়েছেন, তাই বিশ্বের মুসলিমগণও হাজীদের তাকবীর ধ্বনির সাথে যোগ দিয়ে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহ আকবার বলে প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করবেন, আনন্দিত হবেন– এটি তাদের প্রাপ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ﴾

"বলুন, আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীতে। সুতরাং এরই জন্য তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত (আনন্দ প্রকাশ করা উচিত)। এটিই উত্তম সে সকল জিনিষ থেকে, যা তারা সঞ্চয় করেছে।"[৬০]

ঈদ আমাদেরকে কি শিক্ষা দেয়?

ঈদ আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয়ের দিকে আহবান জানায়। আসুন আমরা ঈদ থেকে বিশেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিয়ে আমাদের জীবনকে ধন্য করি।

১) ঈদ মুসলমানদেরকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয় : ঈদ আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, বিশ্বের সকল মুসলিম ভাই ভাই। তাদের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই। আমরা ঈদের দিনে একই সময়, একই স্থানে, একই কাতারে একজন ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে একই কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে এক মহান আল্লাহর সামনে হাজির হই। এখানে ধনী-গরীব, উঁচু-নীচু, রাজা-প্রজার কোন পার্থক্য থাকে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ﴾

"হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।"[৬১]

২) মুসলিম জাতিকে ঈদ ঐক্যের আহবান জানায় : বর্তমান সময়ে মুসলমানদের ঐক্যের খুবই প্রয়োজন। ঈদের সম্মেলন থেকে শিক্ষা নিয়ে মুসলিমগণের পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বিরাট এক সুযোগ রয়েছে। দৈনিক জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে মুসলিমদের একত্রিত হওয়া, সাপ্তাহিক ঈদ জুমু'আর নামাযে সমবেত হওয়া, বছরে দু'টি ঈদের দিনে মহামিলন এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্ব থেকে হাজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে আগত হাজীদের আরাফাতের বিশাল মাঠে একত্রিত হওয়ার মধ্যে থেকেও যদি তারা ঐক্যের শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হন, তাহলে এ জাতির মুক্তি ও কল্যাণের আশা কখনও বাস্তবায়ন হবার নয়।

৩) ঈদ মুসলমানদের পারস্পরিক ভালবাসা ও মুহাব্বত বৃদ্ধির আহবান জানায় : ঈদ আমাদেরকে

✪ *মুহাদ্দিস- মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা।*

[৬০] *সূরা ইউনুস ১০ : ৫৮।*

[৬১] *সূরা আল হুজুরা-ত ৪৯ : ১৩।*

পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে যেতে আহ্বান জানায়। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যখন আমরা এক আল্লাহর সামনে দাঁড়াই, তখন এই চিরসুন্দরদৃশ্য আমাদেরকে পারস্পরিক শত্রুতা, ঘৃণা ও হিংসা-বিদ্বেষ বর্জনের দিকে উৎসাহিত করে এবং পারস্পরিক ভালবাসা ও সৌহার্দ বৃদ্ধির দিকে আহ্বান করে।

ঈদের আনন্দ কার জন্য?

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদের সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায় রামাযানের আগমনের সাথে সাথে ঈদের আনন্দ উপভোগ করার জন্য এক শ্রেণীর মানুষ উদগ্রীব হয়ে উঠেন। অথচ রামাযানের সুমহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সম্পর্কে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন আগ্রহ দেখা যায় না। তারা ব্যস্ত হয়ে যান ঈদের নতুন পোষাক ক্রয়, ঈদের খাওয়া-দাওয়া, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া, ঈদের ছুটি কাটানোর উপযুক্ত স্থান নির্ধারণসহ আরও অনেক কার্যক্রম নিয়ে। যারা রহমত, বরকত এবং গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়ার এই মাসকে 'ইবাদতের মাধ্যমে না কাটিয়ে শুধু আক্ষরিক অর্থে ঈদকে উপভোগ করতে চান, তাদের সম্পর্কে আপনি কী বলবেন? আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষিত ও প্রগতিবাদী অধিকাংশ লোকের মধ্যেই ঈদকে এভাবে আক্ষরিক অর্থে উদযাপন করতে দেখা যায়। ইসলামের মূল্যায়নে প্রকৃতপক্ষে ঈদের আনন্দ তাদের জন্য কোন অর্থবহ কল্যাণ বয়ে আনবে না। নতুন কাপড় পরে তারা ঈদের আনন্দ উপভোগ করলেও সে আনন্দ তাদের জন্য কোন সুসংবাদ বয়ে আনবে না, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঈদের দিনে অনেক হাসলেও সে হাসি তাদেরকে একদিন কাঁদাবে।

হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : মু'মিন ব্যক্তির জন্য প্রতিটি দিনই হচ্ছে ঈদ, যদি না তাতে তার প্রভুর নাফরমানী থাকে এবং প্রতিটি দিনই তার জন্য আনন্দের, যদি সে তা আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর স্মরণের মাধ্যমে কাটিয়ে থাকে।

সুতরাং যে ব্যক্তি রামাযানের পূর্ণ দায়িত্ব পালন না করে শুধু নতুন কাপড় পরিধান করে ঈদ করল, তার জন্য ঈদের আনন্দ শোভনীয় নয়; বরং যে ব্যক্তি এই পবিত্র মাসে আনুগত্য করে এবং তাক্বওয়ার পোষাক পরিধান করে তাঁর প্রভুর প্রিয় হতে পারল তার জন্যই প্রকৃত ঈদ। যে ব্যক্তি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরে নতুন ঝকঝকে গাড়িতে চড়ে ঈদগাহে গমন করল, তাঁর জন্য ঈদ নয়; বরং প্রকৃত ঈদ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির জন্য যে এই মহান মাসে সকল গুনাহ হতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে পারল। আফসোস ঐ বান্দার জন্য! যে সুন্দর পোষাক পরে ঈদের আনন্দ প্রকাশ করে, কিন্তু গুনাহ থেকে তাওবাহ্ করে না, মৃত্যুকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না।

ঈদের সালাতের হুকুম : এটা দীন ইসলামের প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহের অন্যতম। এই সালাতের হুকুম নিয়ে 'আলেমদের থেকে একাধিক মত পাওয়া যায়। কারও মতে ঈদের সালাত হলো ফরযে কিফায়া। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) এটাকে ওয়াজিব বলেছেন। আল্লামা বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে ঈদের সালাত ফরযে আইন। তবে অধিকাংশের মতে এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা; ওয়াজিব বা ফরয নয়। এ মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য।

মোটকথা, নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সালাত তাঁর উম্মাতের জন্য শারী'আতসিদ্ধ করেছেন এবং তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি মহিলাদেরকেও তাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর নিজেও তিনি সেটা স্থায়ীভাবে আদায় করেছেন। সুতরাং ঈদের সালাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। কোন মুসলিমের এ ব্যাপারে অবহেলা করা অনুচিত।

ঈদের সালাতের সময় : এক তীর পরিমাণ সূর্য উপরে ওঠা থেকে তা পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঈদের সালাতের সময়। ঈদুল আযহা জলদী করে এবং ঈদুল ফিতর দেরী করে আদায় করা সুন্নত।

যে স্থানে এ সালাত পড়বে : ঈদগাহ বা মাঠে এ সালাত আদায় করা সুন্নত। কারণবশতঃ মাসজিদেও আদায় করা যায়।

ঈদের দিনের কতিপয় মুস্তাহাব 'আমল :

১) ঈদ উপলক্ষে একে অপরকে অভিনন্দন ও ঈদের শুভেচ্ছা জানানো সুন্নাত। তবে এর নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নেই। অবশ্য সালাফে সালেহীন থেকে প্রমাণিত আছে যে, তাঁরা এই দিনে একে অপরকে বলতেন : تقبل الله منا ومنكم "আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের সৎ 'আমলগুলো কবুল করুন।" আরব দেশে পরস্পর ঈদ সা'ঈদ عيد سعيد, ঈদ মোবারক এবং كل عام وأنتم بخير এ সমস্ত কথাগুলো বলতে শুনা যায়।

২) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা।

৩) গোসল করে সুন্দর পোষাক পরিধান করা। কিন্তু মহিলাগণ তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না এবং আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করবে না।

৪) ঈদুল ফিতরের সালাতে যাওয়ার পূর্বে কিছু খেয়ে বের হওয়া সুন্নাত।

৫) ঈদের সালাতে বের হওয়ার আগে ফিতরা আদায় করবে। ঈদের দুই-এক দিন আগে ফিতরা পরিশোধ করলেও চলবে। নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদের সালাতের জন্য বের হওয়ার পূর্বে ফিতরা আদায় করতে বলেছেন। তিনি বলেন :

«مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ».

যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে ফিতরা আদায় করল, তা ফিতরা হিসেবে কবুল হবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের পর আদায় করল, তার ফিতরা সাধারণ সাদাক্বাহ্ হিসেবে গণ্য হবে।[৬২]

৬) চলার পথে আওয়াজ করে তাকবীর পাঠ করা। তাকবীরের শব্দগুলো হচ্ছে–

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

ঈদুল ফিতরের চাঁদ উঠার পর থেকে এই তাকবীরগুলো পড়া শুরু হবে এবং ঈদের সালাত পড়ার পূর্ব পর্যন্ত চলবে।

৭) শীঘ্র শীঘ্র ঈদের মাঠে যাওয়া।

৮) এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা।[৬৩]

৯) ঈদের দিনে উন্নত খাবার খাওয়া এবং পোষাক-পরিচ্ছদে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা মুস্তাহাব।

ঈদের সালাত আদায়ের পদ্ধতি : সালাতের সময় উপস্থিত হলে ইমাম আগে দাঁড়িয়ে সবাইকে নিয়ে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করবেন। এ সালাতে আযান ও ইক্বামাত নেই। মাইকে ডাকা-ডাকিও নেই। সুতরাং মাইকে ডাকা-ডাকি করা বিদ'আত। অতঃপর প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করবে। দু'রাকাতেই কিরা'আত স্বরবে পড়বে। সুন্নাত হলো প্রথম রাক'আতে সূরা আল আ'লা- এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা আল গা-শিয়াহ্ পড়া। সালামের পর ইমাম চলমান পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য করে খুতবাহ্ প্রদান করবেন।

ঈদের সালাতে তাকবীর সংখ্যা : প্রথম রাকা'আতে তাকবীরে তাহরিমার পর সাতটি অতিরিক্ত তাকবীর দিবে। দ্বিতীয় রাক'আতে সাজদাহ্ থেকে উঠার তাকবীর বাদ দিয়ে পাঁচটি অতিরিক্ত তাকবীর পাঠ করবে। ১২ তাকবীরে ঈদের সালাত আদায় করার পক্ষে অনেকগুলো সহীহ হাদীস রয়েছে। কাসীর ইবনু 'আবদুল্লাহ তার পিতা হতে আর তার পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে,

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِيْ الْعِيْدَيْنِ فِيْ الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِيْ الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».

নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই ঈদের সালাতে প্রথম রাক'আতে কিরা'আতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে কিরা'আতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর পাঠ করতেন।[৬৪]

ইমাম আত্ তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : ঈদের সালাতের তাকবীরের ব্যাপারে বর্ণিত এটিই সর্বোত্তম হাদীস। এর উপরই নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কতক বিজ্ঞ সাহাবী এবং অন্যান্য বিদ্বানগণ 'আমল করেছেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি এভাবেই মাদীনাতে ঈদের সালাত পড়েছেন। এটিই ইমাম মালেক, শাফি'য়ী এবং আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মাযহাব।

প্রত্যেক তাকবীরের সাথে দু'হাত উত্তোলন (রাফউল ইয়াদায়ন) করবে। প্রত্যেক দুই তাকবীরের মধ্যবর্তী সময়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কোন দু'আ বা যিক্র পাঠ করার কথা প্রমাণিত নেই। তবে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে দুই তাকবীরের মাঝখানে আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর বড়ত্ব এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর দরূদ পাঠ করার কথা পাওয়া যায়। ঈদের সালাতের অতিরিক্ত তাকবীরসমূহ এবং খুতবা সুন্নত; ওয়াজিব বা আবশ্যক নয়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ স্থানেই ছয় তাকবীরে ঈদের সালাত পড়া হয়। এটি সুন্নাতের খেলাফ। কারণ এ মর্মে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কোন

[৬২] *সুনান আবূ দাঊদ- হাঃ ১৬০৯, হাদীসটি হাসান।*
[৬৩] *সহীহুল বুখারী।*
[৬৪] *সুনান আত্ তিরমিযী- হাঃ ৫৩৬, হাদীসটি সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ্- হাঃ ১২৭৯ ও দারামী।*

সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। ঈদের সালাতের পূর্বে বা পরে কোন প্রকার নফল সালাত পড়া জায়িয নেই। তবে ঈদের সালাত মাসজিদে হলে বসার পূর্বে দু রাকা'আত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়ে নিবে। একবার 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, ঈদের সালাতের পূর্বে নফল সালাত পড়ছে। তিনি প্রতিবাদ করলে উক্ত ব্যক্তি বলল : আল্লাহ আমাকে নামায পড়ার কারণে শাস্তি দিবেন না। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বললেন : সালাতের কারণে শাস্তি দিবেন না। তবে বিদ'আত করার কারণে শাস্তি দিবেন।

ঈদের সালাতে মহিলাদের অংশগ্রহণ : ঈদের সালাত, জুমু'আর সালাত এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জামা'আতে মহিলাদের উপস্থিত হওয়া জায়িয। উম্মু 'আতীয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন :

سَمِعْتُهُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : «يَخْرُجُ العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُوْرِ، أَوِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُوْرِ، وَالحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِيْنَ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّ».

আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, ঈদের সালাতে পর্দার আড়ালের যুবতী মহিলাগণও বের হবে। হায়িয বিশিষ্ট মহিলাগণও অংশগ্রহণ করবে। তারা কল্যাণের কাজে অংশ নিবে এবং দু'আয় শরীক হবে (ঈদের খুতবাহ্ শুনবে)। তবে তারা সালাতে অংশগ্রহণ করবে না।[৬৫]

আমাদের দেশে মহিলাদের ঈদের সালাতে অংশগ্রহণের কোন ব্যবস্থা রাখা হয় না। এটি ঠিক নয়। এ অবস্থার অবসান হওয়া উচিত।

ঈদের দিনের বিনোদন :

১) আত্মীয় ও মুসলিম বন্ধু-বান্ধবের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা : পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল আত্মীয়-স্বজনের অন্তরে বৈধ পন্থায় আনন্দ প্রকাশ করানোর চেষ্টা করা এবং তাদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা এবং মুসলিম বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কুশল বিনিময় এবং তাদেরকে ঈদের শুভেচ্ছা জানানো ঈদের বিনোদনের অন্তর্ভুক্ত।

২) দূরের আত্মীয়দেরকে এই পবিত্র ও খুশীর দিনে ভুলে না যাওয়া : দূরের আত্মীয়দের বাড়িতে যাবো এবং তাদেরকে দা'ওয়াত দিয়ে সাধ্যানুযায়ী উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা ঈদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক।

৩) গরীব-দুঃখীদের খোঁজ-খবর নেয়া : সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে গরীব-দুঃখীদেরকেও ঈদের আনন্দে শরীক করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সাওয়াবের কাজ।

৪) বৈধ খেলা-ধুলার আয়োজন করা : অনেকেই মনে করেন, ইসলামে খেলা-ধুলা ও আনন্দ-ফূর্তি করার মতো কিছু নেই। তাদের ধারণা ঠিক নয়। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : একদিন আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমার ঘরের সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পেলাম। তখন হাবশীগণ মাসজিদে খেলা করছিলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে আপন চাদর দিয়ে পর্দা করে রাখছিলেন আর আমি তাদের খেলা অবলোকন করছিলাম। অন্য বর্ণনায় আছে, তারা অস্ত্র নিয়ে খেলা করছিলেন। এ হাদীস থেকে বৈধ খেলা-ধুলার আয়োজন করার দলীল রয়েছে। অন্য হাদীসে এসেছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর স্ত্রী 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে নিয়ে পূর্ণিমার রাতে একাধিকবার দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। প্রথমবার 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জয়লাভ করেন। দ্বিতীয়বার দৌড় প্রতিযোগিতায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আয়িশাহ্কে পরাজিত করে দেন।

৫) ঈদের দিন ইসলামী কবিতা আবৃত্তি ও তাওহীদী জাগরণমূলক কিছু গাওয়া বৈধ : বিবাহের অনুষ্ঠানে ও ঈদের দিনে ইসলাম আনন্দ ও বিনোদন করার অনুমতি দিয়েছে। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন :

دَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعِنْدِيْ جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِيْ الأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ : وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : أَمَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ فِيْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَذَلِكَ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهَذَا عِيْدُنَا».

একদিন আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন দু'জন আনসারী বালিকা বুয়াস যুদ্ধে তাদের বীরত্ব সম্পর্কিত গান গাচ্ছিল, কিন্তু তারা পেশাদার গায়িকা ছিল না। আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : আশ্চর্য! আল্লাহর রাসূলের ঘরে শয়তানের বাদ্য! এ দিনটি ছিল ঈদের দিন। আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু

[৬৫] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৩২৪।*

আনহু)-এর এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : হে আবূ বকর! প্রত্যেক জাতির ঈদ আছে, আর এদিন হলো আমাদের ঈদ।[৬৬]

রাবী বিনতু মুআওয়ায (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন :

جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ حِيْنَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِيْ كَمَجْلِسِكَ مِنِّيْ، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا، يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِيْ يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ، فَقَالَ : «دَعِي هَذِهِ، وَقُوْلِيْ بِالَّذِيْ كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ».

যখন আমার বিবাহের অনুষ্ঠান হচ্ছিল তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাছে এসে আমার বিছানায় এমনভাবে বসলেন, যেমন তুমি বসেছ। তখন কয়েকজন বালিকা দফ বাজাচ্ছিল ও আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মাঝে যারা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন তাদের প্রশংসামূলক সংগীত গাচ্ছিল। এ সংগীতের মাঝে এক বালিকা বলে উঠল। আমাদের মাঝে এমন এক নাবী আছেন যিনি জানেন আগামী কাল কি হবে। তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : এ কথা বাদ দাও এবং যা বলছিলে তা বলো।[৬৭]

তাই অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম নিম্নোক্ত কয়েকটি সময়ে দফ অর্থাৎ- এক দিকে খোলা ঢোল জাতীয় বাদ্য বাজানোকে জায়িয বলেছেন।

ঈদের দিনে যা বর্জনীয় : ঈদ মুসলমানদের আত্মার পরিশুদ্ধি, মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন-এর প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি মার্জিত উৎসব। তবে দুঃখের ব্যাপার হলো আমরা অনেকেই এ দিনটিকে যথার্থভাবে পালন করতে ব্যর্থ হই। নানাবিধ ইসলাম বহির্ভুত কাজে লিপ্ত হয়ে হারিয়ে ফেলি ঈদের মাহাত্ম্য, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে আনন্দ উপভোগ করি। ঈদের মূল শিক্ষা থেকে আমরা চলে যাই দূরে, বহু দূরে। এ ধরনের আচরণ থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মুসলমানেরই জরুরী।

মহান রাব্বুল 'আলামীন যেহেতু ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন পালন করার তাওফীক্ব দিয়েছেন, তাই মুসলিমগণ ঈদের পবিত্র দিনে প্রভুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তাঁর বড়ত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণা করবে এবং আনন্দের সাথে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন পালন করবে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে আজ মুসলিমগণ ঈদের আসল শিক্ষা ভুলে গিয়ে বিভিন্ন পাপাচারি ও অশ্লীল কাজের মাধ্যমে ঈদের আনন্দ উপভোগ করার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। সুতরাং ঈদের দিনে যা আমাদের সকলের জন্য বর্জনীয় সে দিকে লক্ষ্য করি :

১) বিজাতীয় আচরণ : মুসলিম সমাজে এ ব্যধি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদে, চাল-চলনে, শুভেচ্ছা বিনিময়ে অমুসলিমদের অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত হয়ে পড়েছে মুসলমানদের অনেকেই। এর মাধ্যমে একদিকে তারা সাংস্কৃতিক দৈন্যতার পরিচয় দিচ্ছে অপরদিকে নিজেদের তাহজিব-তামাদ্দুনের প্রতি প্রকাশ করছে অবজ্ঞা-অনীহা। এ ধরনের আচরণ ইসলামী শরী'আতে নিষিদ্ধ। হাদীসে এসেছে নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্যতা রাখবে সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে।[৬৮]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ হলো, যে কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যতা রাখবে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি এ বাহ্যিক অর্থ আমরা নাও ধরি তবুও কমপক্ষে এ কাজটি যে হারাম তাতে সন্দেহ নেই।

২) পুরুষ নারীর বেশ ধারণ ও নারীর পুরুষের বেশ ধারণ : পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন ও সাজ-সজ্জার ক্ষেত্রে পুরুষের নারীর বেশ ধারণ ও নারীর পুরুষের বেশ ধারণ হারাম। ঈদের দিনে এ কাজটি অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। হাদীসে এসেছে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন :

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ».

রাসূল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী ও নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন।[৬৯]

---

[৬৬] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৯৫২।*

[৬৭] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৫১৪৭।*

[৬৮] *সুনান আবূ দাউদ- হাঃ ৪০৩১, হাদীসটি হাসান সহীহ।*

৩) ঈদের দিনে ক্বর যিয়ারাত : ক্বর যিয়ারাত করা শরী'আত সমর্থিত একটি নেক 'আমল। হাদীসে এসেছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا.

আমি তোমাদেরকে ক্বর যিয়ারাত করতে নিষেধ করেছিলাম, হ্যাঁ এখন তোমরা ক্বর যিয়ারাত করবে। কারণ ক্বর যিয়ারাত হৃদয়কে কোমল করে, নয়নকে অশ্রুসিক্ত করে ও পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে তোমরা শোক ও বেদনা প্রকাশ করতে সেখানে কিছু বলবে না।[৭০]

কিন্তু ঈদের দিনে ক্বর যিয়ারাতকে অভ্যাসে পরিণত করা বা একটা প্রথা বানিয়ে নেয়া শরী'আতসম্মত নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

«لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا، وَلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا».

তোমরা আমার ক্বরে ঈদ উদযাপন করবে না বা ঈদের স্থান বানাবে না।[৭১]

যদি ঈদের দিন ক্বর যিয়ারাত করা হয় তবে ক্বরে ঈদ উদযাপন হয়েছে বলে গণ্য হবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঈদ মানে যা বার বার আসে। যদি বছরের কোন একটি দিনকে কবর যিয়ারাতের জন্য নির্দিষ্ট করা হয় আর তা প্রতি বছর করা হয় তাহলে এর অর্থই হবে ক্বরকে ঈদের উৎসব-সামগ্রী হিসেবে সাব্যস্ত করা। আর সেটা যদি সত্যিকার ঈদের দিনে হয় তবে তা আরো মারাত্মক বলে ধরে নেয়া যায়। যখন আল্লাহর রাসূলের ক্বরে ঈদ পালন নিষিদ্ধ তখন অন্যের ক্বরে ঈদ উদযাপন করার হুকুম কতখানি নিষিদ্ধের পর্যায়ে পড়তে পারে তা ভেবে দেখা উচিত।

মোটকথা, ঈদের দিনকে ফযীলত মনে করে ক্বর যিয়ারাত করা। তবে কেউ ছুটিতে ঈদের দিন নিজ বাড়িতে গেলে মৃত আত্মীয়-স্বজনের ক্বর যিয়ারাত করতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যারা সারা বছর নিজ বাড়িতেই থাকেন তারা যদি ঈদের দিন বিশেষ গুরুত্বের সাথে ক্বর যিয়ারাত করেন, তাহলে বিদ'আত হবে।

[৬৯] *সুনান আবূ দাঊদ- হাঃ ৪০৯৭, হাদীসটি সহীহ।*
[৭০] *সহীহুল জামে'- হাঃ ৪৫৮৪।*
[৭১] *সুনান আবূ দাঊদ- হাঃ ২০৪২, হাদীসটি সহীহ।*

৪) নারীদের খোলা-মেলা অবস্থায় রাস্তা-ঘাটে বের হওয়া : মনে রাখা প্রয়োজন যে, খোলামেলা ও অশালীন পোশাকে রাস্তা-ঘাটে বের হওয়া ইসলামী শরী'আতে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى﴾

"আর তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন মূর্খতার যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না।"[৭২]

«صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا».

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : জাহান্নামবাসী দু'ধরনের লোক যাদের আমি এখনও দেখতে পাইনি। একদল লোক যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে প্রহার করবে। আর একদল এমন নারী যারা পোশাক পরিধান করেও উলঙ্গ মানুষের মতো মনে হবে, অন্যদের আকর্ষণ করবে ও অন্যেরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। ওরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না, যদিও তার সুগন্ধি বহু দূর থেকে পাওয়া যায়।[৭৩]

৫) নারীদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা এবং তাদের সাথে অশালীন আচরণ বিনিময় করা : দেখা যায় অন্যান্য সময়ের চেয়ে এই গুনাহের কাজটা ঈদের দিনে বেশি করা হয়। নিকট আত্মীয়দের মাঝে যাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ শারী'আত অনুমোদিত নয়, তাদের সাথে অবাধে দেখা-সাক্ষাৎ করা হয়।

«إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ : رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ : «الْحَمْوُ الْمَوْتُ».

[৭২] *সূরা আল আহ্যা-ব ৩৩ : ৩৩।*
[৭৩] *সহীহ মুসলিম- হাঃ ১২৫/২১২৮।*

রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন : তোমরা মহিলাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবে। মাদিনার আনসারদের মধ্য থেকে এক লোক প্রশ্ন করল : হে আল্লাহর রাসূল! দেবর-ভাসুর প্রমুখ আত্মীয়দের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি উত্তরে বললেন : এ ধরনের আত্মীয়-স্বজন তো মৃত্যু।[৭৪]

এ হাদীসে আরবী الحمو শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এমন সকল আত্মীয় যারা স্বামীর সম্পর্কের দিক দিয়ে নিকটতম। যেমন- স্বামীর ভাই, তার মামা, খালু প্রমুখ। তাদেরকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করার কারণ হল, এ সকল আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমেই বেপর্দাজনিত বিপদ-আপদ বেশি ঘটে থাকে। যেমনটি অপরিচিত পুরুষদের বেলায় কম ঘটে।

৬) ঈদের রাতে বা দিনে অশ্লীল গান, বাজনা, নাচ, ছবি, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে ঈদের আনন্দ উপভোগ করা : ঈদের দিনে এ গুনাহের কাজগুলো বেশি হতে দেখা যায়। গান ও বাদ্যযন্ত্র যে শরী'আতে নিষিদ্ধ এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আর তা যদি হয় অশ্লীল গান তাহলে তো তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন ভিন্নমত নেই। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

"لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ".

আমার উম্মাতের মাঝে এমন একটা দল পাওয়া যাবে যারা ব্যভিচার, রেশমি পোশাক, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।[৭৫]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় গান-বাদ্য নিষিদ্ধ। কারণ হাদীসে বলা হয়েছে তারা হালাল মনে করবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় মূলতঃ এটা হারাম। ইসলামী শরী'আতে কিছু কিছু পর্বে বিনোদনের অনুমতি দিয়েছে।

পরিশেষে আমরা মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন মুসলিম জাতিকে ঈদ থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের জীবনকে ধন্য করেন এবং ঈদের দিনে সকল ইসলাম বিরোধী আচরণ থেকে মুসলিমদেরকে হিফাজাত করেন –আমীন। ###

[৭৪] *সহীহ মুসলিম- হাঃ ২০/২১৭২।*
[৭৫] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৫৫৯০।*

শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম ৫টি.....

[১৪ পৃষ্ঠার পর]

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ».

"যে রামাযানের সিয়াম রাখল অতঃপর তার পশ্চাতে শাওয়ালের ছয়টি রাখল, সে যেন পুরো বছর সিয়াম রাখল।"[৭৬]

১৭. শাওয়ালের ছয় সিয়ামের সাথে সোম ও বৃহস্পতিবারের সিয়ামের নিয়ত করা কি বৈধ?

ইবনু উসাইমীন বলেন : "যদি শাওয়ালের ছয় সিয়াম সোম ও বৃহস্পতিবার হয়, তাহলে নিয়তের কারণে শাউওয়াল এবং সোম ও বৃহস্পতিবারের সাওয়াব পাবে।"[৭৭]

১৮. শাওয়ালের ছয় সিয়াম কি রামাযানের কাযা হিসেবে গণ্য করা বৈধ?

ইবনু উসাইমীন বলেন : "শাওয়ালের ছয় সিয়ামকে রামাযানের কাযা হিসেবে গণ্য করা বৈধ নয়। কারণ, ছয় সিয়াম রামাযানের অনুগামী, যেমন ফরয সালাতের অনুগামী তার পরবর্তী সুন্নাত।"[৭৮]

১৯. কাফ্ফারার সিয়ামের পূর্বে কি শাওয়ালের ছয় সিয়াম রাখা বৈধ?

ইবনু বায বলেন : "ওয়াজিব হচ্ছে কাফফারার সিয়াম দ্রুত আদায় করা, তার পূর্বে নফল রাখা বৈধ নয়, কারণ শাওয়ালের ছয় সিয়াম নফল আর কাফ্ফারার সিয়াম ফরয। কাফ্ফারা দ্রুত আদায় করা ওয়াজিব।"[৭৯]

২০. রামাযানের কাযা যার ওপর রয়েছে, সে কি কাযা আদায় করার পূর্বে শাওয়ালের ছয় সিয়াম রাখলে হাদীসে বর্ণিত সাওয়াব পাবে?

ইবনু উসাইমীন বলেন : "রামাযান মাসের সিয়াম পূর্ণ করা ব্যতীত শাওয়ালের ছয় সিয়ামের ফযীলত হাসিল হবে না।"[৮০]

ইবনু বায বলেন : "নিয়ম হচ্ছে কাযা দিয়ে সিয়াম শুরু করা, দ্রুত কাযা আদায় করাই ওয়াজিব, যদিও ছয়টি সিয়াম ছুটে যায়, কারণ ফরয নফলের চেয়ে মুকাদ্দিম বা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।"[৮১]

সমাপ্ত

[৭৬] *দেখুন : ফাতাওয়া নুরুন আলাদ্দারব।*
[৭৭] *ফাতাওয়া নুরুন আলাদ্দারব।*
[৭৮] *ফাতাওয়া নুরুন আলাদ্দারব।*
[৭৯] *মাজমুউল ফাতাওয়া : (১৫/৩৯৪)।*
[৮০] *মাজমুউল ফাতাওয়া : (২০/১৮)।*
[৮১] *মাজমুউল ফাতাওয়া : (১৫/৩৯৩)।*

স্বনির্ভর শুব্বানে আহলে হাদীস

–প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম*

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ সংগঠনটি এ দেশের আহলে হাদীস ছাত্র-যুবকদের এমন একটি প্লাটফর্‌ম যার মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস নিজেদের 'আমলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি শিক্ষাঙ্গনে এর কার্য্যক্রম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কেন্দ্রীয় কনফারেন্সে ১৯৮৫ সালে এর গঠনতন্ত্র সংশোধন ও অনুমোদন করে জমঈয়তে আহলে হাদীসের একটি শুব্বান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৯ সালে ঢাকা মহানগরীর বংশাল জামে মাসজিদে তৎকালীন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী'র সভাপতিত্বে দেশের সকল অঞ্চল থেকে আগত আহলে হাদীস ছাত্র-যুবকদের নিয়ে শুব্বানের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কয়েকটি মুসলিম দেশের সম্মানিত কুটনীতিবিদসহ জমঈয়তের বিভিন্ন স্তরের লোকজন উপস্থিত ছিলেন। একুশ সদস্য বিশিষ্ট গঠনতন্ত্র সাব-কমিটি শুব্বানের জন্য একটি গঠনতন্ত্র প্রনয়ন করেন যা ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়। বর্তমানে শুব্বানের মধ্যে এক অভাবনীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনার জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। ফলে সকল জেলার আহলে হাদীস যুবকদের সাথে কর্মতৎপরতা বেগবান হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা সংগঠনের শাখা প্রতিষ্ঠা করেছে। শুব্বান শব্দটি আরবী, বিধায় এর অর্থ আমাদের দেশের বেশীরভাগ লোকই বুঝে না। শুব্বান শব্দের অর্থ হলো যুবক। তাই এটাকে ছাত্র-যুবকদের সংগঠন বলা হয়।

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর গঠনতন্ত্র ২০০৩ বর্তমানে অনুকরণীয়। এর পৃষ্ঠা- ১০, দশম অধ্যায়, ধারা- ১৯ (ক)-তে উল্লেখ আছে যে, জমঈয়াতে শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর আয়ের উৎস : "নিজস্ব উৎস যথা- প্রকল্প আয়" থেকে। উক্ত ধারার (ঙ)-তে বলা হয়েছে, "কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আলোকে শরী'আত অনুমোদিত বিভিন্ন খাতে সংগৃহীত অর্থ ব্যয়িত হবে"। এখন কথা হচ্ছে শুব্বান যদি তাদের গঠনতন্ত্র মোতাবেক "নিজস্ব উৎস যথা- প্রকল্প আয়"-এর আলোকে অর্থনৈতিক স্বনির্ভর না হয় তাহলে আকাশ থেকে "মান্না ওয়া সালওয়া" কি নাযিল হবে? আয়ের উৎস হিসাবে তাদেরকে নানাবিধ শরী'আত সম্মত পরিকল্পনা নিতে হবে। এ কাজে অভিভাবক হিসাবে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের শুধু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুনজর থাকলেই চলবে। শুব্বানের গঠনতন্ত্রের উল্লেখিত ১৯ ধারার (খ)-তে বলা হয়েছে– "এই সংগঠন প্রত্যক্ষভাবে কোনো বায়তুল মাল গ্রহণ করবে না। তবে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সকল স্তরে বায়তুল মাল সংগ্রহে কেন্দ্রীয় জমঈয়তকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবে"। তাহলে দেখা যায় এদের গঠনতন্ত্র স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, শরী'আত সম্মত আর্থিক স্বনির্ভর হওয়াটা এদের খুবই জরুরী। কেননা বায়তুল মাল তারা গ্রহণ করবে না। শুধু কর্মীদের মাসিক ইয়ানত, দান, অনুদান ইত্যাদি দিয়ে সংগঠন চলতে পারে না, চললেও খুড়িয়ে খুড়িয়ে হুচট খেতে খেতে চলবে।

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হওয়াটা সময়ের দাবী। এ দূরহ কাজটি করতে হলে তাদেরকে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর হিতৈষীগণ এবং যারা ধনাঢ্য তাদেরকে সাথে নিয়ে এগুতে হবে। এ ধরনের কাজে পূর্বে বাধা এসেছে তেমনিভাবে বাধা আরো আসতে পারে। প্রাথমিকভাবে তারা যে কাজগুলো করতে পারে তা হলো–

১. আহলে হাদীস ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের সাথে ব্যাপক যোগাযোগ রক্ষা করা।

২. এক থেকে দু'ফর্মা বিশিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর চটি বই প্রকাশ করা যাতে এগুলো পড়ে সদস্যগণ অনুপ্রাণিত হতে পারে এবং সংগঠন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হতে পারে।

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন- স্কুল, মাদরাসা, এতিমখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সক্রিয় হওয়া।

৪. প্রচার কাজে আরো ব্যাপক পরিকল্পনার বাস্তবরূপ দেয়া।

৫. ইনকাম জেনারেটিং অন্যান্য প্রজেক্ট গ্রহণ করা।

৬. খিদমতে খালক জাতীয় কাজে অংশ গ্রহণ করা।

৭. বিভিন্ন রকম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা কাজে হাত দেয়া। যেমন- ভকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, নার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল টেকনোলজী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ইত্যাদি এগুলো ইনকাম জেনারেটিং প্রজেক্ট হবে।

উল্লেখ্য যে, সবগুলো প্রজেক্ট ঢাকা কেন্দ্রীক হবে এমনটি নয়। অন্যান্য বিভাগীয় বা জিলার কেন্দ্রেও হতে পারে। এ কাজগুলো সবাই ভাল চোখে দেখবে না, তবুও থামা যাবে না, এগুতে হবে। স্বনির্ভর প্রকল্পগুলো শুব্বান প্রতিষ্ঠা করতে পারলে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো অর্জন করতে পারবে।

ক. ছাত্র-যুবকদের লেখাপড়া শেষ হলে কর্মসংস্থার ব্যবস্থা হবে। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের এমন কোন প্রকল্প নেই যেখানে তাদেরই ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া শেষ

* *মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও খণ্ডকালীন শিক্ষক- পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়।*

করে চাকরীর সুব্যবস্থা হবে। তাহলে তারা যাবে কোথায়? মনে রাখতে হবে শুধু মাসজিদ-মাদরাসায়, ইমাম, খতীব, কাজী ইত্যাদি জাতীয় ভাল কাজে সীমাবদ্ধতায় আটকে থাকলে চলবে না। সমাজে বা রাষ্ট্রে সর্বক্ষেত্রে ভাল স্থান করে নিতে হবে যোগ্যতার বলে।

খ. স্বনির্ভর প্রকল্প কাজে তাদের অভিজ্ঞতা অন্যান্য কাজে ও স্থানে ব্যয় করতে পারবে তাতে সমাজ উপকৃত হবে।

গ. আহলে হাদীস সমাজে তাদের কদর ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। ফলে মাযহাবী কিংবা অমুসলিম জনগণও সহযোগিতা করবে। জনগণ সার্বিকভাবে এর সুফল পাবে।

ঘ. ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র উপকৃত হবে। দেশে ও বিদেশে প্রসংশিত হবে।

ঙ. সরকারী ও বেসরকারী (NGO) প্রতিষ্ঠানের সুনজরে পড়বে এবং সাহায্যের হাত এগিয়ে আসবে।

আরেকটি ব্যাপার মনে রাখতে হবে। স্কুল, এতিমখানা, মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধু ছেলেরাই লেখাপড়া করে না। পাশাপাশি মেয়েরাও লেখাপড়া করে থাকে এবং বর্তমানে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই লেখাপড়ায় ভাল ফল অর্জন করতেছে।

সুতরাং দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠির মতো শিল্প-প্রতিষ্ঠানেও অর্ধেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়ে ছাত্রীদেরকে কিভাবে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে একত্রিত করা যায় তারও চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদেরকে বাদ দিয়ে আহলে হাদীস-এর সার্বিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে শুব্বান তাদের অভিভাবক সংগঠন জমঈয়তের পরামর্শ নিতে পারে। পাশাপাশি আরেকটি কাজ তাদের করতে হবে তা হলো– শিশু-কিশোরদের নিয়ে কর্মসূচি। বাংলাদেশে বহু সংগঠন আছে শিশু-কিশোরদেরকে নিয়ে। সরকারী পর্যায়ে "শিশু একাডেমী" আছে যা মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঐ সমস্ত শিশু-কিশোর সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান শিশুদের নাচ-গান, চিত্র অঙ্কন, উপস্থিত বক্তৃতা, কবিতার আসর, ভ্রমন, অভিনয়, খেলাধুলা নানাবিধভাবে তাদেরকে একস্ট্রা কারিকোলাম একটিভিটিস এর মাধ্যমে শারীরিক-মানসিক, উৎকণ্ঠিত করার কাজে লিপ্ত। ধর্মীয় কাজকর্ম ও অনুশীলন ঐ সমস্ত স্থানে উপেক্ষিত। সে ক্ষেত্রে শুব্বানের উচিত হবে অভিভাবক সংগঠন জমঈয়তের পরামর্শে দেশের আহলে হাদীস সমাজের শিশু-কিশোরদের এক প্লাটফরমে এনে সহীহভাবে ধর্ম অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করা। শরী'আত সম্মত অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম ও খেলাধূলায় অংশ গ্রহণের পরিকল্পনা নিয়ে বাস্তবায়ন করা। খেয়াল করার বিষয় যে, আজকের শিশু-কিশোররাই ভবিষ্যৎ দেশের ও সমাজের কর্ণধার। তাদেরকে সঠিক সহীহভাবে গাইড করতে পারলে তারাই সমাজ ও দেশকে ভালর দিকে এগিয়ে নিতে পারবে।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের বর্তমান গঠনতন্ত্রে মহিলাদের বেলায় "খাওয়াতীন" এবং শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রে "আতফাল" বিভাগ থাকবে বলে সংযোজন হয়েছে। কাজগুলো এগিয়ে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে জমঈয়তের একার পক্ষে সম্ভব নয় বিধায় শুব্বানকে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস এতীম সংগঠন নয়। এর একটি শক্ত অভিভাবক আছে। হতাশ হবার কোনো সুযোগ নেই। শুব্বানের একটি শিশু-কিশোরদের নিয়ে আতফাল বিভাগ থাকা উচিত এবং এর জন্য একজন সেক্রেটারী কিংবা এ জাতীয় পদ থাকা দরকার। এ ব্যাপারে তাদের আসন্ন কনফারেন্সে শুব্বানের গঠনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন সংযোজন অনুমোদন করিয়ে নিতে পারে। আশাকরি জমইয়তে আহলে হাদীসের বিজ্ঞ ও সম্মানীত সকল সদস্য শুব্বানের কাজ-কর্মে সহযোগিতা করবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের তাওফীক দিন –আমীন –এ বলে শেষ করছি। ###

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের যোগাযোগ নম্বরসমূহ

নম্বর	বিভাগ/দায়িত্বশীল
০১৯৪০ ০০৬ ০০৬	সভাপতি মহোদয়
০১৯৫০ ০০৬ ০০৬	সেক্রেটারী জেনারেল
০২ ৭৫৪ ২৪ ৩৪	অফিস টিএন্ডটি
০১৯ ৩৩৩ ৫৫৯ ০১	অফিস মোবাইল- ০১
০১৯ ৩৩৩ ৫৫৯ ০২	অফিস মোবাইল- ০২
০১৯ ৩৩৩ ৫৫৯ ০৩	সাংগঠনিক বিভাগ
০১৯ ৩৩৩ ৫৫৯ ০৪	দা'ওয়াহ ও ফাতাওয়া বিভাগ
০১৯ ৩৩৩ ৫৫৯ ০৫	একাউন্টস
০১৯ ৩৩৩ ৫৫৯ ০৬	মিডিয়া ও ওয়েবসাইড
০১৯ ৩৩৩ ৫৫৯ ০৭	সাপ্তাহিক আরাফাত
০১৯ ৩৩৩ ৫৫৯ ০৮	মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
০১৯ ৩৩৩ ৫৫৯ ০৯	শিক্ষা বোর্ড
০১৯ ৩৩৩ ৫৫৯ ১০	লাইব্রেরী/বিক্রয় কেন্দ্র
আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ফোন/কল করুন ॥	

তর্ক করার শর'ঈ নীতিমালা

মূল : শাইখ সালেহ্ আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ
অনুবাদ : মুহাম্মদ মোখলেসুর রহমান

বিতর্ক শব্দটি (আরবী হিওয়ার অথবা জিদাল) পবিত্র কুরআনে এসেছে। যেমন-

﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْ إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ﴾

"আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর নিকটও ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তোমাদের উভয়ের যুক্তিতর্ক শুনেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।"[৮২]

মতামত সংশোধন/পরিবর্তন, যুক্তির পক্ষে প্রমাণ দেয়া, সত্য (হক্ব) প্রদর্শন, সন্দেহকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করণ, ভিত্তিহীন কথা ও ধারণাকে খণ্ডন করার লক্ষে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে আলোচনাকেই প্রথাগত ব্যবহারে বির্তক বলে। বিতর্কে ব্যবহৃত কিছু পদ্ধতি যুক্তিশাস্ত্রের আইন ও Syllogism (দু'টি বিবৃতি হতে যুক্তি দিয়ে সিদ্ধান্তে আসা) এর বিধি যেমন- কারণ ও ফলাফল যেমনটি যুক্তিশাস্ত্রে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, ধর্মতত্ত্ব, গবেষণার নিয়ম, বির্তকনৈপুণ্য এবং আইন শাস্ত্রের নীতিমালা হতে গৃহীত হয়েছে।

বিতর্কের উদ্দেশ্য

দাবী, অভিযোগ ইত্যাদির সপক্ষে প্রমাণসহ তথ্য উপস্থিত করা, সন্দেহ ও বিভ্রান্তিকর উক্তি/বিবৃতি খণ্ডন করা বিতর্কের প্রধান উদ্দেশ্য। এটা দাঁড়ায় যে, বিতর্ক হবে তার্কিকদের আন্তরিক সহযোগিতা দিয়ে সত্য উদঘাটন ও প্রতিপক্ষকে সঠিকভাবে তা জানানো। একজন অংশগ্রহণকারীর প্রতিপক্ষ যা অনুধাবনে ব্যর্থ হচ্ছেন তা তাকে প্রকাশ করে দেয়া এবং সত্য তথ্য ও যুক্তি হতে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর যথাযথ রীতি অনুসরণ করে সত্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা। এ ব্যাপারে আল থাহাবী (Al Thahabi) বলেন, "কেবল সত্য উন্মোচনেই বিতর্ক যৌক্তিক হয় যাতে অধিক জ্ঞানসম্পন্নরা কম জ্ঞান সম্পন্নদেরকে জ্ঞান দিতে পারেন ও দুর্বল মেধাকে জাগিয়ে তুলতে পারেন।"

প্রধান উদ্দেশ্য ছাড়াও বির্তকের গৌণ বা সহায়ক উদ্দেশ্য আছে। এগুলোর কিছু তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১) একটি সাধারণ প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো অন্য পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিতি লাভ।

২) সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সন্তুষ্ট করে এমন মীমাংসায় পৌঁছানো।

৩) সকল বিচিত্র প্রস্তাব, অনুরোধ ও ধারণাকে সক্রিয় বিবেচনায় নিয়ে উদার মনে অন্বেষণ করা যাতে উন্নততর ও অধিকতর বাস্তবায়নযোগ্য ফলাফল নিশ্চিত করা যায়, এমনকি তা পরবর্তী বিতর্কে হলেও।

মানুষের মধ্যে মতপার্থক্য একটি বাস্তবতা

মানুষে মানুষে মতভেদ থাকবে এটা প্রকৃতির নিয়ম। সকল যুগে সর্বত্র বর্ণ, ভাষা, প্রথা, চিন্তা-ভাবনা, বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈচিত্র বিরাজ করেছে। এগুলো সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর নিদর্শন। যেমনটি পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে–

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِيْنَ﴾

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। অবশ্যই এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"[৮৩]

বাহ্যিক বৈচিত্র অভ্যন্তরিন বৈচিত্র যেমন- মত, মনোভঙ্গি ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতার প্রতিফলন ঘটায়। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন স্থানে তা উল্লেখ আছে। যেমন-

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ○ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ﴾

"তোমার রব ইচ্ছা করলে গোটা মানব জাতিকে একই জাতিতে পরিণত করতেন। কিন্তু তারা মতভেদ করা হতে বিরত হত না, তবে তারা নহে যাদের তোমার প্রতিপালক দয়া করেন এবং তিনি তাদেরকে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন।"[৮৪]

আল ফখ্‌র আল রাজী মন্তব্য করেন, "এ আয়াতটি মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক নীতিমালা (Moral Codes) এবং আচরণের বৈচিত্রকে নির্দেশ করছে।"

---

[৮২] *সূরা আল মুজা-দালাহ্ ৫৮ : ১।*

[৮৩] *সূরা আর্ রূম ৩০ : ২২।*

[৮৪] *সূরা হূদ ১১ : ১১৮-১১৯।*

উপরের আয়াতটিকে বিস্তারিত করা যায় এই বলে যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে সকল মানুষ সহজাত প্রবৃত্তি ও মৌলিক সৃষ্টির (আরবী আল ফিতরাহ্) কারণে একই ধর্ম গ্রহণ করত। কিন্তু এ ছাঁচে তৈরী হলে মানুষকে আমরা যেমন দেখছি তেমন আর মানবীয় থাকত না। তাদের সামাজিক জীবন হত মৌমাছি বা পিঁপড়াদের সামাজিক জীবনের অনুরূপ। নৈতিক দিক থেকে তারা ফেরেশ্তাদের মতো হত যারা সৃষ্টিগতভাবে সত্যগ্রাহী ও মহান আল্লাহর আদেশ পালনে সর্বদা তৎপর। তাদের মতভেদ বা অসম্মতি প্রকাশের সুযোগ নেই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রজ্ঞায় অন্যভাবে মানুষ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। স্বাভাবিক জন্মসূত্রে জ্ঞানের অধিকারী হওয়া নয়; বরং তাদেরকে তা অর্জন করতে হয়। নিজ ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে যাচাই-বাছাই এর দ্বারা করণীয় এবং সম্ভাবনা ও প্রতিকূল দিকগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পূর্ব ভাগ্যনির্ধারিত গণ্ডিবাঁধা জীবনাচরণ তাদের জন্য নয়। যোগ্যতা, জ্ঞানার্জনের সামর্থ্য ও অভিরুচির ক্ষেত্রে তাদের বিরাট বৈসাদৃশ্য আছে।

উপরে উদ্ধৃত আয়াতের অংশ "এবং এজন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন" হতে যেন অনুমিত না হয় যে, মানুষ মতানৈক্য করবে, তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে– আল্লাহ মানুষকে তাঁর 'ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। উপরের আয়াতাংশের উদ্দেশ্য বরং এটাই যে, মানুষের মাঝে সুপথ প্রাপ্ত ও বিপদগামী দু'টি দল থাকবে, প্রথমটি জান্নাতে যাবে আর দ্বিতীয়টি জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে, এজন্যই আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অধিকন্তু একই আয়াতাংশ হতে এটাও অনুমতি হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন যাতে স্বভাব ও বৈচিত্রের কারণে সে বিভিন্ন পেশা বেছে নেয় এবং এতে পৃথিবী স্থিতিশীল হবে। মহান আল্লাহর বিধি-বিধান মানুষের মাধ্যমেই কার্যকর হয়। মানুষ অপর কিছু মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিবে। মানব সৃজনেই জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভূতিতে ভিন্নতার স্বাভাবিক প্রবণতা বিরাজিত। এর ফলে ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বিভিন্ন হয়। বিশ্বাস, বাধ্যতা ও অবাধ্যতা এরই অংশ।

সত্যের (হক্ব) স্বতঃসিদ্ধতা (প্রমাণ ছাড়াই স্পষ্টতা)

মানুষের মেধা ও ধারণার ভিন্নতা এবং মত পার্থক্যের স্বাভাবিক প্রবণতা একটি বাস্তবতা। একথা জোরালোভাবে উপস্থাপনের পর এটা বলা জরুরী যে, আল্লাহ তা'আলা সত্য পথকে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও নিদর্শন দিয়ে বিশিষ্টতা দিয়েছেন। আমরা পূর্বে বর্ণিত আয়াত "তোমার রব ইচ্ছা করলে গোটা মানব জাতিকে একই জাতিতে পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু তারা মতভেদ হতে বিরত হত না, শুধু তারাই ব্যতিক্রম যাদের উপর তোমার প্রভুর করুণা বর্ষণ করা হয়েছে" এর পুনরুল্লেখ করি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, শেষের অংশটি সত্যের প্রমাণকে নির্দেশ করছে। অপর একটি আয়াতে বিষয়টি আরো স্পষ্ট–

"আল্লাহ তার দয়ায় বিশ্বাসীদের সত্যপথে পরিচালিত করেন।"

আকাঙ্খা ও খেয়ালের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে কঠোর সাধনা করলে মানব সত্ত্বা সত্যে পৌঁছিতে ব্যর্থ হবে না। প্রথম সৃষ্টি হতেই তার ভিতরে সত্য প্রকাশক নির্দেশনা দান করা হয়েছে। এটাই কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াতের সারমর্ম–

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে ঈমানে প্রতিষ্ঠিত করো। যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানব জাতি সৃষ্টি করেছেন, সেই প্রকৃতি অনুসরণ করো। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই, এটাই মানসম্মত (Standard) ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"[৮৫]

রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর হাদীসে একই বক্তব্যের প্রতিফলন দেখা যায়। "প্রতিটি নবজাতক ফিতরাহ (আদি অকলুষিত অবস্থা) এর উপর আছে। তার পিতা-মাতাই তাকে পরবর্তীতে ইয়াহূদী, খ্রিস্টান অথবা মাজুস বানায়। যেমনটি সব পশুই পরিপূর্ণরূপে অক্ষত নাক নিয়ে জন্মায়, মানুষই পরে তাদের নাক কেটে ফেলে।"

বিশ্বাসের মৌলিক বিষয়াবলী, প্রধান সদগুন ও প্রধান অনাচারগুলো যা সকল বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ একবাক্যে স্বীকার করে তা পবিত্র কুরআনে সহজবোধ্য ভাষায় লেখা আছে। এতে কোন বির্তক বা ভুল ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই। কুরআনের এ অংশকে "কুরআনের মা" বলা হয় (অর্থাৎ- গ্রন্থের ভিত্তি) কেননা এটা বিশদ বিন্যাস করণ নির্মাণ করেছে। কোন বিশ্বাসী এসব আয়াত অস্বীকার করতে পারে না কিংবা খেয়াল বা সন্দেহের বশে সেগুলোকে অনধিকার পরিবর্তন করতে পারে না। এদের বেলায় স্বেচ্ছাচারী ও অযৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা যায় না। এখানে বলা যায় উপরের শ্রেণিগুলো বাদে পণ্ডিতেরা

[৮৫] *সূরা আর্ রূম ৩০ : ৩০।*

অপর বিষয়সমূহের মতভেদ করতে পারেন। মতানৈক্য করলে পাপ হয় না। সিদ্ধান্তে ভুল হলে পণ্ডিত পরকালে বরং পুরস্কৃত হবেন, সিদ্ধান্ত নির্ভুল হলে দ্বিগুন পুরস্কার পাবেন। জ্ঞানীদের কাজে উৎসাহী হওয়ার জন্য এটা প্রেরণা। বিতর্কিত বিষয়াবলী যুক্তির আলোকে যাচাই করে সত্যে পৌঁছানো এবং সমাজকে সম্ভাব্য উত্তম পথ নির্দেশ করা তাদের কার্য। এটা প্রভুর মহা জ্ঞানের প্রকাশ।

মতৈক্যের দফাসমূহ

প্রথমেই মতৈক্যের দফাগুলোর উপর জোর দিলে বিতর্ক আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়। ফলপ্রসূ ও সংহত হয়। একজন তার্কিক মতৈক্যের দফাগুলো গুরুত্বসহ আলোচনায় আনলে ফলপ্রসূ আলোচনার এটা সাধারণ ভিত্তি ও আলোচনা শুরু করার বিষয় খুঁজে পাবেন। আন্তরিক সূচনা ব্যবধান ঘোচাবে এবং তার্কিকদের ইতিবাচক সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগুতো সাহায্য করবে। তার্কিকেরা বিতর্কিত দফাগুলো শুরুতেই তুললে অন্যরূপ ঘটবে। এমনটি হলে সফল বিতর্কের সম্ভাবনা ক্ষীণ। এ বিতর্ক হবে সংকীর্ণচেতা ও উত্তেজনা পূর্ণ। অংশগ্রহণকারীরা একে অপরের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অনুদার হবেন, প্রত্যেকে শুধু নিজের দিকটা দেখবেন, অপরের বিচ্যুতি, ভুলকে বারংবার প্রকাশ করার প্রয়াস পাবেন। প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছার পরিবর্তে মিথ্যা উদ্দেশ্যেই হবে তার প্রতিদ্বন্দ্বি। একজন অভিজ্ঞ তার্কিক এ বিষয়ে বলেন, "যতদূর সম্ভব তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী যেন হ্যাঁ সূচক উত্তর দেন আর 'না' বলা এড়িয়ে যান এমন পরিবেশ তৈরী করবে। কারণ একবার 'না' বললে তার অহমিকা তাতেই অবিচল থাকবে। 'না' উত্তরটি শুধুমাত্র এক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ নয়। স্নায়ু, পেশী ও লালাগ্রন্থি সহ সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এই 'না' এর পক্ষে প্রস্তুত থাকবে। অস্বীকার সম্বলিত উদ্যোগের ফল। পক্ষান্তরে 'হ্যাঁ' শব্দটি হালকা, এতে শরীরে কোন প্রভাব পড়ে না। আপনি প্রতিপক্ষের কিছু মতের সমঅংশীদার এ বিষয়ে তাকে জ্ঞাত রাখলে খুবই সহায়ক হয়। তাকে আরো জানানো প্রয়োজন যে, তার সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত ধারণা ও তথ্যের প্রতি আপনার অনুমোদন ও সন্তুষ্টি আছে। বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতার আবহ বিরাজ করলে অদ্ভুত সাফল্য দিবে। হ্যাঁ সূচকের চেয়ে বরং প্রত্যাখ্যান/অস্বীকারেই প্রধানত অজ্ঞতা প্রকাশ পায় বলে কিছু পণ্ডিত মনে করেন। কারও পক্ষে কোন কিছু প্রত্যাখ্যান করার চেয়ে সে জোর দিয়ে যেটা বলছে তাতে দৃঢ় থাকা বরং সহজতর। কেহ যা বলছে তা সঠিক হলে ও যা প্রত্যাখ্যান করছে তা ভুল হলে উভয়ের অভিযোজিত (খাপ খাওয়ানো) সাধারণ ফলই বিতর্ক। এর ফলে সাধারণত গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়।

বিতর্কের নীতিমালা

নীতি– ০১ : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার ও তাতে দৃঢ় থাকা : নীচে এরূপ দু'টি পদ্ধতি দেয়া হলো–

১) দাবীর সমর্থনে প্রমাণ পেশকরণ।

২) প্রামাণ্যের (Authority) উল্লেখ করলে তা যথার্থ হওয়া।

"উদ্ধৃতি দিলে যথার্থতা পরিপালন করিও, দাবী করলে প্রমাণ পেশ করিও" মুসলিম মনীষীগণের এ প্রবচনে উপরের পদ্ধতিদ্বয় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াত হতে এ নীতির সমর্থন পাওয়া যায়।

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

"তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণ পেশ করো।"[৮৬]

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي﴾

"তোমাদের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পেশ করো। আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের ও আমার পূর্ববর্তীদের জন্য এটাই উপদেশ।"[৮৭]

﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

"তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বিধান (তাওরাত) আনো ও পাঠ করো।"[৮৮]

নীতি– ০২ : তার্কিকের বর্ণনা এবং প্রমাণের বিসাদৃশ্য হতে মুক্ত থাকা : বিসাদৃশ্যতা স্পষ্টত বর্ণনাকে অকার্যকর করে। এটা ব্যাখ্যা করতে দু'টি উদাহরণ দেওয়া হলো–

১) অন্যান্য অবিশ্বাসীরা যেমনি করে থাকে, ফেরাউন মূসা ('আলাইহিস্ সালাম)-কে যাদুকর বা পাগল আখ্যা দিলো। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সমসাময়িক অবিশ্বাসীরাও তাই বলল। যাহোক, যাদু আর পাগলামি এ দু'টো পরস্পর বিরোধী। যাদুকরের চালাকি, উপস্থিত বুদ্ধি ও ধূর্ততা থাকে যা পাগলের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাদের অভিযোগের অসারতা এখানেই বুঝা যায়। নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ধর্মীয় মতবাদের সমর্থনে প্রতিনিয়তই যাদু ব্যবহার করছেন– কোরাইশরা এ অভিযোগ আনল। এ অভিযোগও সুস্পষ্ট অসঙ্গত। যাদু লাগাতার হয় না, আর যা লাগাতার তা যাদু হয় না।

---

[৮৬] *সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১১১।*
[৮৭] *সূরা আল আম্বিয়া- ২১ : ২৪।*
[৮৮] *সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ৯৩।*

নীতি– ০৩ : প্রমাণকে দাবীর পুনরাবৃত্তি (Repeatition) করা উচিত নয় : যদি তা হয় তাহলে এটার মোটেই প্রমাণ থাকল না; বরং তা শব্দভেদে দাবীর পুনরুক্তি (Reiteration)। কিছু বির্তাকিক ভাষা নিপুণভাবে পরিচালনা করায় এত কুশলি যে, তারা যা বলে তা প্রমাণ বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ইহার পূর্ব ধারনার পুনরুক্তির বেশী নয়। এর ফলে সত্য সন্ধানী অকপট ও সহজবোধ্য আলোচনার বিচ্যুতি ঘটে।

নীতি– ০৪ : তর্কাতীত ও প্রদত্ত মৌলিক বিষয়ে একমত হওয়া : এমন বিষয়ে অগ্রাধিকারের উল্লেখ থাকবে। বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণা যেমন- সত্যনিষ্ঠার সদগুণ, মিথ্যার অপকারিতা, ভালো কাজে উৎসাহ এবং মন্দ কাজে শাস্তির ব্যবস্থা যেগুলি সৎ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা প্রতিবাদ করেন না। পক্ষান্তরে, মৌলিক বিষয়গুলো যা তার্কিকের নিকট অতি সাধারণ তা ধর্মীয় ধারণা হতে পারে। বলিষ্ঠ প্রদত্ত বিষয়ের উদ্ধৃতি দ্বারা সত্য সন্ধানী এবং যে শুধু তর্কের খাতিরে তর্ক করে এমন ব্যক্তিকে পৃথক করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইসলামে মহান আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস, তার নিখুঁত ও ত্রুটিমুক্ত গুণাবলী, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর নবুওয়াত, পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর বাণী, আল্লাহর বিচারে আত্মসমর্পণ এবং ঐশী অধ্যাদেশসমূহ যেমন- মুসলিম রমণীদের পোশাক, বহুবিবাহ এবং সুদ, মদ্যপান ও ব্যভিচার নিষিদ্ধের বিষয়গুলো স্থিরীকৃত। বিশ্বাসীদের মাঝে এগুলো নিয়ে বিতর্ক নেই। উদাহরণস্বরূপ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো হতে দেখা যায় মহান আল্লাহর বিধানে আত্মসমর্পন ধর্মীয় বিধানেরই অংশ :

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ। তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষন পর্যন্ত তারা বিচার বিসম্বাদের ভার তোমার উপর অর্পণ না করে।"[৮৯]

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী যারা বিচার করে না তারা অবিশ্বাসী।"[৯০]

একইভাবে মুসলিম রমণীর সঠিক পোশাক কিরূপ হবে তার বিশদ নির্দেশনা দেয়া আছে। যেমন- বলা হয়েছে–

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾

"হে নাবী! আপনার সহধর্মিনী, কন্যা ও ঈমানদার মহিলাদের বলুন, যখন তারা বাহিরে বের হয় তারা যেন নিজেদের উপর চাদর টেনে দেয়।"[৯১]

মুখমণ্ডলের উপর পর্দা করার বিস্তারিত বর্ণনা বৈধ হবে কিন্তু সঠিক পোশাকের নীতি স্বয়ং বাধ্যতামূলক। সুদের বিষয়ে একই কথা বলা যেতে পারে যা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ। অপরপক্ষে এটার বিশদ বিবরণ ও প্রকাশ নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। উপরের আলোচনার আলোকে একজন মুসলিমের জন্য ইসলামী বিধানাবলী (যেমন- উপরে বলা হলো) বিষয়ে একজন কমুনিষ্ট বা নাস্তিকের সহিত বিতর্ক করা ভুল হবে। অপর পক্ষ যেহেতু ইসলামী সত্যগুলো দিয়ে বিতর্ক শুরু করতে রাজি হবে না, তাই ধর্মের নীতিমালা, মহান আল্লাহর God Ship ও Lord Ship, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াত ও কুরআনের সত্যতা সূচনার সঠিক বিষয় হবে। কিছু বুদ্ধিজীবি ও লেখকের জন্য শরী'আর প্রয়োগ, মুসলিম রমণীর সঠিক পোশাক, বহুবিবাহ এবং এবম্বিধ বিষয় গণমাধ্যম, প্রবন্ধ ও সেমিনারে আইন প্রণয়নের বৈধতার জন্য উত্থাপন করা ভুল হবে বলে আমরা মনে করি। অপরপক্ষে আইন প্রণয়নে জ্ঞান ও ভালত্ব প্রতিফলন ঘটাতে এরকম বিষয়ে নমনীয় প্রস্তাব আনা ভুল হবে না। এই দুই উদ্দেশ্যের পার্থক্য নিচের আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় :

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

"যে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সে বিষয়ে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা রমণীর জন্য ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকা শোভনীয় নয়।"[৯২]

এ নীতির চূড়ান্ত দিক হলো আন্তরিক সত্যানুসন্ধান প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সত্যের অস্বীকারের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

নীতি– ০৫ : পক্ষপাত পরিহার করে নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধান ও বিতর্কের গৃহীত নীতিশাস্ত্র মেনে চলা : দৃঢ়সংকল্প কারো ইচ্ছা বিতর্ককে নিশ্চিত করে অথবা সহজসাধ্য ও ফলপ্রসূ বিতর্ক হলো সত্য অনুসন্ধান। মুসলিম কিংবা অমুসলিম বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন একজন মানুষ সত্যানুসন্ধানী হবে ও আন্তরিকভাবে ভ্রান্তি এড়িয়ে চলবেন এটা প্রত্যাশিত।

---

[৮৯] *সূরা আন্ নিসা ৪ : ৬৫।*
[৯০] *সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৪৭।*
[৯১] *সূরা আল আহ্যা-ব ৩৩ : ৫৯।*
[৯২] *সূরা আল আহ্যা-ব ৩৩ : ৩৬।*

অধিকাংশ সুপরিচিত মুসলিম পণ্ডিত এ বিষয়ে খুবই সজাগ। যেমন- আল ইমাম আল শাফী প্রায়ই বলতেন– "আমি কারো সঙ্গে আলাপ করতাম না এই ইচ্ছা পোষণ ব্যতিরেকে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে রক্ষা করুন, পাপ, অপকর্ম হতে তাকে হিফাজত করুন ও হিদায়েত করুন। কারো সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতাম এ আন্তরিক আশা পোষণ করে যে, আমরা সত্যে উপনীত হব তা আমাদের মধ্যে যে কেহই প্রথম খুঁজে বের করুন না কেন।" এ প্রসঙ্গে আল হামিদ আল গাজ্জালী বলেন, "সত্যানুসন্ধানে সহযোগিতা ধর্মের সহজাত গুণ। কিন্তু সত্য সন্ধানে আন্তরিকতা কতগুলো চিহ্ন ও শর্ত দেখে স্পষ্ট বোঝা যাবে। একজন নিষ্ঠাবান সত্যানুসন্ধানীর উপমা একজন ব্যক্তি যিনি তার হারানো উট খুঁজছেন। তিনি নিজে অথবা অন্যকেহ এটা খুঁজে পেলেন তার কাছে এটা আদৌ প্রয়োজনীয় নয়। উটটি ফিরে পাওয়াই তার কাছে জরুরী। একই কথা সত্যানুসন্ধানীর ক্ষেত্রেও তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রতিপক্ষের বদলে সাহায্যকারী ভাববেন এবং তাকে সত্যের সন্ধান দিলে তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

'আল ইয়াহিয়া' এর অপর এক খণ্ডে আল গাজ্জালী বলেন, "অতি উৎসাহ দুর্নীতিগ্রস্ত বিদ্বানদের চিহ্ন যদিও তারা যে বিষয়টির পক্ষে লড়ছেন তা সঠিক। সত্যের জন্য মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ ও প্রতিপক্ষের প্রতি ঘৃণা দেখালে প্রতিপক্ষ একই পদ্ধতিতে পাল্টা জবাব ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে উৎসাহী হবে, তাদের মিথ্যার পক্ষাবলম্বনে পরিচালিত করা হবে। তাদের প্রতি আরোপিত পরিচয়েই তারা পরিচিত হবে। প্রচার ও অবমাননা পরিহার করে সত্যের ধারকরা যদি প্রতিপক্ষের সহিত দয়ার্দ্রচিত্তে কথা বলেন তাহলে তারা তাদের (প্রতিপক্ষের) হৃদয় জয় করবেন। কিন্তু যেমনটি আসলে ঘটে, তা হলো যে ব্যক্তি সম্মানজনক অবস্থায় আছেন তিনি তা অনুসারী পরিবেষ্টিত হয়ে শক্তভাবে ধরে রাখতে সচেষ্ট হন। আর এ পথে তার অহঙ্কার জন্মে ও প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে বসেন অথবা অভিশাপ দেন।

পরিশেষে বলা যায় উত্তেজনা বা কঠোরতা না দেখিয়ে এবং সত্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনাগুলোর সদ্ব্যবহার করে সুন্দর ও শান্তভাবে বিতর্ক পরিচালনা হওয়া উচিত। তার্কিকের আক্রোশপূর্ণ যুক্তি ও শব্দ পরিহার জরুরী, কেননা এমন আচরণ পরিবেশ বিষিয়ে তোলে, বৈরী দৃষ্টিভঙ্গি জাগায় এবং অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

নীতি– ০৬ : বিতর্কের বৈশিষ্ট্য : মত প্রকাশের অধিকার সংরক্ষণ যেমন সত্য, এটাও সত্য যে, এই অধিকার কাউকে যা ইচ্ছা তাই বলার ক্ষমতা প্রদান করে না। কারো এমন আলোচ্য বিষয় (Topic) নেয়া উচিত নয় যা তার জানার বাহিরে। এমন সত্যের সমর্থন করা উচিত নয় যে সম্পর্কে সে নিজে অজ্ঞ। যে সত্যকে সুরক্ষা দেওয়া যায় না তার পক্ষে দাঁড়ানো ঠিক নয়। মিথ্যার প্রকাশ বিষয়ে অজ্ঞ থাকলে সে ক্ষেত্রেও সত্যের সমর্থন দেওয়া ঠিক হবে না। এক কথায় বিতর্ক সাবলীল ও ফলপ্রসূ করতে অংশগ্রহণকারীদেরকে উপযুক্ত হওয়া দরকার। তাদের সে যোগ্যতার জন্য জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যাকে আমরা বিশেষায়িত জ্ঞান বলি। কোন অনভিজ্ঞ লোক একজন বিশেষজ্ঞের সমান নয়। তাই প্রথমোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তির আওতাধীন বিষয়ে তার সঙ্গে যুক্তিতর্কে নাও পেরে উঠতে পারে। আমরা ইব্‌রা-হীম ('আলাইহিস্ সালাম) হতে শিক্ষা নিতে পারি। যেমন- পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

﴿يَا أَبَتِ إِنِّيْ قَدْ جَاءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾

"হে আমার পিতা! আমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে তা আপনার নিকট আসেনি। অতএব আমার অনুসরণ করুন। আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাবো।"[৯৩]

কোন অনভিজ্ঞ লোক একজন বিশেষজ্ঞ লোকের সঙ্গে মতানৈক্য করবে এটা দুর্ভাগ্যজনক। এটা তার জন্য ভাল হত যদি সে অযৌক্তিকভাবে অধিকতর প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তির ভুল ধরার চেয়ে বরং একজন শিক্ষার্থী হিসেবে সৌজন্যসহ আসে। মূসা ('আলাইহিস্ সালাম) হতে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। পবিত্র কুরআনে যেমন- বলা হয়েছে– তিনি মহান আল্লাহর নেককার বান্দাকে সৌজন্যসহ বললেন,

﴿قَالَ لَهُ مُوْسٰى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلٰى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾

"মূসা ('আলাইহিস্ সালাম) তাকে বললেন : আপনাকে যে সত্য শিক্ষা দেয়া হয়েছে তার কিছু আপনি আমাকে শেখাবেন, এই শর্তে কি আমি আপনার অনুসরণ করতে পারি?"[৯৪]

বিতার্কিকদের মধ্যে অসমতার কারণে অনেক বিতর্ক ব্যর্থ হয়। আবার আল ইমাম আল শাফীর উদ্ধৃতি দেয়া যায়। তিনি বলেন, "আমি পরাস্ত না করার উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন অভিজ্ঞ লোকের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতাম না।" অসম

[৯৩] *সূরা মারইয়াম ১৯ : ৪৩।*
[৯৪] *সূরা আল কাহ্‌ফ ১৮ : ৬৬।*

প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিতর্ক অর্থহীন, একথাই আল শাফী সকৌতুকে বলতে চেয়েছেন।

নীতি– ০৭ : সিদ্ধান্তের সুস্পষ্টতা ও আপেক্ষিকতা (Relativity) : মানুষের মতামত ও ধারণা পরিপূর্ণ নয়, এটা জানা আবশ্যক। রাসূলগণ আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে যা বলেন তাই কেবল নির্ভুল। মুসলিম বিদ্বানদের মাঝে প্রচলিত "আমার অভিপ্রায় সঠিক কিন্তু ভুল হতে পারে এবং আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর অভিপ্রায় ভুল কিন্তু তা সঠিক হতে পারে" এ প্রবচনটি এখানে উপযোগী।

সুতরাং এক পক্ষ অন্য পক্ষের মতামতকে গ্রহণ করবে সকল বিতর্কের জন্য তার প্রয়োজন নেই। উভয় পক্ষ একটি মতে রাজি হলে তা হবে খুবই চমৎকার। এমনটি না ঘটলেও প্রত্যেক পক্ষ যদি অনুধাবন করে অপর পক্ষ যৌক্তিকভাবে মতামত তুলে ধরেছে এবং মতামতগুলো সহনশীল গণ্য করা যায় তা হলেও বিতর্ক সফল। ইবনু কুদামাহ তাঁর 'আল মুগনিতে' বলেন, "কিছু পণ্ডিত তর্কযোগ্য বিষয়ে তাদের সহিত ভিন্নমত পোষণকারীকে অব্যাহতি দিতেন এবং তাকে তাদের মতে আনতে জিদ করতেন না।" মতানৈক্য, বৈরিতা, অশুভকামনা ও অজ্ঞতার অভিযোগ সৃষ্টি হলে সে বিতর্ক বিফল হয়।

নীতি– ০৮ : তার্কিকদের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও এতদসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়গুলো মেনে নেয়া : বিতর্কের পক্ষগুলো সিদ্ধান্তগুলোকে প্রকৃত প্রস্তাবে বাস্তবে মেনে নেবেন। এ নীতির বাস্তবায়ন না হলে বিতর্ক অনর্থক হবে। এ প্রসঙ্গে ইবনু আকিল বলেন, "প্রত্যেক তার্কিকের জন্য অন্যপক্ষের প্রমাণ সমর্থিত বক্তব্যকে মেনে নেওয়া আবশ্যক। এর দ্বারা তিনি উদারতা ও আত্মসম্মান দেখাবেন, সত্যগ্রাহী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করবেন।" আবার আল ইমাম আল শাফী' (রাহিমাহুল্লা-হ) এঁর কথায় আসি। তিনি বলেন, "প্রতিপক্ষ আমার প্রমাণ মানল অথচ আমি তাকে শ্রদ্ধা করলাম না এবং তিনি যদি আমার প্রমাণ প্রত্যাখান করেন তবে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব না"– এমন বিতর্ক আমি কখনও করি না।

বিতর্ককালে সদাচরণের নিয়মাবলী

১) কেবলমাত্র শালীন ভাষা ব্যবহার এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা (Challenging) বা অভিভূত করণমূলক (Overwhelming) পদ্ধতির পরিহার : তার্কিকের আবশ্যকীয় প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি কথা বলার শালীনতা, বিশেষভাবে বিতর্ক চলাকালে। পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত এ ধারণা দেয়–

﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

"আমার বান্দাদের বলুন তারা যেন শুধু যা উত্তম তাই যেন বলে।"[৯৫]

﴿وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

"সর্বোত্তম উপায়ে ও সদ্ভাবে তাদের সাথে যুক্তি প্রদর্শন করুন।"[৯৬]

﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾

"লোকদের সাথে ভাল কথা বলুন।"[৯৭]

এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সত্যানুসন্ধানী শুভুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অপবাদ, উপহাস, ঘৃণা ও বিরক্তি উৎপাদনের মতো অশোভন পদ্ধতিগুলো পরিহার করবেন। এ সম্পর্কে আগ্রহের সহিত লক্ষণীয় কুরআনে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অমুসলিমদের গালাগাল না দিতে ঐশী নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

﴿وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

"তারা যদি তোমার সহিত ঝগড়া করতে আসে, বলো, তোমরা কি করছ আল্লাহ সম্যক অবগত আছেন।"[৯৮]

﴿قُلْ ..... وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

"তাদেরকে বলো, 'এবং এটা নিশ্চিত যে, হয় আমরা অথবা তোমরা সৎ পথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত।"[৯৯]

নিজের যুক্তি প্রমাণ চূড়ান্ত হলেও তার্কিককে প্রতি পক্ষকে তোয়াক্কা না করা, অভিভূত বা বিব্রত করা হতে বিরত থাকতে হবে। কারো বিরুদ্ধে একবার (Round) বিজয়ী হওয়ার চেয়ে বরং তার আনুকূল্য পাওয়া শ্রেয়তর। প্রতিপক্ষের সম্মতি ও অনুমোদন অর্জন ছাড়াই তাকে হয়ত থামিয়ে দিতে পারা যায়। তবে অপর পক্ষের বন্ধুত্ব মনোভাব অর্জন ছাড়া বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণাদি জবরদস্তিমূলক হবে। কাউকে কোনঠাসা করার চেয়ে তার হৃদয় জয় করা জরুরী-তা প্রত্যেক বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির উপলব্ধি করা দরকার। কণ্ঠস্বর তীব্র ও কর্কশ ভাষার ব্যবহার কেবলমাত্র বিদ্বেষ ও বিরক্তি প্রতিক্রিয়া ঘটায়। অতএব তার্কিক উচ্চস্বরে কথা বলবেন না। এটা অবিচক্ষণতার পরিচয় ও

[৯৫] *সূরা ইস্‌রা ১৭ : ৫৩।*
[৯৬] *সূরা আন্ নাহ্‌ল ১৬ : ১২৫।*
[৯৭] *সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ৮৩।*
[৯৮] *সূরা আল হাজ্জ ২২ : ৬৮।*
[৯৯] *সূরা সাবা- ৩৪ : ২৪।*

প্রতিপক্ষকে ক্ষেপিয়ে তোলে মাত্র। চিৎকার করে বললে যা বলা হচ্ছে তা ব্যর্থ হবে, তা প্রধানত প্রমাণের সারশূণ্যতা প্রকাশ করে, প্রমাণের দুর্বলতাকে হৈ চৈ-এর আবরণে ঢাকতে চায়। পক্ষান্তরে শান্ত কণ্ঠস্বর যৌক্তিক যুক্তি প্রয়োগ ও ভারসাম্যের পরিচায়ক। এটা কৌশল, সুসংহত মনন, আত্মবিশ্বাস আর নিরপেক্ষ অভিমতের প্রতিফলন ঘটায়।

আলোচনার উদ্দেশ্য বুঝে বক্তার স্বরের উত্থান পতন (Intonation) হয়। তা হতে পারে কৌতূহলী, বস্তুনিষ্ঠ, অননুমোদন ভাব প্রকাশমূলক ও বিস্ময়সূচক। স্বরের এরূপ ভিন্ন মাত্রা আলোচনার একঘেয়েমী দূর করে বক্তব্য প্রকাশের সহায়তা করে।

উপরন্তু কতগুলো পরিস্থিতিতে প্রতিপক্ষকে অভিভূত করা ও থামিয়ে দেয়ার প্রয়োজন পড়ে, যদি সে ন্যায় সংগত যুক্তিকে তোয়াক্কা না করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

﴿وَلَا تُجَادِلُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ﴾

"কেবল তর্কের জন্য তর্ক নয়, বরং উত্তম পন্থা ব্যতিরেকে তুমি কিতাবীদের সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়ো না, তবে তাদের সাথে করতে পারো যারা অন্যায়কারী ও ক্ষতিকর।"[১০০]

অপর আয়াতে বলা হয়েছে–

﴿لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾

"মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে যেখানে অবিচার করা হয়েছে তা ছাড়া।"[১০১]

সুতরাং যেখানে নিষ্ঠুর সীমালংঘনের ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটে সেখানে প্রবল বল প্রয়োগের অনুমতি দেওয়া আছে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে বিব্রত করলে মিথ্যাচার ও নির্বুদ্ধিতাকেই লজ্জা দেওয়া হয়।

এ অংশ সমাপ্তির পূর্বে বিতর্কে প্রথম পুরুষের (First Person একবচন কিংবা বহুবচন যাই হোক) বারংবার ব্যবহার পরিহার করা প্রয়োজন। 'আমার মতে, আমাদের মতে', এভাবে বললে শ্রোতার কাছে অহঙ্কারী পণ্ডিতি মনোভাব প্রকাশ পায়। এটা আত্মপ্রশংসা ও মিশ্র উদ্দেশ্য প্রকাশক।

সুতরাং এরূপ প্রকাশ ভঙ্গির পরিবর্তে 'পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে, বিশেষজ্ঞরা উদঘাটন করেছেন' এ জাতীয় প্রকাশভঙ্গি অধিকতর কৌশলী। প্রতিপক্ষ খুব বুদ্ধিমান মনে করে খুব স্বল্পভাষী হওয়া, কিংবা সে বোকা এ ধারণায় আলোচনায় বিরক্তি উৎপাদন ঘটানো ভাল বিতর্ক নয়, এটা গুরুত্বপূর্ণ। সকল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষমতা ও বোধ সমান নয়। কেউ উদার, কেউবা সংকীর্ণচিত্ত, কেউ সতর্ক ও নিরাপদ পন্থা পছন্দ করে কেউ বা অধিক সহিষ্ণু ও ধীর। এই ভিন্নতার প্রতিফলন ঘটে কিভাবে লোকেরা বক্তার কথাকে গ্রহণ করবে। কিছুলোক বক্তব্যের প্রধান অর্থ, পরোক্ষ উদ্ধৃতি ও অভিপ্রায় বুঝবেন। অনেকে এগুলোর কিছুই বুঝবেন না। তাইতো আব্বাসীয় খলিফা আবূ জা'ফার আল মুনসুর ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লা-হ)-কে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল মুআত্তা' লেখা শুরুর প্রাক্কালে ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর কাঠিন্য, ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর সহজতা এবং ইবনু মাসুদ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর অস্বাভাবিকতা পরিহার করতে নির্দেশ দেন।

২) উল্লেখিত সুনির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে চলা : কৌশল ও নম্র সামাজিক আচরণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার বাহিরে বিষয়বস্তুকে সবিস্তারে আলোচনা এবং একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা না করার বিষয়টি বিতার্কিককে মাথায় রাখতে হবে। ইবনু আকীল তাঁর 'বিতর্ক নৈপূণ্যের কলা' গ্রন্থে লেখেন "উভয়পক্ষ জোরপূর্বক নয়, বরং স্বেচ্ছায় পালা বদল করবে, প্রত্যেকে তার নিজের কথা বলার পূর্বে অন্যকে সে যাকিছু বলতে চায় তার পুরো সুযোগ করে দেবে। প্রতিপক্ষের আলোচনার অংশবিশেষ শুনে যদিও অনুমান করা যায় তিনি কি বলতে চাচ্ছেন তবু তাকে মাঝ পথে বাঁধা সৃষ্টি করা যাবে না। কিছু লোক তাদের উপস্থিত বুদ্ধি ও মেধার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এটা করে থাকে। এরূপ লোকের আত্মতুষ্টিতে ভোগা উচিত নয় কেননা তাদের অনুমান প্রমাণ করে না যে, তারা না বলা কথা ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছেন। এটা এতটুকুই যে, ভাবনাগুলো সাহচার্যের দ্বারা পরস্পরের প্রতি পরিচালিত হয়। বক্তা বিরক্তি উৎপাদক (Long winded) নাকি মধ্যপন্থী তা বিশেষ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। সিম্পোজিয়াম বা কনফারেন্সে সভাপতি প্রত্যেক বক্তাকে নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ দেন যা তাকে পরিপালন করতে হয়। তাঁবুতে বা আনন্দ ভ্রমণে (Flip) বিষয়টি অনেকটা শিথিল কেননা শ্রোতারা এখানে অলস সময় দিতে পারেন। একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতির সঙ্গে মাসজিদের পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারে। আলোচনায় বিরক্তি উৎপাদন ও মাঝপথে প্রতিপক্ষকে থামিয়ে দেয়ার কারণগুলো নিম্নরূপ :

[১০০] *সূরা আল 'আনকাবূত ২৯ : ৪৬।*
[১০১] *সূরা আন্ নিসা ৪ : ১৪৮।*

ক) ঔদ্ধত্য, খ) পদমর্যাদা ও প্রশংসা পাওয়ার লোভ, গ) কেউ নিজে যা জানে অন্যেরা তা জানে না মনে করা, ঘ) শ্রোতার জ্ঞান, সময় ও পরিস্থিতি বিষয়ে অসতর্ক থাকা।

উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলোর যে কোন একটি শ্রোতাদের বিরক্ত বোধ করাবে। তারা চাইবে বক্তা আলোচনা সমাপ্ত করুন। এটা জানা যে, শ্রোতার শ্রবণ করা ও মনোযোগ ধরে রাখার একটা সীমা আছে। সে সীমার বাহিরে গেলে শ্রোতা বিরক্তবোধ করবে এবং মনোযোগ নিবিষ্ট রাখতে পারবে না। কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেন যে, এ সময়সীমা পনের মিনিট। যাহোক, যতক্ষণ শ্রোতারা তার বক্তব্য উপভোগ করছেন এমন সময়েই বক্তার কথা শেষ করা উচিত, শ্রোতারা বাচালতা বন্ধ করতে চাওয়ার পূর্বেই বক্তা বক্তব্যের পরিসমাপ্তি টানবেন।

৩) মনোযোগ সহকারে শুনা ও মাঝপথে বাধাদান না করা : আলোচনার নির্ধারিত সময় মেনে চলা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি অপর বক্তার বক্তব্য সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মার্জিতভাবে ও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তার কথার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে আপনি যদি যে বক্তব্য বলতে যাচ্ছেন তারই উপরে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখেন তা হলে ভুল হবে। এ ব্যাপারে 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন "বৎস আমার, তুমি যখন জ্ঞানীদের মাঝে বসবে, কথা বলার চেয়ে শুনাতেই বেশী আগ্রহী হবে। সুন্দর কথা বলা যেমন শিখবে তেমনি মনোযোগী শ্রোতাও হবে। কোন বক্তাকে কথার মাঝে থেমে দিও না যদিও কথা শেষ করতে তিনি দীর্ঘ সময় নেন।" ইবনু আল মুকাফা হতেও প্রাসঙ্গিক বক্তব্য আছে– "সুন্দর বক্তৃতা যেমন শিখবে, তেমনি ভাল শ্রোতা হও। ভাল শ্রোতা বক্তাকে সমাপ্তি টানা পর্যন্ত সময় দেন। চেহারা ও দৃষ্টিকে বক্তার দিকে রাখো এবং তার কথা বুঝতে চেষ্টা করো।" এটা একটি জনপ্রিয় কথা যে, যখন প্রত্যেক পক্ষ নিজের বক্তব্যের উপরেই মনোনিবেশ করে, অন্য পক্ষের বক্তব্যে মনোযোগ দেয় না তাকেই 'বধিরদের মাঝে কথোপকথন' বলে, অথচ ভাবা হয় যে তারা সংলাপ করছে। মনোযোগী শ্রবণ পারস্পরিক মতামত বিনিময় এবং মতানৈক্যের বিষয় ও কারণগুলো খুঁজে বের করার একটি শক্ত ভিত্তি তৈরী করে। এর ফলে তার্কিক নিশ্চিতভাবে শ্রদ্ধা পাবেন। কেননা এতে মানসিক স্বস্তি উপলব্ধি ও আন্তরিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

৪) প্রতিপক্ষকে শ্রদ্ধা করা : বিতর্ককালে জরুরী যে, প্রতিদ্বন্দ্বীরা একে অপরকে শ্রদ্ধা করবেন, একে অপরের, অবস্থান ও মর্যাদাকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবে না। সঠিক নাম পদবী ও ভদ্র সম্বোধন মেনে চলবেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ আত্মরক্ষা ও স্বার্থপরতার স্থলে গ্রহণ ও সমতা বিধানে সহায়ক হবে। পক্ষান্তরে মানুষকে অবজ্ঞা করা হীনকাজ, বিধায় নিষিদ্ধ। এটা বুঝায় না যে, কারো উপদেশ দেওয়া ও ভুল সংশোধনে সংকোচ করা উচিত, কিন্তু তা সুন্দরভাবে শ্রদ্ধার সাথে হওয়া উচিত তাই বুঝায়। শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি তোষামোদী ও কপটতা হতে সম্পূর্ণ আলাদা। এ বিষয়ের সমাপ্তিতে বলা যায় যে, বিতার্কিক তার বর্তমান বিষয়টির প্রতি মনোনিবেশ নিবদ্ধ করবেন, যথা-আলোচনার বিশ্লেষণ, সমালোচনা, প্রমাণ উপস্থাপন ও যুক্তি খণ্ডন। প্রতিপক্ষের ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয়। অন্যথায় বিতর্ক অপবাদ ও অপমান বেষ্টিত হয়ে বাকযুদ্ধে পরিণত হবে। তখন এটা বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত না হয়ে বরং ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা ও আচরণের আলোচনার দিকে ধাবিত হবে।

৫) বিতর্ক সুনির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ থাকবে : মুসলিম পণ্ডিতগণ নির্দেশ করেন, বাছাই করে কিছু লোকের উপস্থিতিতে বিতর্ক হয় ব্যক্তিগত। এতে নিবিড় চিন্তা, মানসিক পরিচ্ছন্নতা ও সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে। পক্ষান্তরে শ্রোতার আধিক্য দাম্ভিকতা ও আগ্রাসী মনোভাবের অনুকূল হবে যদিও তার্কিক সেক্ষেত্রে একটি ভুল পক্ষে লড়ছেন। উপরের নির্দেশনার সমর্থনে পবিত্র কুরআন এর নিম্নোক্ত আয়াত উদ্ধৃতি দেওয়া হলো–

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا﴾

"বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ের উপদেশ দিতেছি। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই দুইজন অথবা এক একজন করে দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করে দেখো।"[১০২]

অনেক লোক জমা হয়ে জনতার রূপ পরিগ্রহ করলে ফল দাঁড়ায় উদ্দেশ্য ও চিন্তার অস্পষ্টতা। জনতার বৃহদাংশই তথ্যাভিজ্ঞ নয়, বিধায় স্বাভাবিক কারণেই বক্তৃতা সর্বস্ব পরিবেশের সৃষ্টি হয় আর জনতা অন্ধভাবে পক্ষাবলম্বন করে। পক্ষান্তরে কতিপয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি দক্ষভাবে বিষয়বস্তু আলোকপাত করতে পারেন। অধিকন্তু যিনি ভুলের মধ্যে আছেন তার পক্ষে সংশোধন হওয়া সহজতর। কিন্তু

[১০২] *সূরা সাবা- ৩৪ : ৪৬।*

জনতার আধিক্য থাকলে তিনি ভুলটি মেনে নিতে অনিচ্ছুক হবেন। এমন ধারণা হতেই উপরের আয়াতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বিধর্মীদের প্রতি বক্তৃতাসর্বস্ব পথ পরিহার করতে ও ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টিকে আরো পরিস্কার করতে ইসলামের আগমনের অল্প কিছুকাল পরের একটা ঘটনা উল্লেখ করা যায়।

নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনীকারগণ বর্ণনা করেন, এক রাতে তিনজন অবিশ্বাসী কুরাইশ- আবূ সুফিয়ান ইবনু হার্‌ব, আবূ জাহল ইবনু হিশাম এবং আল আখনাস ইবনু সুরাইক ইবনে 'আম্‌র আল তাকাফি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কুরআন পাঠ শুনার উদ্দেশ্যে তাদের ঘর থেকে পৃথক পৃথকভাবে বের হলো। তারা নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাড়ীর চারদিকে অন্ধকারে বসে পড়লেন। কেউই অপর দু'জন সম্পর্কে জানতে পারলো না। ফজর হওয়া পর্যন্ত এমনিভাবে স্থির থেকে মনোযোগসহ কুরআন পাঠ শুনল। ফেরার সময় তারা একে অপরের দেখা পেল ও পরস্পরকে দোষারোপ করল। একজন বলল, "কোন সাধারণ লোক তোমাদের দেখলে সন্দেহ করবে, সুতরাং আমরা এমনটি আর কখনও করব না। দ্বিতীয় রাতে প্রত্যেকে গত রাতের মতো ফজর পর্যন্ত নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এঁর তিলওয়াত শুনলেন। আবার ফেরার পথে তাদের সাক্ষাৎ হলো এবং গত রাতে তারা যা বলেছিল আজও তারই পুনরাবৃত্তি করল। তৃতীয় রাতেও একই ঘটনা ঘটল। এবার তারা আর কখনও আসবে না বলে প্রতিজ্ঞা করল।

সকাল হলে আল আখনাস ইবনু শুরাইক ছড়ি হাতে নিয়ে আবূ সুফিয়ানের বাড়ীতে তার সাথে কথা বলতে গেল। বলল, "ওহে আবূ হানজালা! মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে যা শুনলে সে সম্পর্কে তুমি কি ভাবছ?" সে বলল, "আল্লাহর শপথ, আবূ তালাবা, আমি এমন কথা শুনলাম যা পরিচিত লাগে ও তা বুঝতে পারি। আবার এমন কিছু শুনলাম যা অজানা মনে হয় ও বুঝতে পারি না।" আল-আখনাস জবাবে বললেন, "আল্লাহর শপথ, আমারও তাই মনে হয়।" অতঃপর সে আবূ সুফিয়ানের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আবূ জাহালের বাড়ীর দিকে চলল। তাকে দেখে বলল, "হে আল হাকামের পিতা! মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ হতে যা শুনলে সে সম্পর্কে তুমি কি চিন্তা করছ?" উত্তরে আবূ জাহল বলল, "আমি কি শুনলাম? আমরা সকল বিষয়ে আব্‌দ মানাফের গোত্রের সমতালে চলছি। তারা অতিথি পরায়ন, আমরাও তাই। তারা পশুবাহন সরবরাহ করে, আমরাও করি, তারা উদার হস্তে দান করে, আমরাও তাই করি। এখন যখন আমরা তাঁদের সাথে সমতালে চলছি তাদের মাঝে একজন লোকের আবির্ভাব হলো যাকে তারা আল্লাহর নাবী বলে থাকে ও যার উপর ঐশী প্রত্যাদেশ হয়। এখন এ বিষয়ে আমরা কিভাবে তাদের নাগাল পাব? আল্লাহর শপথ, আমরা কখনও তাঁর প্রতি ঈমান আনব না।" এ কথা শুনে আল আখলাস উঠে চলে গেল।

৬) ইখলাস– আল্লাহতে আন্তরিক বিশ্বাস : নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধানে উল্লেখিত গুণের এটা পরিপূরক। তার্কিক বিতর্ককালে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে অন্যকিছু পাওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন না– এমনভাবে নিজেকে প্রস্তুত রাখবেন। আড়ম্বর, পণ্ডিতিপনা ও সমকক্ষকে হেয় করার ইচ্ছা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলে ইখলাসের চরম ঘাটতি দেখা দেয়। চিত্তহারি প্রশংসা ও শ্রদ্ধাবোধ কামনা করা হীন প্রচেষ্টা যা একজন তার্কিক এড়িয়ে চলবেন। সদিচ্ছাকে সম্পন্ন করার জন্য নিজকে নীচের প্রশ্নগুলো করবেন। এ অংশগ্রহণের ফলাফল তার জন্য কোন ব্যক্তিগত সুবিধা বয়ে আনছে কি? তার লক্ষ্য কি সুনাম অর্জন অথবা আলোচনা আকাংখার বাসনা পূরণ? তিনি কি চান অনৈক্য ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টি হোক? নিজের কল্যাণ চাইলে শয়তানের প্রতারণা হতে সাবধান হওয়া উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রকৃতপক্ষে কেউ নিজেকে জাহির করা ও আকাংখার সন্তোষপূরণের বাসনা পোষণ করছেন অথচ ভাবছেন তিনি সত্যের পথে লড়ছেন– এটাই শয়তানের প্রতারণা। অপরপক্ষ যদি সত্য উদঘাটন করে তাতে সন্তুষ্ট ও খুশি থাকা সদিচ্ছা প্রকাশের মানদণ্ড। প্রকৃতপক্ষে একে অপরকে সাহায্য করবে যদি সে সঠিক পথে থাকে। এটা এজন্য যে, সত্য কোন গোষ্টি বা ব্যক্তির সম্পত্তি নয়। সত্য সর্বত্র বিরাজ থাক তা কামনা করাই একজন সৎ ব্যক্তির উদ্দেশ্য। এটা কোথা হতে আসল বা কে প্রথম উদঘাটন করল তা মূখ্য বিষয় নয়।

কেবল আপনিই সত্যকে ভালবাসেন অথবা এর পক্ষে দাঁড়ান, আর কেহই এমন করে না, এমন ভাবনা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি। যখন বক্তা অনুধাবন করবেন তিনি সত্যের পক্ষে সমর্থন না দিয়ে বরং স্বার্থপর উদ্দেশ্য যেমন- জিদ ও আগ্রাসিতা দ্বারা তাড়িত হচ্ছেন তখনই আলোচনা শেষ করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিদায়ত দিন ও রক্ষা করুন। সর্বশেষ নাবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এঁর উপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক –আমিন। ###

আই এইচ এল-এর উন্নয়নে ইসলামের অবদান

–মুহাম্মদ নূর আলম★

ভূমিকা : ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।

﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ﴾

"আল্লাহর কাছে মনোনীত দীন হচ্ছে ইসলাম।"[১০৩]

এখানে জীবনের সব বিষয়ের দিক-নির্দেশনা আছে। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের কিভাবে বন্ধুতব পূর্ণ সম্পর্ক থাকবে, মনমালিন্য হলে কি করবে তার সম্পূর্ণ বিবরণ আছে। ইসলাম সব সময়ই শান্তি চায়। কিন্তু কখনও কখনও বিরুদ্ধ পক্ষের আচরণ বা অন্যান্য কারণে শান্তি আর টিকে না, বেধে যায় যুদ্ধ। এখানেও রয়েছে তার ব্যাপ্তি।

আই এইচ এল কী?

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস- ১৮৫৯ সালে সোলফেরিনোর যুদ্ধে (ইতালি এবং ফ্রান্স) সুইস ব্যবসায়ী হেনরি ডুনান্ট আহত সৈনিকদের লক্ষ্য করেন যে তাদের চিকিৎসা তো দূরের কথা, বেসামরিক আহতদের সেবা-সুশ্রুষার কোন চিহ্ন নেই, বরং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আহতরা আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পরেছে। তারপরই তিনি লেখেন তাঁর বিখ্যাত বই 'এ মেমরি অফ সোলফেরিনো'। ১৮৬৪ সালের ২২শে অগাস্ট জেনেভায় কূটনৈতিক সমাবেশে সেই যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা তাঁকে নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলো উপস্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল :

১। যুদ্ধকালীন সময়ে একটি স্থায়ী ত্রাণ সংস্থা এবং ২। একটি সরকারি চুক্তি যা সংস্থাটির নিরপেক্ষতার স্বীকৃতি দেবে এবং যুদ্ধাঞ্চলে সংস্থাটিকে সাহায্য প্রদানের অনুমতি দেবে।

প্রথম প্রস্তাবটির কারণে প্রতিষ্ঠা পায় রেডক্রস (মুসলিম বইষব ত্রাণ সংস্থা) আর দ্বিতীয়টি জন্ম দিয়েছিল প্রথম জেনেভা কনভেনশন (এইচ এল-এর প্রথম ধাপ)। পরে ১৯০১ হেনরী ডুনান্ট প্রথম নোবেল শান্তি পুরস্কার পান। সেদিনই প্রথম জেনেভা কনভেনশন গৃহীত হয়। ১৯০১ সালে এর জন্য প্রথম নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয় হেনরি ডুনান্টকে।[১০৪]

যুদ্ধ বা শক্তির প্রয়োগ আন্তর্জাতিক আইনে নিষিদ্ধ।[১০৫]

কিন্তু যুদ্ধ যখন লেগেই গেলে তার পরবর্তী কাযক্রম যেমন- বেসামরিক লকদের উপর আক্রমণ নিষিদ্ধ, যুদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা; তাদের উপর অত্যাচার পরিহার; ইত্যাদি নিয়ে আই এইচ এল আলোচনা করে। আই এইচ এল-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ইনটারন্যাশনাল হিউমানিটারিয়ান ল (International Hhumanitarian Law সংক্ষেপে IHL, বাংলায় আন্তর্জাতিক মানবিক আইন)। আই এইচ এল বা মানবিক আইন আন্তর্জাতিক আইনের সেই শাখা যা সশস্ত্র সংঘাতে যারা যুদ্ধে অংগ্রহণ করেনি তাদের রক্ষা এবং যোদ্ধাদের জন্য যুদ্ধের উপায়, পদ্ধতি ও বিধি-নিষেধ নিয়ন্ত্রণ করে। ৪টি জেনেভা কনভেনশন, ৩টি অতিরিক্ত প্রোটোকল এবং হেগ কনভেনশন মিলে এই আইন। এদের মধ্যে, প্রথম জেনেভা কনভেনশন যুদ্ধের সময় আহত ও অসুস্থ সৈন্যদের রক্ষা সংক্রান্ত, দ্বিতীয় জেনেভা কনভেনশন যুদ্ধের সময় সমুদ্রের মধ্যে আহতদের অসুস্থ ও নৌবহরের সামরিক কর্মীদের রক্ষা সংক্রান্ত, তৃতীয় জেনেভা কনভেনশন যুদ্ধ বন্দীদের সংক্রান্ত, চতুর্থ জেনেভা কনভেনশন দখলকৃত অঞ্চলের নাগরিকদের রক্ষা সংক্রান্ত এবং প্রটোকল ১ (১৯৭৭) আন্তর্জাতিক সামরিক সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি রক্ষার্থে গৃহীত হয়, প্রটোকল ২ (১৯৭৭) অ-আন্তর্জাতিক সামরিক সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গকে রক্ষার সাথে সম্পর্কিত, প্রটোকল ৩ (২০০৫) অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্যসূচক প্রতীক পরিগ্রহ করা সংক্রান্ত বিষয়ে গৃহীত হয়।[১০৬]

আন্যদিকে হেগ কনভেনশন যুদ্ধ এর নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করে।[১০৭]

★ মাস্টার্স অধ্যয়নরত, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

[১০৩] সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ১৯।

[১০৪] https://thebengalstory.com/what-is-geneva-convention/।

[১০৫] ইউ এন চার্টর (জাতিসংঘ)-এর অনুচ্ছেদ– ২(৪)।

[১০৬] জেনেভা কনভেনশন। https://bn.wikipedia.org/wiki/% E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%AD%E0%A6%BE_%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%B6%E0%A6%A8

[১০৭] The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols, 2010 <https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/ geneva-conventions/overview-geneva-conventio ns.htm> accessed on 14 May 2019.

এই সব নিয়ম বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রথা, রীতিনীতি ও ধর্মীয় আইন থেকে নেওয়া হয়েছে।

আই এইচ এল এবং ইসলাম

ইসলামী আইনের উৎস হচ্ছে– ১) কুরআন; ২) সুন্নাহ; ৩) ইজমা; ৪) ক্বিয়াস। এগুলো থেকে উতসারিত আইন আই এইচ এল এড় ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছে। এমনকি তা ক্রিষ্ট ধর্মকে ছাড়িয়ে গেছে।[১০৮]

আন্যদিকে আই এইচ এল-এর উৎস হচ্ছে– ৪টি : জেনেভা কনভেনশন, ৩টি অতিরিক্ত প্রোটোকল এবং হেগ কনভেনশন। নিচে জেনেভা কনভেনশনস এবং অতিরিক্ত প্রোটোকলগুলোর সাথে তুলনা দেখলেই বুঝা যাবে আই এইচ এল ইসলামী আইন দ্বারা কিভাবে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত (আই এইচ এল-এর) কিছু বিধির সারাংশ দ্বারা।[১০৯]

যারা যুদ্ধের বাইরে এবং যারা সশস্ত্র সংঘাতে অংশ নিচ্ছে না, তারা সব পরিস্থিতিতে সুরক্ষিত থাকবে।[১১০]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

"যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো আর সীমালংঘন করো না।"[১১১]

আবুল আলিয়া (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন যে, মাদীনায় জিহাদের হুকুম এটাই প্রথম অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধুমাত্র ঐ লোকদের সাথে যুদ্ধ করতেন যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করত। যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করত না তিনিও তাদের সাথে যুদ্ধ করতেন না।[১১২]

বিজয়ী পক্ষ যুদ্ধ বন্ধীদের সাথে সব ধরনের আচরণের জন্য দায়ী থাকবে এবং তারা সর্বদা মানবিক আচরণের অধিকারী।[১১৩]

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾

"অতপরঃ হয় আনুকম্পা না হয় মুক্তিপণ।"[১১৪]

সূরা মুহাম্মাদ-এর এই আয়াত যুদ্ধবন্ধিদের সাথে আচরণের রেফারেন্স দেওয়া হয়। এ সক্রান্ত আর একটি আয়াত হলো সূরা আদ্ দাহরের যেখানে সতকর্মশীলদের জান্নাতের জন্য বলে তাদের একটি গুন হচ্ছে যে,

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

"এবং খাদ্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও আভাবগ্রস্থ, ইয়াতীম ও বন্ধিকে আহার্য দান করে।"[১১৫]

এছাড়াও বদরের যখন ৭০ জন বন্ধিকে নিয়ে আসা হলো তখন সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে তাদেরকে মাসজিদে এবং সাহাবীদের বাড়িতে আশ্রায় দেওয়া হয় এবং রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন যে, তাদের সাথে ভাল আচরণ করো।[১১৬]

সহীহুল বুখারীর বর্ণনায় আছে যে, বদরের যুদ্ধের পর বন্দীদের নিয়ে আসা হলে তারা বস্ত্রহীন অবস্থায় ছিল যার মধ্যে আল 'আব্বাস ছিল। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জন্য একটি জামা খুঁজছিলেন। পরে দেখা গেল 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)'রটা তার গায়ে লাগে, তখন তিনি সেটা তাকে পড়তে দিলেন।[১১৭]

---

[১০৮] *Patwari, A.B.M. Mafizul Islam, Principle of international humanitarian law an oriental perspective, Dhaka, 1994. Page 23.(অনুদিত)।*

[১০৯] *Basic rules of the Geneva Conventions and their Additional Protocols, 1988 <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0365.pdf>*

[১১০] *Article 3 Common to all conventions*

[১১১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৯০।*

[১১২] *তাফসীর ইবনু কাসীর- আল্লামা ইমামুদ্দীন ইবনু কাসীর, (ড. মুজিবুর রহমান অনুদিত), পৃঃ ৪৯৪-৪৯৫।*

[১১৩] *Article 12, 13 of GENEVA CONVENTION RELATIVE TO THE TREATMENT OF PRISONERS OF WAR OF 12 AUGUST 1949.*

[১১৪] *সূরা মুহাম্মদ ৪৭ : ৪।*

[১১৫] *সূরা আদ্ দাহর ৭৬ : ৮ (ড. মুজিবুর রহমান আনূদিত)।*

[১১৬] *আবূ জা'ফার মুহাম্মদ ইবনু জারির আল তাবারি, তারিখ আল রাসূল ওয়াল মুলুক, ২য়, দারুল কিতাব আল ইলমিয়া, বৈরুত।*

[১১৭] *Al Dawoody, Ahmad islamic law and inter national humanitarian law: An introduction tothe main principles 2019, availble at https://*

সামরিক ও বেসামরিক লোকদের অঙ্গ হানি নিষিদ্ধ[১১৮]

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِيْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا﴾

"আল্লাহ মানুষকে সতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন।"[১১৯]

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ﴾

"তিনি উত্তম আকৃতিতে মানুষকে বানিয়েছে।"[১২০]

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুদ্ধের সময় মানুষের মুখে আক্রমণ করতে নিষেধ করেছে।[১২১]

যুদ্ধে প্রত্যেক পক্ষ লাশ নষ্ট প্রতিরোধে যথাসম্ভব সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। লাশের কাটাছেড়া নিষিদ্ধ।[১২২]

লাশের প্রতি সম্মান দেখানর ইসলামের একটি মলিক নিয়ম। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মৃত ব্যাক্তির হাড় ভাঙ্গা জীবিত অবস্থায় তার হাড় ভাঙ্গার সমান।[১২৩]

আন্দলুসিয়ার ফকিহ ইবনু হাজম মত দিয়েছেন যে যদি অপরপক্ষ লাশ না নেয় সেই লাশের দায়িত্ব মুসলিমদের উপর বর্তায় কারণ সেটা দাফন না হলে গন্ধ ছড়াবে যা নিষিদ্ধ।[১২৪]

এছাড়াও বিভিন্ন হাদীস থেকে পাওয়া যায় যে বদর উহূদ যুদ্ধে মহিলারা আহতদের চিকিৎসা দিত এবং লাশ খুঁজে নিয়ে আসত।

এছাড়াও যেমন রাত্রে বেলায় আক্রমণ[১২৫], ফসল ধংসব, গাছপালায় আগুন লাগান, নির্বিচারে সম্পত্তি ধ্বংস ইত্যাদি ইসলামি আইনে নিষিদ্ধ। মোটকথা আই এইচ এল-এর আনেকগুলো রুল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসলামি আইনের সাথে জড়িত।

আই এইচ এল-এর ব্যর্থতা এবং ইসলাম

সমালোচকরা ইসলামে দাসপ্রথা নিয়ে মন্তব্য করে যে, ইসলাম দাস প্রথা নির্মূল করেনি এবং বন্দীদের দাস হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পূর্বেও দাস প্রথা ছিল পরে তিনিই তা সীমিত করে দিয়েছেন।

পূর্বে যুদ্ধবন্দীদের কোন অধিকার (Rights) ছিল না, হয় তাদের মেলে ফেলা হত বা দাস বানানো হত। কিন্তু ইসলাম সেখানে শর্তহীন মুক্তি বা মুক্তিপণের বিধান আনে।[১২৬]

﴿فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰى إِذَا أَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوْا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾

"অতঃপর যখন তোমরা কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত হানো, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাস্ত করো, তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে ফেলো। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো, না হয় তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করো। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করে। এ নির্দেশই তোমাদেরকে দেয়া হলো। আল্লাহ ইচ্ছে করলে (নিজেই) তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে

---

www.icrc.org/en/international-review/article/islamic-law-and-international-humanitarian -law-introduction-main accessed on 17 May 2019.

[১১৮] *Common article- 3(1)(a).*

[১১৯] *সূরা ইসরা ১৭ : ৭০।*

[১২০] *সূরা আত্ তী-ন ৯৫ : ৪।*

[১২১] *Muḥammad bin Ismaʿil al-Bukharī, ʿSaḥīḥ al-Bukharī, ʿBayt al-Afkar al-Dawliyyah lil-Nashr, Riyadh, 1998, p. 579.*

[১২২] *First Geneva Convention, Article 15, Second Geneva Convention, Article 18, Fourth Geneva Convention, Article 16.*

[১২৩] *মুসনাদে আহমাদ- হাঃ ২৪৭৮৩।*

[১২৪] *Alī ibn Aḥmad ibn Saʿīd ibn Ḥazm, Al-Muhallā, ed. Committee of the Revival of Arabic Heritage (Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, n.d.), Vol. 5, p. 117.*

[১২৫] *সহীহ মুসলিম- হাঃ ১৭৪৫।*

[126] *islam and slavary, (2008), available at <https://islamqa.info/en/answers/94840/islam-and-slavery> accessed on 16 May 2019.*

অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান (এজন্য তোমাদেরকে যুদ্ধ করার সুযোগ দেন)। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় তিনি তাদের কর্মফল কক্ষনো বিনষ্ট করবেন না।"[১২৭]

আবূ যার গিফারী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : এরা তো তোমাদের ভাই, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এদের উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন, সুতরাং তোমরা যা খাও তাকে তা খেতে দাও, তোমরা যা পরো তাকে তা পরতে দাও এবং তাকে কাজের সাথে অতিরিক্ত চাপিয়ে দিও না।[১২৮]

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলল, আমাকে কোন কাজটি আমাকে জাহান্নাম থেকে দূরে এবং জান্নাতের কাছে রাখবে। তিনি বললেন, দাসমুক্তি।[১২৯]

বিস্তারিত জানতে নিচের লিংকে যান।[১৩০]

বিবিসির এক রিপোর্টে বলছে যে, দাসত্বের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, মানুষের স্বাধীনতা প্রাকৃতিক (Natural) বিষয় এবং ইসলাম দাসত্ব করার সুযোগসীমিত করে দেয়। সাথে সাথে ক্রীতদাসদের মুক্তির প্রশংসা করে এবং ক্রীতদাসদের কিভাবে আচরণ করবে তা বলে দেয় যেমন- কখন কোন পরিস্থিতিতে দাস বানান যায়, ইসলাম দাসদের ও তাদের সম্পত্তিকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে, বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তাদের মুক্তির উপায় বলে দেয় ইত্যাদি।[১৩১]

অন্যদিকে আইসিআরসি'র এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, গত তিন বছরের মধ্যে শুধুমাত্র রোগীদের বিরুদ্ধে ২৪০০টি হামলা, স্বাস্থ্য কর্মী ও পরিবহনে ১১টি হামলার ঘটনা যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলোতে ঘটেছে। যা শুধুমাত্র ১১টি দেশে তিন বছরে প্রতিদিন দু'টির বেশী হামলা হয়েছে বলে তারা জানিয়েছে।[১৩২]

২০১৫ সালে আফগানিস্তানে, ঘটনাগুলোর ৫০% বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে। এর মানে হলো এখানে প্রতি তিন দিনে এক ঘটনা যার অনেক ঘটনা রিপোর্ট করাই হয়নি।

আর গত বছর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে যে, সিরিয়ার ৬০% স্বাস্থ্যগত সুবিধা ধ্বংস হয়েছে এবং প্রতি মাসে ২৫,০০০ বেসামরিক মানুষ আহত হয়েছে।[১৩৩]

এছারাও ইরাক যুদ্ধ, আফগানস্থানে মার্কিন অগ্রাসন, রুয়ান্ডা গণহত্যা, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, মিয়ানমারে জাতিগত নিধন ইত্যাদি সংঘাতে বিশ্ব যেমন সাক্ষী হয়েছে বেসামরিক লোকদের উপর আক্রমণ সাথে সাথে আই এইচ এলসহ আন্তর্জাতিক আইনের ব্যর্থতা।

উপসংহার : ইসলামিক প্রথাগুলো আই এইচ এল-এর উন্নয়নে এতটাই প্রভাব ফেলেছ যে রেড ক্রস এ বিষয়ে একটি আলাদা বিভাগ খুলেছে (Islam and IHL)। তারা দেখেছে যে বর্তমান যুদ্ধ সমস্যাগুলোর স্পষ্ট সমাধান ইমলামি আইনেই আছে। এর সমর্থন পাওয়া যায়, আহমদ দাহলান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর প্রফেসর ড. এইচ মুখলাসের বক্তব্যে, যেখানে তিনি রেড ক্রসকে ধন্যবাদ দেন এজন্য যে, তারা মানবতাবাদী (যুদ্ধ সংক্রান্ত) নৈতিকতা কর্মসূচির একটি অনুশটান আয়জন করেছে এবং বলেন যে ইসলামী বিশ্বাসের চার মূলনীতি– 'ইবাদত, 'আক্বিদাহ্, আখলাক এবং পার্থিব বিষয়গুলোর উপর নিয়ম (মুমল্লাহ দুনিয়াওয়াই)-এর মধ্যে একটি নৈতিকতা (আখলাক) অন্যতম। (আখলাককে আই এইচ এল-এর সাথে রিলেট করেছে)। তিনি আরো বলেন, মুহম্মদীয়া (ইন্দোনেশিয়ার প্রধান ইসলামী বেসরকারী সংস্থাগুলোর একটি) "বিশ্বজনীন মানবিক নীতি ও মানবতার মূল্যবোধকে সমর্থন করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ", বিশেষত সংগঠনের দুর্যোগ ত্রাণ বাহিনীর কাজের মাধ্যমে।[১৩৪] ###

---

[127] *আল কুরআন : সূরা মুহাম্মদ ৪৭ : ৪।*

[128] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৬০৫০।*

[129] *Patwari, A.B.M. Mafizul Islam, Principle of international humanitarian law an oriental perspective, Dhaka, 1994. p. 29*

[130] *islam and slavary, (2008), available at <https://islamqa.info/en/answers/94840/islam-and-slavery> accessed on 16 May 2019.*

[131] *Slavery in Islam (2007),available at, <https://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/history/slavery_1.shtml> accessed on 16 May 2019*

[132] *Even wars have limits: Health-care workers and facilities must be protected, 2016, available at, https://www.icrc.org/en/document/hcid-statement, accessed on 16 may 2019.*

[133] *প্রাগুক্ত।*

[১৩৪] *ICRC strengthens collaboration with teachers from one of IndonesiaÕs oldest Islamic organizations,(2018) available at <https://www.icrc.org/en/document/icrc-strengthens-collaboration-teachers-one-indonesias-oldest-islamic-organization?amp> accessed on 16 May 2019.*

قصص الحديث ॥ ক্বাসাসুল হাদীস

জাহান্নামবাসীদের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশকারী শেষ ব্যক্তির আকাঙ্খা

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। সাহাবীগণ নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি কিয়ামাতের দিন আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? তিনি বললেন : মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতের চাঁদকে দেখার প্রসঙ্গে তোমরা কি সন্দেহ পোষণ করো? তাঁরা বললেন : না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার প্রসঙ্গে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে? সবাই বললেন : না। তখন তিনি বললেন : নিঃসন্দেহে তোমরাও মহান আল্লাহকে তেমনিভাবে দেখতে পাবে। কিয়ামাতের দিন সকল লোককে একত্রিত করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন : যে যার 'ইবাদত করতে সে যেন তার অনুসরণ করে। তাই তাদের কেউ সূর্যের অনুসরণ করবে, কেউ চন্দ্রের অনুসরণ করবে, কেউ তাগূতের অনুসরণ করবে। আর অবশিষ্ট থাকবে শুধুমাত্র এ উম্মাহ, তবে তাদের সাথে মুনাফিকরাও থাকবে। তাঁদের মধ্যে এ সময় আল্লাহ তা'আলা উপস্থিত হবেন এবং বলবেন : "আমি তোমাদের প্রভু।" তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের প্রভুর আগমন না হবে, ততক্ষণ আমারা এখানেই থাকব। আর যখন তার আগমন হবে তখন আমরা অবশ্যই তাঁকে চিনতে পারব। তখন তাদের মধ্যে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা উপস্থিত হবেন এবং বলবেন, "আমি তোমাদের প্রভু।" তারা বলবে, হ্যাঁ, আপনিই আমাদের প্রভু। আল্লাহ তা'আলা তাদের ডাকবেন। আর জাহান্নামের উপর একটি সেতু স্থাপন করা হবে। রাসূলগণের মাঝে আমিই সবার পূর্বে আমার উম্মাত নিয়ে এ রাস্তা অতিক্রম করব। সেদিন রাসূলগণ ছাড়া আর কেউ কথা বলবে না। আর রাসূলগণের কথা হবে : (আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম) হে আল্লাহ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আর জাহান্নামে বাঁকা লোহার অনেক শলাকা থাকবে; সেগুলো হবে সা'দান কাঁটার ন্যায়। তোমরা কি সা'দান কাঁটা দেখেছ? তারা বলবে, হ্যাঁ, দেখেছি। তিনি বলবেন, সেগুলো দেখতে সা'দান কাঁটার ন্যায়ই। তবে সেগুলো কত বড় হবে তা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ অবগত নয়। সে কাঁটা মানুষের 'আমল অনুযায়ী তাদের তড়িৎ গতিতে ধরবে। তাদের কিছু ব্যক্তি ধ্বংস হবে 'আমলের কারণে। আর কারোর পায়ে যখম হবে, কিছু লোক কাঁটায় আক্রান্ত হবে, অতঃপর নাযাত পেয়ে যাবে। জাহান্নামীদের মধ্য হতে যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা দয়া করতে ইচ্ছা করবেন, তাদের প্রসঙ্গে ফেরেশ্তাকে নির্দেশ দেবেন যে, যারা মহান আল্লাহর 'ইবাদত করতো, তাদের যেন জাহান্নাম হতে বের করে আনা হয়। ফেরেশ্তাগণ তাদের বের করে আনবেন এবং সাজদার চিহ্ন দেখে তাঁরা তাদের চিনতে পারবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের জন্য সাজদার চিহ্নগুলো মিটিয়ে দেয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। ফলে তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। কাজেই সাজদার চিহ্ন ব্যতীত আগুন বানী আদামের সব কিছুই গ্রাস করে ফেলবে। অবশেষে তাদেরকে অঙ্গারে পরিণত অবস্থায় জাহান্নাম হতে বের করা হবে। তাদের উপর 'আবে-হায়াত' ঢেলে দেয়া হবে ফলে তারা স্রোতে বাহিত খড় কুটার ন্যায় গজিয়ে উঠা উদ্ভিদের মত সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের বিচার কাজ শেষ করবেন কিন্তু একজন ব্যক্তি জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে থেকে যাবে। তার মুখমণ্ডল তখনও জাহান্নামের দিকে ফেরানো থাকবে। জাহান্নামবাসীদের মধ্য হতে জান্নাতে প্রবেশকারী সে হবে শেষ ব্যক্তি। সে তখন নিবেদন করবে, হে আমার প্রভু! জাহান্নাম থেকে আমার চেহারা ফিরিয়ে দিন। এর গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। এর লেলিহান শিখা আমাকে জ্বালিয়ে ফেলছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন : তোমার নিবেদন গ্রহণ করা হলে, তুমি এছাড়া আর কিছু চাইবে না তো? সে বলবে, না, আপনার সম্মানের কসম! সে তার ইচ্ছামত আল্লাহ তা'আলাকে ওয়া'দা ও কথা দিবে। কাজেই আল্লাহ তা'আলা তার চেহারাকে জাহান্নামের দিক হতে ফিরিয়ে দিবেন। অতঃপর সে যখন জান্নাতের দিকে মুখ ফিরাবে, তখন সে জান্নাতের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে পাবে। যতক্ষণ মহান আল্লাহর ইচ্ছা সে চুপ করে থাকবে। অতঃপর সে বলবে, হে আমার রব! আপনি আমাকে জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন : তুমি আগে যা চেয়েছিলে, তাছাড়া আর কিছু চাবে না বলে তুমি কি কথা দাওনি? তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু! তোমার সৃষ্টির সবচাইতে হতভাগ্য আমি হতে চাই না। অতঃপর আল্লাহ তাকে বলবেন : তোমার এটি পূরণ করা হলে তুমি এছাড়া কিছু চাইবে না তো? সে বলবে না, আপনার সম্মানের শপথ! এছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। এ প্রসঙ্গে সে তার

* *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

ইচ্ছানুযায়ী ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দেবে। বেহেশতের দরজার কাছে পৌঁছিয়ে দিবেন। সে যখন জান্নাতের দরজায় পৌঁছবে তখন জান্নাতের অনাবিল সৌন্দর্য ও তার অভ্যন্তরীণ সুখ শান্তি ও আনন্দঘন পরিবেশ দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন ততক্ষণ সে চুপ করে থাকবে। অতঃপর সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমাকে জান্নাতে ঢুকিয়ে দাও। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন : হে আদাম সন্তান বড়ই আশ্চর্য! তুমি কত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী? তুমি কি আমার সাথে ওয়া'দা করনি এবং প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তোমাকে যা দেয়া হয়েছে, তা ব্যতীত আর কিছু চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু! আপনার সৃষ্টির মাঝে আমাকে সবচাইতে হতভাগ্য করবেন না। এতে আল্লাহ তা'আলা হেসে দেবেন। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন এবং বলবেন : চাও। সে তখন চাইবে, এমন কি তার চাওয়ার ইচ্ছা ফুরিয়ে যাবে। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ তা'আলা বলবেন : এটা চাও, ওটা চাও। এভাবে তার প্রভু তাকে মনে করিয়ে দিতে থাকবেন। অবশেষে যখন তার ইচ্ছা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন : এ সবই তোমার, এ সঙ্গে আরো সমপরিমাণ (তোমাকে দেয়া হলো)। আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু)-কে বললেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলবেন : এসবই তোমার, তার সাথে আরও দশগুণ (তোমাকে দেয়া হলো)। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে শুধু একথাটি মনে রেখেছি যে, এসবই তোমার এবং এর সঙ্গে সমপরিমাণ। আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) বললেন : আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, এসব তোমার এবং এর সঙ্গে আরও দশগুণ।[১৩৫]

হাদীসের শিক্ষা :

১. কিয়ামতের দিন মহান রবকে দেখা যাবে ঠিক সেভাবে যেভাবে মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে ও মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যকে দেখতে কোন অসুবিধা হয় না।

২. যে যার 'ইবাদত করবে সে তারই অনুসরণ করবে যারা এক মহান আল্লাহর 'ইবাদত করবে তারা অবশ্যই তার প্রভুর দীদার লাভে ধন্য হবে।

৩. মহান আল্লাহর জন্য বেশি বেশি সাজদাহ্ দেওয়া উচিত কেননা জাহান্নাম হতে সাজদার চিহ্ন দেখে বের করে আনা হবে। ###

[১৩৫] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৮০৬।*

شعر ॥ কবিতা

ঈদের দিনে

–ডাঃ মোঃ মোহ্‌সীন আলী

ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে খুশি
ঈদের দিনেতে তাই, সবে হাসি-খুশি।
দিনের শুরুতে তবে, সুখ-শয্যা ছাড়ি,
স্নান সমাপন করে, নব সাজ পরি।
মিষ্টান্ন আহার করি, খুশলিত মনে,
আনন্দ বিলাই মোরা, প্রতি জনে জনে।
খুশবু আতর মেখে নিজ গাত্রবাসে,
স্বর্গীয় অনুভূতি যেন, ধরণীতে ভাসে।
আল্লাহু আকবার বলি, মুখে তুলে রব,
আল্লাহর মহিমা গানে মুখরিত সব।
ঈদের ময়দানে সবাই হয়ে জমায়েত,
ঈদের নামায পড়ে সবে বিধিমত।
ঈদের নামায শেষে, করে কোলাকুলি,
গিয়েছে সবাই যেন, হিংসা-দ্বেষ ভুলি।
বিচিত্র সাজের এই মিলন মেলায়,
হাসরের ছবি যেন মনে ভেসে যায়।

(আল্লাহ হাফেয)

ঈদ

–মোঃ আব্দুল হাই

ঈদ এসেছে, ঈদ এসেছে আজকে খুশির দিন,
ওরে অবুঝ, ওরে পাগল শুধিস নিতো ঋণ। তবু;
খুশির বান ডাকছে যেন মুখটি জুড়ে তোর,
ভাবখানা যে পাবিই নাযাত জান্নাতের-ই দোর;
খোলা আছে তোর জন্য। থাকবি সেথায় সুখে।
আপন সুখে মগ্ন তো তুই, গরীব ছিলো দুঃখে।
অনাদরে অবহেলার ঘরে, 'ইবাদত ছিলো ফাঁকা,
লোকাচার আর ভাব দেখানো, স্বার্থ ছিলো রাখা।
পরচর্চা, নাফরমানী, বিজাতীয় কৃষ্টিতে,
পার করলি সময়টুকু, পাপ পড়লোনা দৃষ্টিতে।

তুইতো ছিলি আত্মস্বার্থে, ব্যস্ত সারাক্ষণ,
গুনাহ মাফের সময় গেল, বিরাগ ছিল মন।
এমনতরো ভাবনা তাই, কেমন করে হলো?
বলতো দেখি সময়গুলো কেমন করে গেলো?
সিয়াম হলো মাসব্যাপী, ধারের কাছেও গেলিনা,
স্রষ্টা কি হবেন খুশি, একটু ভেবে দেখলিনা।
ফাঁকিবাজি, মিথ্যা বলে সিয়াম গেল তোর,
কপালে তো সুখ হবে না, খুলবে নাতো দোর।
রাইয়ান নামের যে দরজা, জান্নাত মাঝে আছে,
তুই অভাগা পারবি নাতো, ব্যস্ত আপন কাজে।

(আল্লাহ হাফেয)

أفكار اجتماعية ॥ সমাজচিন্তা

পবিত্র ঈদ-উল ফিতরের উৎসব

–মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খান*

ইসলামের সাম্য-মৈত্রী, বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শ্রেষ্ঠ অবদানের অন্যতম। তিনি মহান আল্লাহকে সমগ্র বিশ্বের প্রভু বলে ঘোষনা করার সাথে সাথে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ মুছে দিয়ে বাদশাহ ও ফকির, আমীর ও গরীব, ধনী ও নির্ধন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, শাসক ও শাসিত, মালিক ও শ্রমিক, প্রভু ও দাসকে এক সূত্রে গ্রথিত ও বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। এই সাম্যে মানুষের অন্তর জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, ছোট-বড়, উঁচু-নীচু, ইতর-ভদ্র ও শ্বেত-কৃষ্ণের নিকৃষ্ট বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছে। প্রতি বছরই দু'বার ঈদের সময় হাজার মুসলমান প্রান্তরে প্রান্তরে সমবেত হয়ে মহান আল্লাহর 'ইবাদত করে। মহান আল্লাহর দরবারে মুসলমানগণ যখন কাঁধে কাঁধ মিলায়ে দাঁড়ায়, তখন একজন দীনহীন কুলির পায়ের কাছেও সম্রাটের মাথা স্থাপিত হতে দেখা যায়, তখন যে সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের অনদ্য ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠে, সে মনোমুগ্ধকর অপার্থিব দৃশ্য জগতে আর কোথাও মিলবে না। "ঈদ" আরবী শব্দ। যার অর্থ হচ্ছে উৎসব, আনন্দ ও খুশি। আরবী সাহিত্যে "ঈদ" বারবার ফিরে আসার অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। "Favourite Dictionary" গ্রন্থে ঈদ-উল-ফিতরের অর্থ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "The Festival breaking the Ramzan fast"। তাই এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক ঈদ, আনন্দ ও উৎসব বার্তা নিয়ে মুসলিম সমাজের সামনে বারবার ফিরে আসে। গরীব-দুঃখী মানুষের ঈদের আনন্দ উপভোগ করার জন্য "সাদকাতুল ফিতর" ফরয করেছেন। রাসূলে কারীম বলেন :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : «فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ».

"ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাদাক্বাতুল ফিতর, রোযাকে বেহুদা-অশ্লীল কথাবার্তা ও আচরণ থেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য ফরয করেছেন।"[১৩৬]

দীর্ঘ একটি মাস কঠিন সিয়াম সাধনা, অথচ আনন্দদায়ক। প্রচণ্ড কষ্ট স্বীকার করে আত্মার তৃপ্তিদায়ক প্রশিক্ষণ শেষে একটু আনন্দ বিনোদনের জন্য আল্লাহ পাক ঈদ-উল-ফিতর দান করেছেন। মুসলমান একে অপরের ভাই, তাই এই আনন্দ শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিত্তশালীদের সাথে বিত্তহীনরা যাতে ঈদের আনন্দ সমানভাবে উপভোগ করতে পারে, তার জন্যই ফিতরা বিত্তহীন তথা গরীব, দুঃখী মানুষের মাঝে বণ্টিত হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে যেমন গরীব-দুঃখী মানুষের মুখে হাঁসি ফুটে, তেমনি তারা ধনীদের মতো আনন্দে শরীক হতে পারে। ফলে সমাজের সর্বস্তরে শান্তি, সৌহার্দ ও ভালবাসার এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ইসলাম শ্রেণী বৈষম্য ভেঙ্গে চুরমার করে ভেদ কলুষিত অসাম্য দূরীকরণের আহ্বান জানায়। তাই সাম্যের কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেন :

"খালেদের মতো সব অসাম্য
ভেঙ্গে করো একাকার,
ইসলামে নাই ছোট বড় আর
আশরাফ আতরাফ।"

অন্যত্র বলেন :

"ক্ষুধায় মরিবে কেহ নিরন্ন
কারো ঘরে রবে অঢেল অন্ন,
এ জুলুম সহেনিক ইসলাম
সহিবে না আজো আর।"

"মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জাতি, ধর্ম ও বর্ণের বৈষম্য মুছে ফেলে সমগ্র মানবজাতিকে এক সমাজভুক্ত করার কেবল জীবন্ত প্রেরণাই দেননি, বাস্তব জগতে কোটি কোটি মানুষকে এই সাম্য ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সূদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। ইসলাম একটি সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন ধর্ম। সমস্ত মানুষের জন্য তাঁর দ্বার অবারিত। নিরন্নকে অন্নদান, গরীব-দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাবে

* *সভাপতি- ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উপ-গ্রন্থাগারিক- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

[১৩৬] *সুনান আবূ দাঊদ- হাঃ ১৬০৯, হাসান।*

ইসলাম। কিন্তু তা কোথায়? রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রামাযান মাসের রোযার ফিতরা এক সা' পরিমান খেজুর, এক সা' পরিমান যব, এক সা' পরিমান কিসমিস, এক সা' পরিমান পনির মুসলমান সমাজের প্রত্যেক স্বাধীন, দাস, পুরুষ, নারী, ছোট, বড় সকলের উপর আদায় করা ফরয করেছেন।"[১৩৭]

আল্লাহ তা'আলা যেখানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উপর এক সা' পরিমান ফিতরা আদায় করাকে ফরয করেছেন, অথচ সেখানে নেসাব শব্দ জুড়ে দিয়ে বলা হচ্ছে– সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার সমপরিমান টাকা অলংকার অথবা সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা তার সমপরিমান টাকা অলংকার বা অনাবশ্যক আসবাবপত্র থাকলে এবং উক্ত ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত না হলে তার উপর ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব। মাযহাবী সংকীর্ণতার দোহাই দিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতকে বিদায় করে দেয়া হলো। সাথে সাথে ফকির, মিসকিনের হক্ব নষ্ট করা হলো, বঞ্চিত করা হলো তাদের ঈদের আনন্দ থেকে। ইসলাম যে সাম্য মৈত্রীর অপূর্ব শিক্ষা দিয়েছে ঈদ অনুষ্ঠানের মধ্যে তার বাস্তবতা লক্ষণীয়। ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল-মানুষের এক কাতারে শামিল হওয়ার এ দৃষ্টান্ত মানবতা ও সাম্যের এক অনন্য নিদর্শন। ইসলামের সেই গৌরবময় ও সোনালী যুগে যে ঈদ একদিন মুসলমানদের জীবনে বয়ে এনেছিল সফলতা ও আনন্দের বন্যা। আজ সেই ঈদ আসে শত প্রশ্ন ও বেদনার আহাজারি নিয়ে। আরো বাড়িয়ে দেয় গরীব-দুঃখী মানুষের হাহাকার, বেদনা, দুর্দশা ও দুশ্চিন্তা। ঈদের আগমনে বৃদ্ধি পায় গরীব-দুঃখী মানুষের করুণ আর্তনাদ। সমাজের অসহায় মানুষগুলো মনে করে ঈদ অর্থ বাড়তি ঝামেলা। বস্তুতঃ সমাজের অসংখ্য বাবা-মাকে তাদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়। তাদের অবুঝ ছেলে-মেয়েদের প্রয়োজন মিটাতে না পারায় কেঁদে গড়াগড়ি খায় মাটিতে আর দুর্বিসহ করে তোলে তাদের জীবন। ঈদের এই দিন কি ইসলামের সেই স্বর্ণযুগের মতো হয়ে ফিরে আসতে পারে না? যেখানে থাকবে না কোনো ভেদাভেদ, কোনো বৈষম্য কিংবা উচু-নীচু শ্রেণী বিন্যাস। আমরা কি পারি না ইসলামের সেই চিরন্তন শাশ্বত বিধান তথা ধনীদের সম্পদে গরীব-দুঃখী মানুষের সঠিক হক্ব আদায় করে তাদেরকেও ঈদের আনন্দে শরীক করতে? আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَفِيْٓ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ﴾

"তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক্ব।"[১৩৮]

অন্যত্র বলেন :

﴿كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ○ وَلَا تَحَاضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ﴾

"কখনই নয়। বস্তুতঃ তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান করো না এবং তোমরা পরস্পরকে উৎসাহিত করো না অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে।"[১৩৯]

সম্পদশালী বিত্তশালী লোকের অভাব নেই। কিন্তু প্রয়োজনীয় সময়ে গরীব, দুঃখী ও মেহনতী মানুষের পাশে দাঁড়াবার মানুষ কই? মহান আল্লাহর বাণী, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মহৎ বাণী শুধু কিতাবেই আছে বাস্তবে নেই। যেই মহৎ হৃদয়বান ব্যক্তি কোথায়? নিজের ভোগ বিলাস ও উদরপূর্তির ভিতরে কোন আত্মতৃপ্তি নেই বরং অর্জিত সম্পদ মানুষের মাঝে দান করলে পরম তৃপ্তি পাওয়া যায়। সাহাবীদের জীবনী থেকেও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সাহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলো। তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর স্ত্রীদের কাছে লোক পাঠালেন। তাঁরা জানালেন, আমাদের কাছে পানি ছাড়া কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এমন কে আছে যে এই ব্যক্তিকে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করে নিজের সাথে খাওয়াতে পারো? তখন এক আনসারী সাহাবী (আবূ ত্বালহাহ্) বললেন, আমি। অতঃপর তিনি মেহমানকে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মেহমানকে সম্মান করো, স্ত্রী বললেন, বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আমাদের ঘরে অন্য কিছুই নেই। আনসারী বললেন, তুমি আহার প্রস্তুত করো, বাতি জ্বালাও এবং বাচ্চারা খাবার চাইলে তাদের

[১৩৭] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*

[১৩৮] *সূরা আয্ যা-রিয়া-ত ৫১ : ১৯।*

[১৩৯] *সূরা আল ফাজ্র ৮৯ : ১৭-১৮।*

ঘুম পাড়িয়ে দাও। তিনি (স্ত্রী) বাতি জ্বালালেন, বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়ালেন এবং সামান্য খাদ্য যা প্রস্তুত ছিল তা (মেহমানের সামনে) উপস্থিত করলেন। অতঃপর বাতি ঠিক করার অযুহাতে স্ত্রী উঠে গিয়ে বাতিটি নিভিয়ে দিলেন। তারপর তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনই অন্ধকারের মধ্যে আহার করার মতো শব্দ করতে লাগলেন এবং মেহমানকে বুঝানোর চেষ্টা করলেন যে, তারাও তার সাথে খাচ্ছেন। অথচ উভয়েই অভুক্ত রাত কাটালেন। ভোরে যখন তিনি (সাহাবী) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গত রাতের কাণ্ড দেখে হেসেছেন অথবা খুশি হয়েছেন। এ (সূরা আল হাশ্‌র-এর ৯ নং) আয়াত নাযিল করেছেন–

"তারা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দিয়েছে। আর যাদেরকে অন্তরের কৃপণতা হতে মুক্ত রাখা হয়েছে তারাই সফলকাম।"[১৪০]

তাই ঈদের আনন্দে কেবল নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সুখ-দুঃখকে একে অপরের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়ার চেষ্টা করি।

ঈদ উৎসবে সাংস্কৃতিক দেওলিয়াত্ব

ঈদ উপলক্ষে চলে ব্যক্তি বা পরিবারে কেনাকাটার মহা ধুমধাম। কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই তবুও ঈদ উপলক্ষে নতুন জামা-কাপড় শাড়ী, গহনা কেনার প্রতিযোগিতা। ঈদকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় মেলা বসে। সেখানে উঠতি বয়সের তরুন-তরুনীরা মেতে উঠে আনন্দ মেলায়। ভুলে যায় তারা ইসলামের হিজাব, নিকাব, পর্দা বা শালীন পোশাকের কথা। কে কত দামী পোশাক পরে শরীর প্রদর্শনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে চলে তার প্রতিযোগিতা। এক শ্রেণীর যুবক-যুবতী দল বেধে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন পার্কে, সিনেমা হলে, এমন স্পটে। তারা ভুলে যায় ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা; মেতে উঠে অপসংস্কৃতির দেওলিয়াত্বে। ঈদের জামা'আতকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে চলে আর একটি তুলকালাম কাণ্ড। কোনো অনিবার্য কারণ বা কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভোগ ছাড়াই ঈদগাহের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা। নিজেদের মধ্যে অন্তঃদ্বন্দের ফলে পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায়, মাসজিদভিত্তিক ঈদের জামা'আত। অনেক সময় দেখা যায় ঈদের মাঠে মারামারি, খুন-খারাবির ঘটনা। ঈদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি হস্তক্ষেপ করে জাতীয়ভাবে রেডিও, টেলিভিশনে প্রচারিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। কিন্তু অনুষ্ঠানের ধরণ এমনটি কুরুচিপূর্ণ যা পরিবারের সবাইকে নিয়ে উপভোগ করা যায় না।

অতএব, আমাদের যুব সমাজ এবং নিম্নমধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তদের অপসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, সুশীল সমাজ গঠনে সহায়ক হবে। কোনো এলাকার বিত্তবান লোকজন যদি যাকাতুল ফিতর আদায় করে তহবিল গঠন করে দরিদ্র লোকদের পূণর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলেও গ্রাম-বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহজতর হবে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য পরিকল্পিতভাবে দুঃস্থ, বিধবা, সহায়-সম্বলহীন, ইয়াতীম, মিসকিনদের মধ্যে বাছাই করে প্রতি বছর অন্ততঃ তিন চারটি পরিবারকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য রিক্সা, ভ্যান, সেলাইমেশিন ইত্যাদি কিনে দিলে পরিবারে স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে আর তারা সুন্দরভাবে ঈদ উদযাপন করতে পারবে। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধান কমানোর লক্ষ্যে সম্পদ অর্জনে মানুষের অতিরিক্ত লিপ্সাকে নিয়ন্ত্রণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি ইহকালের পরিবর্তে পরকালকেই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য বলে বর্ণনা করে পার্থিব জীবনকে আখিরাতের শষ্যক্ষেত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। পরকালীন সাফল্যের এ চেতনাবোধ মানুষকে সংযমী হবার প্রেরণা যোগায়। বেড়ে যায় সাহায্য ও সহযোগিতার পরিমান। কমে যায়, পরনির্ভরশীলতা ও দরিদ্রতা।

পরিশেষে আহ্বান করি আসুন, আমরা স্বেচ্ছা প্রনোদিত হয়ে ঈদের আনন্দকে ধনী-গরীব সবার মাঝে সমান ভাগে ভাগ করে নেই। কবির ভাষায় বলতে হয়–

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনি পরে,
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।"

###

[১৪০] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*

ঈদের খুশি

–এমদাদ হোসেন ভূঁইয়া*

'ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে খুশি, মৈত্রীর বন্ধনে, ভালবাসা-বাসি।' বছর ঘুরে আসে পবিত্র মাহে রামাযান। প্রত্যেক মু'মিন-মুসলমান বান্দা-বান্দির জন্য এই মাস বয়ে আনে মনের সব কালিমা মোচনের সুযোগ। যে ব্যক্তি পবিত্র রামাযান মাস পাওয়ার পরও নিজেকে পাপমুক্ত করতে পারলো না, তার মতো হতভাগা পৃথিবীতে আর নেই।

রোযা শেষে আসে পবিত্র ঈদুল ফিতর। মুসলমানদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসবের দিন। প্রত্যেক রোযাদার সাধ্য অনুযায়ী নতুন পোষাক পরে ঈদগাহ ময়দানে যান। দুই রাকা'আত নামায আদায় শেষে খতিব মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত খুতবাহ্ শুনে বাড়ি ফেরেন। ঈদ উপলক্ষে পরিবারের সকল সদস্যের জন্যই কেনা হয় নতুন জামা-কাপড়। ধনীরা গরীবদের মাঝে নগদ অর্থ, চাল, ডাল, সেমাই, চিনি, গুড়, নারিকেল ও কাপড় বিতরণ করেন। যাতে ঈদের আনন্দে সবাই শামিল হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর একটি কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছেন,

'ঈদ আসে নাই, তাহাদের তরে,
যাহারা পরেছে নতুন বেশ,
পরকাল ভয়ে পুণ্য যে মন তাহাদের তরে খুশির রেশ।'

খুবই খাঁটি কথা। ঈদের আনন্দে আমরা যেন পরকালের কথা ভুলে না যাই।

যাক, আমরা ঈদ করবো –ইন্শা-আল্লাহ। খুব ভালো কথা। কিন্তু আজকের মুসলিম জাহানের সার্বিক চিত্রটা কী, আমরা কি ভেবে দেখেছি? আমাদের ঘাড়ের ওপর চেপে আছে কমবেশি ১১ লাখ রোহিঙ্গা। মিয়ানমারে জাতিগত নিধন বা বিদ্বেষের শিকার হয়ে ঘরবাড়ি, সহায়-সম্বল সব হারিয়ে বাংলদেশে আশ্রয় নিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার সাধ্য অনুযায়ী তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করছে। মিয়ানমার তাদের ফেরত নেয়ার কথা দিয়েও কথা রাখছে না। টালবাহানা করছে। তাদের জীবনে ঈদ বলে কিছু নেই।

সাদ্দাম পরবর্তী ইরাকের মুসলমানরা ভাল নেই। একরকম গৃহযুদ্ধ চলছে। এক মুসলমানের হাতে আরেক মুসলমানের রক্ত ঝরছে। গাদ্দাফি উত্তর লিবিয়ার অবস্থাও তাই। বাইরের শক্তির কুটচালে নিজেরা ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতে লিপ্ত। সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ চলমান। প্রতিদিন রক্ত ঝরছে। আফগানিস্তানেও অস্থিরতা বিরাজমান। পাকিস্তানে একটি নির্বাচিত সরকার থাকলেও সহিংসতায় প্রতিদিনই রক্ত ঝরছে। থেমে থেমে সৌদী আরব-ইয়েমেন সংঘাত চলছেই। ফিলিস্তিনি মুসলমানরা ইসরায়েলি জিঘাংসার শিকার যুগ যুগ ধরে। সৌদী আরব-ইরান স্নায়ুযুদ্ধ চলমান। ইরানকে শায়েস্তা করার জন্য তাদের ভাষায় যুক্তরাস্ট্র রীতিমতো মুখিয়ে আছে। কাশ্মীরের ভারতশাসিত অংশের মুসলমানরা শান্তিতে নেই। ফিলিপাইনে মিন্দানাও মুসলমানরা স্বস্তিতে নেই। চেচনিয়ার মুসলমানদের খবর আজকাল আর মিডিযায় পাওয়া যাচ্ছে না।

চীনে দশ লাখ মুসলমান নিগ্রহের শিকার বলে সংবাদমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে। তাদের জীবনে কি ঈদ আছে? ইউরোপ, আমেরিকা এবং বিশ্বের বাদবাকী অনেক জায়গায় মুসলমানরা 'হেট ক্রাইমের শিকার' হচ্ছেন। যেমন- ক'দিন আগে ঘটে গেল নিউজিল্যাণ্ডে। শ্রীলংকায় গির্জায় কথিত আইএস'র হামলায় প্রাণহানির ঘটনার পর সেখানে মুসলমানরা চরম আতংকে আছে।

সব মিলিয়ে পরিবেশ মোটেই অনুকূল নয়। মুসলমানদেরকে বিভেদ-বিসম্বাদ ভুলে এক কাতারে দাঁড়াতে হবে, ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়তে হবে। নইলে সামনে আরও বিপদ আছে। ঐক্য আজ বড়ই জরুরি। আমরা মহান আল্লাহর কাছে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাওফীক এনায়েত করার জন্য বিনীত প্রার্থনা করছি –আমিন। ###

---

* *লেখক সিনয়র সাংবাদিক/২৭ মে ২০১৯।*

ركن العلوم والتكنولوجيا \ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্ণার

সাইবার দুনিয়া নিরাপদ রাখতে পাসওয়ার্ড সংক্রান্ত টিপস

দিন যত যাচ্ছে মানুষ ততই প্রযুক্তি নির্ভর হচ্ছে। আর এই মাত্রাকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে ইন্টারনেট তথা সাইবার দুনিয়া। তবে সে ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যাও দেখা দিয়েছে। যেমন- হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে কম্পিউটারের তথ্য থেকে শুরু করে ফেসবুকের একাউন্ট, ব্যাংকের ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড, ই-মেইল ইত্যাদি অনেক কিছুই চলে যাচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির কাছে।

তবে এ সমস্যা সমাধান সম্ভব যদি আপনি এর পাসওয়ার্ড সংক্রান্ত বিষয়ে একটু সচেতন থাকেন।

১. কোন জায়গায় আপনার পাসওয়ার্ড প্রবেশ করছেন সতর্ক থাকুন : কোন সাইট বা অ্যাপে প্রবেশ করার সময় বা পাবলিক কিউস্ক বা চার্জিং স্টেশনগুলোতে পাসওয়ার্ড প্রবেশ করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। পাবলিক ওয়াইফাই, এয়ারপোর্ট, প্রিয় কফি শপ, হোটেল কক্ষ বা আপনার কলেজ ক্লাসরুমের কম্পিউটারে পাসওয়ার্ড ব্যবহারে বিরত থাকতে হবে। আর সেসব পাবলিক জায়গাগুলো থেকে কখনোই আপনার পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করবেন না। ব্যক্তিগত স্মার্টফোন বা কম্পিউটার থেকেই সেটা করতে হবে।

২. প্রতিটি ওয়েবসাইট বা অ্যাপে ভিন্ন ভিন্ন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন : অনেকে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে বিভিন্ন একাউন্টে। ফেসবুক, মেইল, ইয়াহু বা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করার মতো বোকামি করে অনেকে। কিন্তু এটা অনেক বড় নিরাপত্তা ঝুঁকি। কোন মতে একটা পাসওয়ার্ড ফাঁস হয়ে গেলে আপনার সব একাউন্ট কিন্তু ঝুঁকিতে পড়ে গেল।

৩. শক্ত পাসওয়ার্ড তৈরি করুন : শক্ত পাসওয়ার্ড বলতে আপনার পাসওয়ার্ড ১০ থেকে ১৫ ক্যারেক্টারের হওয়া উচিত এবং সেখানে স্মল লেটার, ক্যাপিটাল লেটার, সংখ্যা বা বিশেষ ক্যারেক্টার যেমন @, ৮ বা * রাখা দরকার এবং সেটা আগের কোন পাসওয়ার্ডের মতো হওয়া যাবে না।

৪. আপনার একাউন্টে আক্রমণ করার চেষ্টা হলে নোট রাখুন : যদি খবর পান আপনার ব্যবহৃত ওয়েবসাইট বা অ্যাপে কোন আক্রমণ হয়েছে তাহলে সেটা সতর্কতার সাথে 'আমলে নিতে হবে। অন্য কেউও যদি আক্রান্ত হয় তাহলেও নজর দিবেন। আর দ্রুত পাসওয়ার্ড পাল্টে ফেলাও জরুরী হতে পারে।

৫. কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবহার করুন : আপনার একাউন্টে প্রবেশ করার জন্য দু'স্তর বা তার চেয়ে বেশি স্তরের অথেন্টিকেশন ব্যবহার করুন। কোন একাউন্টে প্রবেশ করতে হলে আপনার ফোন নাম্বার বা কয়েক স্তরের পদক্ষেপ যেন নিতে হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৬. সহজে অনলাইনে পাওয়া এমন তথ্য দিয়ে পাসওয়ার্ড নয় : ধরেন আপনার পোষা বিড়ালটাকে খুব পছন্দ করেন। তার নাম রাখলেন সুইটি। এখন সেটা দিয়ে যদি পাসওয়ার্ড রাখেন তাহলে অন্যরা কিন্তু ধরে ফেলতে পারেন। আপনি হ্যারি পটার ফ্যান তাই বলে হ্যারি পটার পাসওয়ার্ডে নিয়ে আসবেন না।

৭. যুক্ত একাউন্ট এড়িয়ে চলুন : যুক্ত একাউন্ট বিষয়টি কি? ফেসবুক একাউন্ট ব্যবহার করে আপনি ইচ্ছে করলে অন্যান্য সাইটেরও একাউন্ট খুলতে পারেন। কিন্তু এটা না করে সেই ওয়েবসাইটে গিয়ে নতুন করে একাউন্ট খোলাই ভালো। যুক্ত একাউন্ট অনেক আরামদায়ক। কিন্তু এ আরামদায়ক ব্যবস্থার অনেক ঝুঁকি আছে! *[সূত্র : অনলাইন জর্নালসমূহ।]*

সংকলনে : মো. মনিরুজ্জামান খান

সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, গাইবান্ধা জেলা শুব্বান, ২০১৫-২০১৮।

দু'আর আবেদন

সাপ্তাহিক আরাফাত-এর **বিপনণ বিভাগের কর্মী জনাব মোঃ আব্দুল মুমিন**-এর বড় ছেলে **মোঃ হাবিবুল্লাহ কিডনি জনিত রোগে** আক্রান্ত হয়ে **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (পিজি)** হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রায় **১** মাস যাবৎ ভর্তি আছে।

সাপ্তাহিক আরাফাতের সকল পাঠক-পাঠিকা ও মুসলিম ভাই-বোনদেরকে তার ছেলের সুস্থতা কামনা করে দু'আর আবেদন করা হলো।

আল্লাহ তা'আলা তার ছেলেকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন –আমীন।

الاخبار عن الجمعية ॥ জমঈয়ত সংবাদ

রাবেতা 'আলাম আল ইসলামী'র আমন্ত্রণে সেক্রেটারী জেনারেলের সৌদী সফর

রাবেতা আল 'আলাম আল ইসলামী-এর ব্যবস্থাপনায় এবং সৌদী বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আযীয (হাফিযাহুল্লাহ)-এর তত্ত্বাবধান ও উপস্থিতিতে বায়তুল্লাহিল হারামের পার্শ্বে অনুষ্ঠিতব্য "কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে মধ্যমপন্থা অবলম্বন ও মূল্যায়ন" শীর্ষক এক ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সেক্রেটারী জেনারেল শাইখ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

উক্ত কনফারেন্সে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর প্রতিনিধি হিসেবে যোগদানের উদ্দেশ্যে তিনি আগামী ২৫ মে দিবাগত রাতে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের পক্ষ থেকে কনফারেন্সের সফলতা কমনা করে তিনি দেশবাসীর কাছে দু'আ কামনা করেছেন।

কেন্দ্র, ঢাকা মহানগর ও দক্ষিণ ইলাকা জমঈয়তের ইফতার মাহফিল

গত ১১ রামাযান মোতাবেক ১৭ মে শুক্রবার পুরাতন ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বংশাল বড় জামে মাসজিদে কেন্দ্রীয় জমঈয়ত, ঢাকা মহানগর ও ঢাকা দক্ষিণ এলাকা জমঈয়তের সম্মিলিত উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বংশাল বড় জামে মাসজিদের মুতাওয়াল্লী ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি আলহাজ্জ আওলাদ হোসেন-এর সভাপতিত্বে সালাতুল আসরের পর পবিত্র কুরআন তিলাওলাতের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয়। সেক্রেটারী জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানীর সার্বিক পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আযহার উদ-দীন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, জমঈয়তের ঐক্য অটুট রাখতে আমরা সর্বদা উদার নীতি অবলম্বন করে থাকি। কেননা আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং আমাদের সকল কার্যক্রম আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য, এখানে ইহলৌকিক চাওয়া-পাওয়ার কোন কিছুই নেই। এজন্য আমরা যা কিছু করি তার পিছনে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে জমঈয়তের স্বার্থসংশ্লিষ্টতা জড়িত। তিনি তাঁর বক্তব্যে সম্প্রীতি বাংলাদেশ নামক সংগঠনের ধৃষ্টতার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

সেক্রেটারী জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী মুসলিম ঐক্য ও সংহতির উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের নির্দেশ দিয়েছেন। এক্ষণে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র অনুসারীদের এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, আমরা কোন সঙ্ঘবদ্ধ জীবন-যাপন করবো না। আবার নেতৃত্বের মোহে নতুন দল সৃষ্টিরও কোন সুযোগ নেই। জমঈয়তে আহলে হাদীস ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃত খালেস তাওহীদপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ একমাত্র প্লাটফরম। এ উপমহাদেশের আহলে হাদীসগণ ঐতিহাসিকভাবে জমঈয়তের পতাকাতলেই ঐক্যবদ্ধ।

তিনি তথাকথিত সম্প্রীতি বাংলাদেশ নামক সংগঠনের ধৃষ্টতার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, দেশের সিংহভাগ তাওহীদী জনতার প্রতিবাদের মুখে সংগঠনটির আহ্বায়ক প্রচারিত বিজ্ঞাপনের কথা অস্বীকার করলেও এ ব্যাপারে তাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আমারা মনে করি, তারা সম্প্রীতির নামে শান্তিপূর্ণ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে ভিনদেশী এজেন্ডা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করছে।

কেন্দ্রীয় অফিস সেক্রেটারী শাইখ আব্দুল্লাহ আল মামুনের সঞ্চালনায় জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আই.জি.পি.), সাংগঠনিক সেক্রেটারী শাইখ আব্দুন নূর বিন আব্দুল জাব্বার মাদানী, উপদেষ্টাগণের মধ্যে শাইখ মুস্তাফা সালাফী ও মাওলানা এ. এস. এম. রফিকুল ইসলাম, ঢাকা মহানগর জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ আলী হোসেন, ঢাকা দক্ষিণ এলাকা জমঈয়তের সভাপতি হাফেয মুহাম্মদ সেলিম, কেন্দ্রীয় শুব্বান সভাপতি মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম, বংশাল বড় জামে মাসজিদের খতীব ও মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার মুহাদ্দিস শাইখ হাফেয মুহাম্মদ আবূ হানিফ মাদানী।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের তা'লীম ও তারবিয়াত বিষয়ক সেক্রেটারী শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেক্রেটারী সৈয়দ মুহাম্মদ জুলফিকার আলী, খাওয়াতীন ও আত্ফাল বিষয়ক সেক্রেটারী ড. হাফেয রফিকুল ইসলাম মাদানী, তথ্য প্রযুক্তি ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সেক্রেটারী আলহাজ্জ আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সেক্রেটারী ডা. শামসুল আলম, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিষয়ক সহ-সক্রেটারী আলহাজ্জ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান খ্যালন, প্রচার-প্রকাশনা বিষয়ক সহ-সেক্রেটারী চৌধুরী মুমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

এছাড়াও ঢাকা মহানগর ও দক্ষিণ এলাকা জমঈয়ত আহলে হাদীস-এর বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ, বংশাল ও পার্শ্ববর্তী ৭ মহল্লা ও পঞ্চায়েত কমিটির নেতৃবৃন্দ, কেন্দ্রীয় শুব্বান ও ঢাকা মহানগর শুব্বানের নেতাকর্মীসহ বিপুল সংখ্যক সায়েম এ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঢাকা মহানগর উত্তর ইলাকা জমঈয়তের ইফতার মাহফিল

গত ১১ রমাযান, ১৭ মে ঢাকা মহানগর উত্তর ইলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস এবং মাসজিদ বাইতুল হাক্ব ও মাদরাসা দারুস সুন্নাহ কমপ্লেক্সের উদ্যোগে মাসজিদের দ্বিতীয় তলায় 'রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক এক অলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি এবং মাসজিদ বাইতুল হাক্ব ও মাদরাসা দারুস সুন্নাহ কমপ্লেক্সের সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় আলোচক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শাইখ ড. ইমাম হোসাইন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি রামাযানের কল্যাণমুখী বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোকপাত করেন। তিনি আরো বলেন, পৃথিবীতে অনেক মাযহাবের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে কিন্তু আহলে হাদীসের মানহাজ এখন পর্যন্ত টিকে আছে বরং দিন দিন আহলে হাদীস ও সহীহ 'আক্বীদার অনুসারী বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, হাওরের মাঝখানে, পাহাড়ী অঞ্চলে, গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্রই কুরআন ও সহীহ হাদীসের অমীয় বাণী ছড়িয়ে পড়ছে। সম্প্রীতি বাংলাদেশ নামক সংগঠনের ইসলামবিরোধী প্রচারপত্রের জবাবে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের অবস্থানের প্রশংসা করে তিনি বলেন, জমঈয়তে আহলে হাদীস শুধু 'আমর বিল মারুফ' এর কাজই করে না, সাথে সাথে 'নাহি আনিল মুনকারের' কাজও করে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের যুগ্ম সেক্রেটারী জেনারেল শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, মাদরাসা দারুস সুন্নাহর অধ্যক্ষ ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের বিদেশ বিষয়ক সেক্রেটারী শাইখ আব্দুন নূর মাদানী, মাদরাসার উপাধ্যক্ষ ও সাবেক শুব্বান সভাপতি শাইখ নুরুল আবসার, কেন্দ্রীয় শুব্বানে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি ও মাদরাসার মুহাদ্দিস শাইখ আনিসুর রহমান মাদানী প্রমুখ।

সমাপনী ভাষণে অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন বলেন, মাহে রামাযানে সিয়াম সাধনার অংশ হিসেবে আমাদের দানের হাতকে প্রসারিত করতে হবে। আমরা জানি, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রামাযান মাসে প্রবল বেগে প্রবাহিত বাতাসের গতির চেয়েও বেশি দান করতেন। সুতরাং, কুরআন সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী হতে চাইলে আমাদেরকে তাঁর আদর্শের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করতে হবে। ইসলাম বিরোধী অপশক্তির নীলনকশার বিরুদ্ধে আহলে হাদীসগণের অবস্থান তিনি তুলে ধরে বলেন, ইসলামের দুশমনরা চায় মহান আল্লাহর নূর তথা ইসলামকে তাদের মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর নূরকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন– এটাই আহলে হাদীসগণ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। সর্বোপরি তিনি উপস্থিত সকল অতিথি ও সুধীমহলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন। কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাংগঠনিক সম্পাদক তানযীল আহমাদের সঞ্চালনায় উপস্থিত সায়েমদের ইফতার গ্রহণ ও দু'আ পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

রাজশাহী জেলা ও মহানগর জমঈয়তের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

রাজশাহী জেলা ও মহানগর জমঈয়তে আহলে হাদীসের যৌথ উদ্যোগে বিগত ১২ রামাযান শনিবার রাজশাহী মহানগরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত রাণীবাজার ঐতিহাসিক জামে মাসজিদে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মাসজিদ ও মাদরাসা ইশাআতুল ইসলাম আস সালাফিয়্যাহ'র সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল হারুন। প্রধান মেহমান হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীসের অন্যতম সহ-সভাপতি ও সাপ্তাহিক আরাফাতের সম্পাদক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য পেশ করেন মাদরাসা ইশাআতুল ইসলাম আস্ সালাফিয়্যাহ-এর সহ-সভাপতি ও সমাজসেবক আলহাজ্জ মাহফুজুল আলম লোটন। প্রধান আলোচক হিসেবে আলোচনা উপস্থাপন করেন রাজশাহী মহানগরের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ বারকুল্লাহ বিন দুরুল হুদা। বিশেষ অতিথিবৃন্দের মধ্য থেকে বক্তব্য প্রদান করেন নূর মুহাম্মদ খসরু। আরো বক্তব্য প্রদান করেন রাজশাহী জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের আহ্বায়ক শাইখ মুহাম্মদ সাঈদুল হাসান আনসারী, শাইখ মুহাম্মদ জলিল উদ্দিন সালাফী, শাইখ সাইদুর রহমান রিয়াদী, শাইখ আহমাদুল্লাহ, শাইখ মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন প্রমুখ।

সভা পরিচালনায় ছিলেন রাজশাহী মহানগরের সদস্য সচিব শাইখ মুহা. মোবারক হুসাইন। সভায় রাজশাহী জেলা ও মহানগরের বিভিন্ন শাখা ও ইলাকা থেকে সদস্যবৃন্দসহ আম জনতার উপস্থিতি ছিল ব্যাপক।

প্রধান মেহমান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন বলেন, রাজশাহী জেলা ও মহানগর হলো বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের একটি ঐতিহাসিক জেলা। যেখানে আহলে হাদীসদের জনসংখ্যা ব্যাপক। কাজেই এ জেলাকে ঢেলে সাজাতে হবে। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের অন্যতম ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি ঘরে ঘরে জমঈয়তের দা'ওয়াত পৌঁছাতে হবে। সহীহ সুন্নাহর আহ্বান পৌঁছাতে হবে। সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে জমঈয়তের পতাকা তলে সমবেত হতে হবে। ইসলামে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হওয়ার কোনোই সুযোগ নেই। সবাই মিলেমিশে জমঈয়তের প্রচার ও প্রসারে কাজ করতে হবে। সেদিন বেশি দূরে নয়, যে দিন রাজশাহী জেলা ও মহানগর একটি আদর্শ ও মডেল জেলা এবং মহানগর হিসেবে গড়ে উঠবে –ইন্‌শা-আল্লাহ।

পরিশেষে তিনি একটি সুশৃঙ্খল ও সুন্দর আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করায় জেলা ও মহানগর নেতৃবৃন্দসহ উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্যের উপসংহার টানেন।

প্রধান আলোচক অধ্যাপক ড. মুহা. বারকুল্লাহ বলেন, আমরা আমাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই জেলা ও মহানগর পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করব –ইন্‌শা-আল্লাহ। এ ব্যাপারে আমরা কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করি। সবশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল হারুন বলেন, অনেকদিন পর আমরা রাজশাহী জেলা ও মহানগরের যৌথ উদ্যোগে ইফতার মাহফিল করতে পেরেছি। এ জন্য মহান আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তারপর ধন্যবাদ জানাচ্ছি কেন্দ্রীয় জমঈয়তের অন্যতম সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীনকে যিনি অত্যন্ত পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে মাহে রামাযানে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সুদূর ঢাকা থেকে এসে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। পরিশেষে সবাইকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কেন্দ্রীয় শুব্বানের প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও ইফতার মাহফিল

গত ৫ রামাযান, ১১ মে শনিবার কেন্দ্রীয় শুব্বানের উদ্যোগে দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় জমঈয়ত ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালা ও ইফতার মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম। দেশের প্রায় পঁচিশটি জেলার শুব্বান প্রতিনিধিদের নিয়ে সকাল ৯টা থেকে সালাতুল 'আসর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি স্থায়ী হয়। এ পর্বে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাংগঠনিক সম্পাদক তানযীল আহমাদ। সূচনা পর্বের আনুষ্ঠানিকতা শেষে দারসুল কুরআন পেশ করেন শুব্বানের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি শাইখ আনিসুর রহমান মাদানী। অতঃপর বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পেশ করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের উপদেষ্টা ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. লোকমান হোসেন, শুব্বানের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ ও শুব্বানের সাবেক কোষাধ্যক্ষ বিশিষ্ট শিক্ষাসেবক ড. শরিফুল ইসলাম রিপন। প্রশিক্ষণ শেষে কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সালাতুল 'আসরের পর ইফতার মাহফিল ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. লোকমান হোসেন। এ সমাবেশে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন, অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী, সেক্রেটারী জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, প্রচার-প্রকাশনা বিষয়ক সেক্রেটারী শাইখ হারুন হুসাইন, বিদেশ বিষয়ক সেক্রেটারী শাইখ আব্দুন নূর মাদানী, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেক্রেটারী সৈয়দ জুলফিকার আলী, শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারী অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন, ঢাকা মহানগর জমঈয়তের সভাপতি আলী হোসেন প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জঈয়তের ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারী শাইখ মুহাম্মদ ইবরাহীম মাদানী, সহ-প্রচার প্রকাশনা বিষয়ক সেক্রেটারী চৌধুরী মোমিনুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাবেক সভাপতি শাইখ নুরুল আবসার, মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া- যাত্রাবাড়ী, ঢাকার মুহাদ্দিস শাইখ আবূ হানীফ মাদানী প্রমুখ।

নারায়ণগঞ্জ শহর শাখা জমঈয়তের ইফতার মাহফিল

গত ১১ রামাযান মোতাবেক ১৭ মে শুক্রবার নারায়ণগঞ্জ শহর শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর উদ্যোগে

আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। চাষাঢ়া আহলে হাদীস জামে মাসজিদে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন মাসজিদ কমিটির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের কোষাধ্যক্ষ আলহাজ্জ মোজাম্মেল হক। সালাতুল 'আসরের পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। এ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সহ-সভাপতি শাইখ ড. আব্দুল্লাহ ফারুক, প্রচার-প্রকাশনা বিষয়ক সেক্রেটারী শাইখ মুহাম্মদ হারুন হুসাইন, সহ-সাংগঠনিক সেক্রেটারী মুহাম্মদ গোলাম রহমান এবং কেন্দ্রীয় শুব্বান সহ-সভাপতি শাইখ ইসহাক মাদানী।

এছাড়াও স্থানীয় বিশেষ ব্যক্তিত্বের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উপদেষ্টা আলহাজ্জ ফকীর আখতারুজ্জামান। সভা পরিচালনা করেন সাবেক শুব্বান নেতা ও চাষাঢ়া আহলে হাদীস জামে মাসজিদের ইমাম শাইখ ওবায়দুর রহমান।

এদিন জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি শাইখ ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী। সালাতুল জুমু'আর পর মাসজিদের খতীব পদ থেকে অবসর গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আলীকে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জের বিশেষ ব্যক্তিত্ব কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি আলহাজ্জ ফকীর বদরুজ্জামান, মাসজিদ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আলহাজ্জ মোজাম্মেল হকসহ স্থানীয় জমঈয়ত ও শুব্বানের নেতৃবৃন্দ।

নাটোর জেলা জমঈয়তের তাবলীগী সফর

গত ১৭ মে শুক্রবার নাটোর জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারী শাইখ মো. নাজির হোসেন মহারাজপুর এলাকায় তাবলীগী সফর করেন। তার সফর সঙ্গী ছিলেন জেলার প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক মো. আব্দুর রশিদ, মুবাল্লীগ শাইখ মো. মুঈন উদ্দিন। জেলা সেক্রেটারী মহারাজপুর মধ্য-পশ্চিম পাড়া আহলে হাদীস জামে মাসজিদে খুতবাহ্ প্রদান করেন। সালাত শেষে তিনি ২৭ মে মহারাজপুর এলাকার ইফতার মাহফিলকে সফল করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। শাইখ মো. মুঈন উদ্দিন পূর্বপাড়া আহলে হাদীস জামে মাসজিদে খুতবা প্রদান করেন। সালাত শেষে শাখা সভাপতি উপাধ্যক্ষ শাইখ মো. আব্দুল জব্বার মহারাজপুর এলাকার ইফতার মাহফিলকে সফল করার আহব্বান জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। মুসল্লীগণ ইফতার মাহফিলকে সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং জমঈয়তে আহলে হাদীসের পতাকা তলে সমবেত হয়ে সংগঠনকে গতিশীল করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা

গত ১৭ মে শুক্রবার ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীসের যৌথ উদ্যোগে জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খানের সভাপতিত্বে ও জেলা শুব্বানের সভাপতি মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ-র কণ্ঠে পবিত্র কালামে পাক থেকে তিলাওয়াতের মাধ্যমে ঝিনাইদহ আহলে হাদীস জামে মাসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়- কুষ্টিয়ার ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদের সাবেক ডীন প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারী অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন। এছাড়াও বক্তব্যে অংশগ্রহণ করেন জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারী মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, সহ-সভাপতিবৃন্দ অধ্যক্ষ হাফেয ইমরানুর রহমান, মোহা. ইসহাক আলী ও অধ্যাপক মিকাঈল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহা. ইকরামুল হক, সহকারী সেক্রেটারী মোহা. নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার উপ-গ্রন্থাগারিক শেখ শফিকুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী রমযানের ফযীলত, গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। তারপর বর্তমান প্রেক্ষাপট তুলে ধরে ইসলাম প্রচারে ইসলামী শিক্ষার অগ্রাধিকার দেয়ার আহ্বান জানান। তিনি আবেগ জড়িত কণ্ঠে আল্লামা প্রফেসর ড. আব্দুল বারীর স্মৃতিধারণ করে বলেন, তিনি শুধু আহলে হাদীসের নেতা ছিলেন না, এ দেশের কোটি কোটি মানুষের নেতা ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাত নসীব করুন –আমীন।

উল্লেখ্য, জুমু'আর খুৎবায় বিশেষ অতিথি অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গৌরবময় সোনালী ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরে সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে উপস্থিত মুসল্লী ও সুধীমণ্ডলীকে আখিরাতে মুক্তির জন্য বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে

হাদীসের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। বাদ 'আসর উপস্থিত মুসল্লীদের মধ্যে ইফতার বন্টনের মাধ্যমে সভাপতির ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

সম্প্রীতি বাংলাদেশের প্রচারপত্রের তীব্র নিন্দা

গত ১৭ মে, ১১ রামাযান মাসজিদ বায়তুল হক্ব, মীরপুরে জুমু'আর খুতবায় বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের অন্যতম সহ-সভাপতি ও সাপ্তাহিক আরাফাতের সম্পদক অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন মুসুল্লিদের উদ্দেশ্যে বলেন, সম্প্রীতি বাংলাদেশের প্রচারপ্রত্রে ইসলাম ও মুসলিমদের তাহযিব-তামাদ্দুন, কৃষ্টি-কালচারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে যা বলা হয়েছে, সমগ্র মুসলিম জনতা তা ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইসলামের মৌলিক বিষয় তথা দাড়ি, টুপি, টাখনুর উপরে কাপড় পরিধানের মতো বিষয়াবলীকে যারা তথাকথিত জঙ্গিবাদের ইন্ডিকেটর হিসেবে প্রচার করে যাচ্ছে তারা মূলত এ দেশের নব্বই ভাগ মুসলিম জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে দেয়ার অপতৎপরতায় লিপ্ত। হাজার বছর ধরে চলে আসা ইসলামের এমন সাধারণ বিষয়াবলীকে নিয়ে যারা কটুক্তি করে তাদের এসব অপতৎপরতা বাংলার ষোল কোটি তাওহীদি জনতা মেনে নিবে না। সম্প্রীতির নামে তারাই মূলত সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করছে, বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে তারাই অশান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। পবিত্র মাহে রামাযানে এমন ধৃষ্টতামূলক আচরণের যারা দুঃসাহস দেখায় তাদেরকে অনতিবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি আরো বলেন, আমরা জানি না সম্প্রীতি বাংলাদেশ কাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছে। বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদেরকে যারা হেনস্তা করতে চায় এবং দুনিয়ার বুক থেকে ইসলামকে চিরতরে মিটিয়ে দিতে চায় সেই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সমর্থনে কাজ করাই যদি তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তাদের স্থান বাংলার যমীনে হবে না। তাসলিমা নাসরিনের যে পরিণতি ভোগ করতে হয়েছিল তাদেরও সেই একই পরিণতি ভোগ করতে হবে।

কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তারা আল্লাহর নূরকে তথা ইসলামকে তাদের মুখের ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন। যদিও কাফির ও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।"

সুতরাং 'সম্প্রীতি বাংলাদেশ' নামক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের প্রচারপত্র প্রত্যাহার করার আহ্বান জানাচ্ছি। *–সম্পাদক*

أخبار أخرى ॥ অন্য খবর

বিশ্বের সবচেয়ে শান্তির ধর্ম ইসলাম : ইউনেস্কো

আরাফাত ডেস্ক :

ইসলামকে বিশ্বের সবচেয়ে শান্তির ধর্ম বলে ঘোষণা করেছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক অঙ্গসংগঠন ইউনেস্কো (UNESCO)। গত ৭ জুলাই এ সম্পর্কিত একটি বিবৃতি প্রকাশ করে ইউনেস্কো। এর আগে ইউনেস্কো ইন্টারন্যাশনাল পিস ফাউন্ডেশন-এর সঙ্গে যৌথভাবে বিশ্বের সবগুলো ধর্ম নিয়ে গবেষণা চালায়।

ওই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ ধর্ম কোনটি তা খতিয়ে বের করা। এক সংবাদ সম্মেলনে ইন্টারন্যাশনাল পিস ফাউন্ডেশনের তুলনামূলক গবেষণা বিভাগের প্রধান রবার্ট ম্যাকগি বলেন, ছয় মাসব্যাপী গভীর গবেষণা ও বিশ্লেষণের পর আমরা এই উপসংহারে উপনীত হয়েছি যে, ইসলামই বিশ্বের সবচেয়ে শান্তির ধর্ম। সংবাদ সম্মেলনে ইউনেস্কোর কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রতি ঢাকা ও বাগদাদের সন্ত্রাসী হামলাসহ ইসলামের নামে চালানো সন্ত্রাসী হামলাগুলোর সঙ্গে ইসলাম ধর্মের কোনো যোগ নেই বলেও মন্তব্য করেছেন ইউনেস্কো কর্মকর্তারা। তারা বলেন, সন্ত্রাসবাদের কোনো ধর্ম নেই। ইসলামের অর্থ শান্তি। এদিকে, বিশ্বের বড় বড় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতারা ইউনেস্কোর এই সনদ ও ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে। তিব্বতের ধর্মীয় নেতা দালাইলামাও অন্যান্য ধর্মগুলোকে ইসলামের কাছ থেকে শান্তির শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেছেন।

আর কী করে অহিংস এবং অপরের প্রতি সহনশীল থাকা যায় সে চেষ্টাও করতে বলেছেন।

এদিকে, অনেক ইসলামী পণ্ডিতের মতে, ইসলাম আগে থেকেই শান্তির ধর্ম এবং বিশ্বসেরা ও সর্বশেষ ধর্ম হিসেবে পরিচিত ছিল। সুতরাং ইউনেস্কোর এই ঘোষণার কোনো দরকার ছিল না। এতে বরং বিষয়টি নিয়ে নতুন করে বিতর্ক বাড়বে।

صحتك \ আপনার স্বাস্থ্য

ঠাণ্ডা পানি পানে হতে পারে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি

গরম হোক আর শীতকাল হোক, ঠাণ্ডা পানি ছাড়া চলে না এমন মানুষের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। তবে সবসময় ঠাণ্ডা পানি খাওয়া কি শরীরের জন্য উপকারী? আসুন জেনে নেই ঠাণ্ডা পানি খাওয়ার কুফল।

১. বিশেষজ্ঞদের মতে, খাওয়ার পরে ঠাণ্ডা পানি পানের অভ্যাস অস্বাস্থ্যকর। কারণ, এর ফলে শ্বাসনালীতে অতিরিক্ত পরিমাণে শ্লেষ্মার আস্তরণ তৈরি হয়, যা থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

২. মাত্রাতিরিক্ত ঠাণ্ডা পানি পানের ফলে রক্তনালী সংকুচিত হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পানি পানে আমাদের স্বাভাবিক পরিপাকক্রিয়াও বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে হজমের মারাত্মক সমস্যা হতে পারে।

৩. শরীরচর্চা বা ওয়ার্কআউটের পর ঠাণ্ডা পানি একেবারেই পান করা যাবে না। কারণ, ঘণ্টাখানেক ওয়ার্কআউটের পর শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটা বেড়ে যায়। এই সময় ঠাণ্ডা পানি পান করলে শরীরের তাপমাত্রার সঙ্গে বাইরের পরিবেশের তাপমাত্রার সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হয়। ফলে হজমের নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ওয়ার্কআউটের পর ঠাণ্ডা পানির পরিবর্তে কুসুম গরম পানি পান করলে বেশি উপকার পাওয়া যাবে।

৪. দন্ত চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পানি পানের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে দাঁতের ভেগাস স্নায়ুর ওপর। এই ভেগাস স্নায়ু আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পানি পান করলে ভেগাস স্নায়ু উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। ফলে আমাদের হৃদযন্ত্রের গতি অনেকটা কমে যেতে পারে।

তাই ঠাণ্ডা পানি পানের অভ্যাস থাকলে বদলে ফেলুন। সুস্থ থাকুন।

সানস্ট্রোক থেকে মুক্তি পেতে যা করণীয়

প্রায়ই রোদে অনেকক্ষণ থাকার কারণে আমাদের শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এই সময়গুলোতেই সানস্ট্রোক হবার সম্ভাবনা থাকে।

যদি দেখেন কাঠফাটা রোদে হঠাৎ মাথা ঘুরছে, তাহলে সাবধান হওয়া ভাল। অনেকেরই বমি হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরার্মশ নিন।

যদি কখনও মনে হয়, দেহের পেশি অবশ হয়ে যাচ্ছে অথবা শক্তি হারিয়ে ফেলছেন, তাহলে সাবধান থাকুন।

সাধারণত সানস্ট্রোক হলে প্রচণ্ড পরিমাণে ঘাম হয়। আবার অনেকের উল্টো নিয়মে ঘাম না-ও হতে পারে। সানস্ট্রোক হলে অনেক সময়ে ত্বক লাল হয়ে যায়। যদিও সেটা সাময়িক। এছাড়াও চামড়ায় টান ধরে। তাই এমন লক্ষণ দেখলেও সাবধান হোন।

রোদে বেরিয়ে হঠাৎ করে যদি দেখেন খুব দ্রুত হৃদস্পন্দন চলছে, তাহলে বুঝবেন আপনি সানস্ট্রোকের শিকার হতে পারেন।

হঠাৎ করে চোখের সামনে সব আবছা দেখলে বা অন্ধকার দেখলে সাবধান হয়ে যান। অনেকে রোদে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছে ভেবে ভুল করেন। তাই সতর্ক থাকুন।

চিকিৎসকদের মতে, গরমে এই সমস্যা হয়েই থাকে। উচ্চ রক্তচাপ যাদের, তাদের বিশেষ করে রোদ এড়িয়ে চলা উচিত। এছাড়া হালকা রঙের ঢিলে পোশাক পরুন। পানির বোতল, ছাতা ও সানগ্লাস সঙ্গে অবশ্যই রাখুন। যতখানি সম্ভব হালকা ও তেল-মসলা ছাড়া খাবার খান। এমন খাবার খান যাতে হাইড্রেটেড থাকেন।

'নাক ডাকা' বন্ধ করার সহজ উপায়

নাক ডাকা শুনে ঘুম ভেঙ্গেছে এ রকম ঘটনা অধিকাংশ মানুষের জীবনেই ঘটেছে। ঘুমের মধ্যে নাক ডাকা হতে পারে নানা কারণে। এ নিয়ে চিন্তিত হবেন না, কারণ এটি কোন স্থায়ী সমস্যা নয়। চলুন জেনে নেই নাক ডাকার কারণ ও এ সমস্যা দূর করার জন্য কি করা যেতে পারে।

নাক ডাকে কেন?

১. শরীরে ওজন বেশি হলে ও পেশি দুর্বল হলে নাক ডাকা হতে পারে।

২. মানুষের যত বয়স বাড়ে কণ্ঠনালী তত সরু হতে থাকে। ফলে নাক ডাকা শুরু হয়।

৩. সাধারণত মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের শ্বাসনালী সরু হয়। আর এই জন্যেই পুরুষ মানুষের নাক ডাকার সমস্যা বেশি হয়ে থাকে।

৪. নাকে পলিপ থাকলে বা সাইনাসের সমস্যা থাকলে নাক ডাকা শুরু হতে পারে।

৫. নিয়মিত মদ্যপান, ধূমপান ও ঘুমের ওষুধ খেলে নাক ডাকা শুরু হয়।

৬. লম্বা টান টান হয়ে শুলেও নাক ডাকে অনেকে। গলার কাছে পেশিগুলো টেনে থাকে না। আলগা হয়ে যায়। ফলে, গলা থেকে নিশ্বাস বেরতে অসুবিধে হয়।

আপার রেসপিরেটারি ট্র্যাকে এয়ার ভাইব্রেশনের ফলে নাক ডাকে মানুষ। জীবন-যাপন পদ্ধতিতে কিছু বদল এনে এই অভ্যেসের পরিবর্তন সম্ভব। যাঁরা নাক ডাকেন বেশিরভাগই স্লিপ অ্যাপনিয়া কন্ডিশনে আক্রান্ত।

কি কি উপায় অবলম্বন করে এটা কমাবেন :

১. ঘুমনোর পজিশন চেঞ্জ করুন : চিৎ হয়ে শোবেন না, তাহলে জিভের পেছন দিক টাগরায় লেগে বেশি নাক ডাকে। যে কোনও পাশে কাত হয়ে ঘুমোন।

২. খোলা নাসারন্ধ্র : নাক বন্ধ থাকলে বেশি নাক ডাকে মানুষ। তাই ঘুমনোর আগে গরম জলে স্নান করুন। নাক ভালো করে ঝেড়ে পরিষ্কার করে শুতে যান। প্রয়োজনে নাসাল স্ট্রিপ নিন।

বাড়িতে অব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিক ভুলেও খাবেন না- সতর্ক হোন।

৩. অ্যালকোহল বন্ধ করুন : গলার পেছনের দিকে মাংসের স্থিতিস্থাপকতা কমিয়ে দেয়। ঘুমনোর ঘণ্টা চার পাঁচ আগে একেবারেই অ্যালকোহল খাবেন না।

৪. জলের ভারসাম্য বজায় রাখুন : সারা দিনে শরীরে জল ঠিকমতো পৌঁছলে নাকও হাইড্রেটেড থাকে। ফলে নাক কম ডাকে মানুষ।

৫. মাথা একটু তুলে শোবেন : একটি অতিরিক্ত বালিশ নিয়ে মাথা একটু তুলে শোবেন। এতে নাক ডাকার থেকে রেহাই মিলবে।

৬. ওজন কমান : মোটাদের নাক ডাকার প্রবণতা বেশি থাকে। স্বাস্থ্যকর খাবার ও ব্যায়ামের মাধ্যমে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

৭. ভাল ঘুমের অভ্যেস করুন : যাঁদের ঘুম ভালো করে হয় না তারা বেশি নাক ডাকেন। তাছাড়া কম ঘুম থেকে শরীরে আরও নানা রোগ বাসা বাঁধে। দিনে ৮ ঘণ্টা ঘুম তাই জরুরি।

সহজে এলার্জি দূর করবেন যেভাবে

মানবজীবনে এলার্জি কতোটা ভয়ঙ্কর তা যিনি ভুক্তভোগী শুধু তিনিই জানেন। এর উপশমের জন্য কতোজন কতো কিছুই না করেন। তবুও সুরাহা হয় না। কতো সুস্বাদু খাবার চোখের সামনে দেখে জিহ্বাতে পানি আসলেও এলার্জি ভয়ে তা আর খাওয়া হয় না। এ জন্য বছরের পর বছর ভুক্তভোগিরা এসব খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকেন। ভোগেন পুষ্টিহীনতায়। তবে এর জন্য আর চিন্তা না। এলার্জি আক্রান্ত ব্যক্তিরা সব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। এবার বিনা খরচে এলার্জিকে গুডবাই জানান আজীবনের জন্য। এজন্য আপনাকে যা করতে হবে।

১ কেজি নিম পাতা ভালো করে রোদে শুকিয়ে নিন। শুকনো নিম পাতা পাটায় পিষে গুঁড়ো করুন এবং তা ভালো করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন একটি কৌটায় ভরে রাখুন। এবার ইসবগুলের ভুষি কিনুন। এক চা চামচের ৩ ভাগের ১ ভাগ নিমপাতার গুঁড়া এবং ১ চা চামচ ভুষি ১ গ্লাস পানিতে আধা ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। আধা ঘণ্টা পর চামচ দিয়ে ভালো করে নাড়ুন।

প্রতিদিন সকালে খালি পেটে, দুপুরে ভরা পেটে এবং রাতে শোয়ার আগে খেয়ে ফেলুন। ২১ দিন একটানা খেতে হবে। কার্যকারিতা শুরু হতে ১ মাস লেগে যেতে পারে। ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবে এবং এরপর থেকে এলার্জির জন্য যা যা খেতে পারবেন না যেমন- হাঁসের ডিম, বেগুন, গরুর মাংস, চিংড়ি, কচু, কচুশাক, গাভীর দুধ, পুঁইশাক, মিষ্টি কুমড়াসহ অন্যান্য খাবার খান। দেখবেন কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

জমঈয়ত সভাপতির জন্য দু'আর আবেদন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি **অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী** বেশ কিছুদিন থেকে অসুস্থাবস্থায় চিকিৎসাধীন আছেন। বর্তমানে তিনি নারায়ণগঞ্জের নিজ বাসভবনে অবস্থান করছেন। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর পক্ষ থেকে তাঁর আরোগ্য ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে সকল মুসলিমকে দু'আ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

শোক সংবাদ

বাংলাদেশ জমঈয়াতে আহলে হাদীস কুমিল্লা জেলার প্রতিষ্ঠাতাকালীন সাবেক সেক্রেটারী মরহুম মো. আবদুল জলিল-এর ৪র্থ ছেলে কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার আরাগ আনন্দপুর গ্রামের মো. আবদুল ওহাব মাস্টার (৬২) গত ১৬ এপ্রিল দিবাগত রাতে নিজ বাসভবনে ইন্তিকাল করেন "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজীউন"।

তিনি বাংলাদেশ জমঈয়াতে আহলে হাদীসের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। মৃত্যুকালে ৪ ছেলে ও ৪ মেয়ে আত্মীয়-স্বজনসহ অসংখ্যগুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

তার মাগফেরাত কামনা করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস- কুমিল্লা জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আবদুল জলিল এবং সেক্রেটারী মাওলানা অলিউর রহমান চৌধুরী দু'আ করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

الفتاوى و المسائل \ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

–ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন (০১) : ***স্ত্রী সহবাসের পর গোসল না করে সাহরী খাওয়া যাবে কি? আর ঘুম থেকে জাগতে না পারলে এ সিয়ামের হুকুম কি? দয়া করে জানাবেন।***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
জলঢাকা, নীলফামারী।

জবাব : স্ত্রী সহবাসের পর ইস্তেঞ্জা করতঃ ওযূ করে ঘুমানো উচিৎ। কোন করণবশতঃ গোসল বিলম্ব হওয়াতে কোন দোষ নেই। আপনি সিয়াম পালনের নিয়্যাতে সাহারী খাওয়ার আশায় ঘুমিয়ে পড়লেন, কিন্তু সময়মতো জাগ্রত হতে পারেননি। উঠে দেখেন ফজর হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আপনি গোসল করে ফজরের সালাত আদায় করবেন এবং যথারীতি সিয়াম পালন করবেন। আপনার সিয়াম সহীহ হবে। এ রকম ঘটনা রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দ্বারা সংঘঠিত হয়ে ছিল এবং তিনি উক্ত নিয়মে সিয়াম পালন করেছেন।[১৪১]

প্রশ্ন (০২) : ***সূর্যাস্ত হয়েছে মনে করে ইফতার করার পর সূর্য্য দেখা গেল করণীয় কি?***

নুরুদ্দিন
হারাগাছ, রংপুর।

জবাব : ইফতার করার পূর্বে সূর্যাস্ত হয়েছে কি না তা ভালোভাবে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। আপনার বিবরণ মতে যদি এমনটি ঘটে, তাহলে সূর্যাস্ত হয়নি; বরং এখনো দিন রয়ে গেছে– তা নিশ্চিত হওয়া মাত্র খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ তাৎক্ষনিকভাবে ছেড়ে দেবেন এবং অবশিষ্ট সময় সিয়াম পালন করবেন। অতঃপর সূর্যাস্ত নিশ্চিত হয়ে ইফতার করে নেবেন। আসমা বিনতু আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যামানায় এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে ইফতার করে ফেলি। অতঃপর সূর্য প্রকাশ পায়...।"[১৪২]

আর তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীদেরকে ঐ দিনের ক্বাযা করতে আদেশ মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই আপনার ঐ দিনের সিয়াম সহীহ বলে গণ্য হবে; ক্বাযা করতে হবে না।

প্রশ্ন ০৩ : ***জামা'আতে ইমাম সাহেব দীর্ঘ লম্বা ক্বিরাআত পড়লে মুসল্লিদের কষ্ট হয়। ইমামতির নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন।***

কাজীমুদ্দিন
মাওনা, গাজীপুর।

জবাব : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইমামতিকালে দীর্ঘ, মধ্য দীর্ঘ ও ছোট সূরা দিয়ে সালাত সম্পাদন করেছেন। তবে ইমামকে মুসল্লিদের অবস্থার প্রতি নজর দিয়ে সালাতকে অতি দীর্ঘ করা হতে নিষেধ করেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيْفَ وَالكَبِيْرَ وَذَا الحَاجَةِ.

"তোমাদের কেউ যখন ইমামতি করে, সে যেন সংক্ষিপ্ত করে। কেননা, তাঁর পিছনে দূর্বল, বয়স্ক ও প্রয়োজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রয়েছে।"[১৪৩]

অতএব, ইমামকে মুক্তাদীদের প্রতি খেয়াল করা একান্ত জরুরী। অন্যথায় মানুষ বিরক্ত হয়ে জামা'আতে সালাত আদায়ের ন্যায় অতি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদতে অমনযোগী হয়ে পড়বে।

প্রশ্ন (০৪) : ***যদি কোন ব্যক্তি তিলাওয়াতের সাজদার দু'আ না জানেন, তাহলে তিলাওয়াতের সাজদায় কি পড়বেন? মেহেরবানী করে সঠিক জবাব দানে ধন্য করবেন।***

হা. সাদেক
পিরুজালী, গাজীপুর।

জবাব : তিলাওয়াতের সাজদায় পঠিত দু'আ হলো–

سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

এটি সুনানের কিতাবে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হা) হতে বর্ণিত হয়েছে।[১৪৪]

সনদে ইখতেলাফ থাকায় হাদীসটি য'ঈফ। তবে 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) হতে অপরসূত্রে সালাতের সাজদায় পঠিত দু'আ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, যা সহীহ। অতএব বলা যায় যে, উক্ত দু'আটি পাঠ করতে হবে– এমনটি জরুরী নয়, বরং সালাতের সাজদায় যে সকল তাসবীহ পড়া সহীহ সনদে প্রমাণিত, এর যে কোন একাটি পাঠ করলেই তিলাওয়াতের সাজদাহ্ আদায় হয়ে যাবে।

---

[১৪১] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ১৯২৬ ও সহীহ মুসলিম- হাঃ ১১০৯।*
[১৪২] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ১৯৫৯।*
[১৪৩] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৭০৪ ও সহীহ মুসলিম- হাঃ ৪৬৬।*
[১৪৪] *আবূ দাউদ- হাঃ ১৪১৪, তিরমিযী- হাঃ ৫৮০, হাঃ ৩৪২২, সহীহ।*

প্রশ্ন ০৫ : ***তাহাজ্জুদের প্রকৃত সময় কখন আরম্ভ হয়? 'ইশার পর তাহাজ্জুদ পড়া যাবে কি? মাসআলাটি বিস্তারিত জানিয়ে উপকৃত করবেন।***

আয়নাল চৌধরী
কালনা, গাজীপুর।

জবাব : তাহাজ্জুদ সালাত 'ইশার সালাতের পর হতে সুবেহ সাদিক্ব তথা ফজর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পড়া যায়।[১৪৫]

তবে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদ পড়া সর্বোত্তম। কেননা, সে সময়ই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে এসে বান্দাদেরকে তাঁর রহমত প্রত্যাশার প্রতি আহ্বান জানান।[১৪৬]

দাঊদ ('আলাইহিস্ সালাম) অর্ধ রাত ঘুমানোর পর শেষ তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদ পড়তেন।[১৪৭]

আমাদের নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম রাতে ঘুমাতেন এবং শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়তেন। আবার এর ব্যতিক্রমও ঘটত। অর্থাৎ- সালাত আদায় করতেন, তার পর ঘুমিয়ে যেতেন। আবার উঠতেন এবং সালাত আদায় করতেন।[১৪৮]

প্রশ্ন (০৬) : ***ই'তিকাফ করলে কারো জানাযার সালাতে অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বাইরে যাওয়া যাবে কি? আশাকরি আপনাদের কাছে সঠিক উত্তর পাব।*** *হাবীবুল বাশার*
উত্তরা, ঢাকা।

জবাব : ই'তিকাফ অবস্থায় কারো জানাযায় যাওয়া জায়িয নয়।[১৪৯]

তবে কোন কারণবশতঃ মাসজিদে জানাযা হাজির করা হলে তাতে শরিক হওয়া যাবে।

প্রশ্ন ০৭ : ***আমার স্ত্রী ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। আমি যদি ই'তিকাফ করি, তাহলে কোন প্রয়োজনে আমি আমার স্ত্রীর কোন খিদমত নিতে পরবো কি? একটু বুঝিয়ে বললে উপকৃত হব।***

ফায়সাল আহমাদ
ঝিকরগাছা, যশোর।

জবাব : একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে আপনি মাসজিদে থেকেই আপনার স্ত্রীর দ্বারা কোন খিদমত নিতে পারবেন। মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন : "ই'তিকাফ অবস্থায় রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার দিকে তাঁর মাথা এগিয়ে দিতেন এবং আমি তাঁর চুল পরিপাটি করে দিতাম।[১৫০]

তবে অবশ্যই সর্বপ্রকার শাহাওয়াত বা প্রবৃত্তির চাহিদা মিটানো হতে পবিত্র-মুক্ত থাকতে হবে।

প্রশ্ন ০৮ : ***যাকাতুল ফিত্‌র যাকে আমরা ফিতরা বলি, তা ফরয হওয়ার জন্য কোন নিসাব বা নির্ধারিত পরিমাণ মালের মালিক হওয়া আবশ্যক কি-না? আমাদের সমাজের আলেমরা বলেন– ফিতরার জন্যও নিসাব প্রয়োজন। তা না হলে ফিতরা ফরয হবে না। এ ব্যাপারে আপনাদের নিকট থেকে সঠিক উত্তর পাবো বলে একান্ত আশাবাদী।***

মো. আব্দুল জাব্বার
সদর, মৌলভীবাজার।

জবাব : যাকাতুল ফিত্‌র-এর জন্য নিসাব বা নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের মালিক হওয়া আবশ্যক নয়। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফিতরা ফরয হওয়ার জন্য কোন নিসাব নির্ধারণ করেননি। তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলিম নারী-পুরুষ, স্বাধীন-পরাধীন সবার উপর যাকাতুল ফিত্‌র ফরয করেছেন।[১৫১]

এখানে নিসাবের কোন কথা উল্লেখ নেই। কাজেই যারা নিসাবের কথা বলবে, তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শরী'আতের উপর হস্তক্ষেপ করবে –যা বিলকুল হারাম।

প্রশ্ন ০৯ : ***আমাদের সমাজের কোথাও কোথাও দেখা যায় ঈদের সালাত সর্বদা মাসজিদে আদায় করেন। আবার বেশীরভাগ খোলা মাঠে আদায় করে থাকেন। বিশুদ্ধতার দিক থেকে কোন্‌টি ঠিক? জানিয়ে ধন্য করবেন।*** *হা. নাওশের*
জুরাইন, ঢাকা।

জবাব : ঈদের সালাত খোলা মাঠে আদায় করা সুন্নাত।[১৫২]

আমরা সামান্য খেয়াল করলে দেখতে পাবো –মাসজিদে নাবাবীর মতো কেন্দ্রীয় মাসজিদ থাকা সত্ত্বেও প্রিয় নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উন্মুক্ত ময়দানে ঈদের সালাত আদায় করেছেন। শরঈ কারণ ছাড়া মাসজিদে ঈদের সালাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী।

প্রশ্ন ১০ : ***আমাদের মাসজিদগুলোতে বিক্ষিপ্তভাবে মানুষ সুন্নাত সালাত আদায় করে। কেউই সুতরা ব্যবহার করে না। আবার কোন কোন মাসজিদে দেখা যায়– সামনে থাকা অন্য মুসল্লি চলে যাওয়ার জন্য একটি সুতরা এনে ঐ মুসল্লির সামনে দিয়ে চলে যান। এরূপ করা কতখানি শরী'আত সম্মত?***

মুহাম্মাদ আলী
কাতার।

জবাব : মুসল্লির সামনে দিয়ে অপর কোন ব্যক্তি যাতায়াত করার সম্ভাবনা থাকলে সালাতে দাঁড়াবার আগে অবশ্যই সুতরা দিয়ে দেবেন –এটাই সুন্নাত।[১৫৩]

তবে একজন সালাত আদায় করবেন এবং অপরজন সুতরা দিয়ে চলে যাবে –এরূপ বিধান ইসলামে নেই। রাসূল

---

[১৪৫] *বুখারী- হাঃ ১০৯০, আন্ নাসায়ী- হাঃ ১৬২৭ ও তিরমিযী- হাঃ ৭৬৯।*
[১৪৬] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ১১৪৫ ও সহীহ মুসলিম- হাঃ ৭৫৮।*
[১৪৭] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ১১৩১ ও সহীহ মুসলিম- হাঃ ১১৫৯।*
[১৪৮] *সুনান আন্ নাসায়ী- হাঃ ১৬২৬ (সহীহ)।*
[১৪৯] *সুনান আবূ দাঊদ- হাঃ ২৪৭৩।*
[১৫০] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ২০২৯ ও সহীহ মুসলিম- হাঃ ২৯৭।*
[১৫১] *বুখারী- হাঃ ১৮০৫, মুসলিম- হাঃ ৯৮৪, আবূ দাঊদ- হাঃ ১৬১১, তিরমিযী- হাঃ ৬৭৫, নাসায়ী- হাঃ ২৫০০ ও ইবনু মাযাহ্- হাঃ ১৪২৫।*
[১৫২] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৯৫৬ ও সহীহ মুসলিম- হাঃ ৮৮৯।*
[১৫৩] *সুনান আবু দাঊদ- হাঃ ৬৯৭, সহীহ মুসলিম- হাঃ ৫১০।*

(সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহ দ্বারা জানা যায় যে, এমতাবস্থায় সমনের ব্যক্তি ঐ লোক সালাম ফিরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।[১৫৪]

প্রশ্ন (১১) : ***সাদাক্বাতুল ফিতর, যাকাত ও কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রিত টাকা কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে সূরা ও আয়াত নং সহ সহীহ হাদীস মোতাবেক বর্তমান পেক্ষাপটে ভাগ/বন্টনের নীতিমালা বিস্তারিত জানতে চাই।***

হাসিবুল ইসলাম
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

জবাব : যাকাত বন্টনের কথা আল্লাহ তা'আলা খাতওয়ারী আল-কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন।

যাকাতুল ফিতর মূলতঃ গরীব মিসকীনদের হক্ব।

কুরবানীর চামড়ার বিক্রয়লব্ধ টাকাও অনুরূপভাবে বন্টন করে দিতে হবে। ইসলামের বন্টননীতি সকল যুগে ও প্রেক্ষাপটে সমভাবে প্রযোজ্য। 'ফি সাবিলিল্লাহ' ও 'দাসমুক্তি'র খাতদ্বয়ও যথারীতি বলবত থাকবে। তবে অবস্থার প্রেক্ষিতে অন্য যেসব খাত এটার অন্তর্ভূক্ত হয়, তাতেও ব্যয় করা যাবে। –আল্লা-হু আ'লাম।

প্রশ্ন (১২) : ***স্ত্রী সহবাসের পর ওযূ করে ঘুমাতে যাওয়ার সময় ঘুমানোর দু'আ, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি পাঠ করা যাবে কী? জানিয়ে বাধিত করবেন।***

হায়দার আলী
গাইবান্ধা।

জবাব : স্ত্রী সহবাসের পর ওযূ করে ঘুমাতে যাওয়ার সময় দু'আ ও যিক্র করা দোষণীয় নয়। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা যিক্র করতেন। এ মর্মে মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : «كَانَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ».

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা মহান আল্লাহর যিক্র করতেন।"[১৫৫]

তবে গোসল না করে কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে না। এ ব্যাপারে বিশ্বের সকল 'আলেম একমত।[১৫৬]

"রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সহবাসোত্তর অবস্থা ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত থেকে কোন কিছুই বাঁধা দিত না –মর্মে একাধিক হাদীস বর্ণিত আছে। এ সবের বিশুদ্ধতা নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে। আল্লামা মুবারকপুরী (রাহিমাহুল্লা-হ) এ সংক্রান্ত হাদীস একাধিকসূত্রে মিলে গ্রহণযোগ্য বলে অভিমত দিয়েছেন।[১৫৭]

ইমাম ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী (রাহিমাহুল্লা-হ) উল্লেখ করেন যে, সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) সহবাসোত্তর গোসল না করে কুরআন তিলাওয়াত করাকে অপছন্দ করতেন।[১৫৮]

সুতরাং কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া সাধারণ দু'আ পাঠ করা যাবে। –আল্লা-হু আ'লাম।

প্রশ্ন (১৩) : ***ঈদুল ফিত্র-এর তাকবীর কখন থেকে শুরু করতে হবে এবং কোন সময় পর্যন্ত বলতে হবে? এ ব্যাপারে ইসলামের সঠিক নির্দেশনা জানালে খুবই উপকৃত হব।***

রফিকুল ইসলাম
পাংশা, রাজবাড়ী।

জবাব : রামাযানের পূর্ণতার পর সূর্যাস্ত হলে কিংবা ২৯ রামাযান অতিক্রমের পর ঈদের চাঁদ দেখা গেলেই তাকবীর বলা শুরু করতে হবে এবং ঈদের সালাত পর্যন্ত এ তাকবীর চলবে।[১৫৯] আর ঈদের তাকবীর হবে নিম্নরূপ :

"আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হামদ্।"

ভিন্ন শব্দেও তাকবীর বর্ণিত আছে।[১৬০]

উল্লেখ্য যে, এ তাকবীর প্রত্যেক মুসলিম নিজে নিজে উচ্চৈঃস্বরে বলবে; সম্মিলিতভাবে বলার কোন প্রমাণ সহীহ সুন্নাতে নেই। পৃথক পৃথক বলার মাধ্যমে সমস্বর হলে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন (১৪) : ***আমি একজন বালিকা মেয়ে। আমি ১২ বৎসর বয়সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে পড়ি। কিন্তু তখন রামাযানের ফরয সিয়াম পালন করিনি। আমার বয়স যখন ১৫ হয়, তখন আমি সিয়াম শুরু করি। এক্ষণে আমার প্রশ্ন– এ কাজটা কি আমি ঠিক করেছি? আর যদি ঠিক না হয়ে থাকে, তাহলে আমার বিগত ছুটে যাওয়া সিয়ামের জন্য আমার করণীয় কি? আশাকরি উত্তর দিয়ে চিন্তামুক্ত করবেন।*** *মোসা. হালিমা খাতুন*
রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।

জবাব : সিয়াম ফরয হওয়ার বালিগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত। আর যেহেতু আপনি ১২ বৎসর বয়সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেছেন, তখনই আপনার উপর সিয়াম ফরয হয়ে গেছে। অথচ আপনি তখন সিয়াম পালন করেননি। তাই ছুটে যাওয়া সিয়ামগুলো আপনাকে ক্বাযা করতে হবে এবং মহান আল্লাহর কাছে বিলম্বে আদায়ের জন্য তাওবাহ্ করতে হবে।[১৬১]

আশাকরি আল্লাহ তা'আলা আপনার তাওবাহ্ ক্বুবুল করবেন।[১৬২] –আল্লা-হু আ'লাম। ###

---

[১৫৪] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৫১০।*
[১৫৫] *সুনান ইবনু মাযাহ্- হাঃ ৩০২ (সহীহ)।*
[১৫৬] *ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্ 'মাজমূ' আ ফাতাওয়া'- ২১/৩৪৪।*
[১৫৭] *তুহফাতুল আহওয়াযী- ১/৩৪৬।*
[১৫৮] *আত্ তালখীস আল হাবীর- ১/২৪১।*
[১৫৯] *আল কুরআন : সূরা আল বাক্বারাহ্/১৮৫।*
[১৬০] *সহীহুল বুখারী- ফাতহুলবারী, ২/৪৬২।*
[১৬১] *আল কুরআন : সূরা আল নূর/৩১, সূরা ত্বোয়াহা/৮২।*
[১৬২] *সৌদী স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড- ফাতওয়া নং- ৪৫৪৩।*

المقالة الرئيسية \ c"Q` cwiwPwZ

মাসজিদ আল রাহীম

–এম. জি. রহমান

মাসজিদ আল রাহীম আরব আমিরাতের দুবাই-মারিনা অঞ্চলের একমাত্র মাসজিদ। মাসজিদটি দুবাই-মারিনার একেবারেই দক্ষিণ প্রান্তে যা অক্টোবর ২০০৩ এ উদ্বোধন করা হয়। মাসজিদটি শেখ মনসুর বিন যায়িদ আল নাহিয়ান- সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপ প্রধানমন্ত্রী এর অনুরোধে নির্মাণ করা হয়েছিল। নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হতে প্রায় ৩-৪ বছর সময় লেগে যায়। জনসাধারণের জন্য এটি অক্টোবর ২০০৩ এ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

মাসজিদ আর রাহীম নির্মাণে ইসলামী স্থাপত্যশৈলীর প্রায় সবধরনের মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়েছে। এটিতে রয়েছে একটি মিনার ও একটি সুউচ্চ টাওয়ার যেখান থেকে মুয়াজ্জিন সালাত আদায়ের জন্য আহ্বান করেন। মাসজিদটির একটি মাত্র গম্বুজ ইসলামী স্থাপত্যশৈলীকে রূপায়িত করেছে। মাসজিদটিতে আরো রয়েছে একটি জিয়াদা, দুই প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি বড় উঠান। মাসজিদটির সম্মুখভাগ মারিনার দিকে যেখানে একটি জলপ্রপাত রয়েছে। সন্ধ্যা বেলায় ঐ জলপ্রপাত সাদা ও নীল রঙের আলো দ্বারা আলোকিত করা হয়।

মাসজিদটি দুইটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। প্রথমটি প্রধানত পুরুষদের কক্ষ যেটির প্রবেশদ্বার উঠানের সম্মুখভাগে। একই ব্লকে মহিলাদের সালাত আদায়ের জন্য একটি ছোট কক্ষ রয়েছে যার প্রবেশদ্বার বাহিরমুখী। মহিলাদের কক্ষটি একটি অস্বচ্ছ কাঁচের গ্লাস দ্বারা পরিবেষ্টিত। মহিলাদের ওযূ করার স্থানসহ গতিবিধিব প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য একটি হাইটেক গতি নিরূপক যন্ত্র রয়েছে।

দ্বিতীয় অংশটিতে তিনটি আলাদা কক্ষ রয়েছে। যে অংশটি উঠানের সম্মুখ দিকে অবস্থিত সেখানে সালাত আদায়ের পূর্বে ওযূ এবং শৌচকার্য সম্পাদনের জন্য পুরুষদের একটি বড় হল রয়েছে। বাহিরের দিকে একটি কুরআন পাঠদান কক্ষ এবং একটি ইসলামী শিক্ষা বিষয়ক পাঠাগার রয়েছে। এই দু'টি কক্ষ শেখ মনসুর বিন যায়েদ আল নাহিয়ার-এর পক্ষ থেকে উপঢৌকন হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

মসজিদটিতে একসাথে প্রায় দুই হাজার মুসুল্লী সালাত আদায় করতে পারে। বিশেষ করে শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে এবং ইসালামী বিশেষ উৎসব যেমন ঈদের সময় প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে।

[সূত্র- উইকিপিডিয়া]

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতির ঈদ শুভেচ্ছা

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী সংগঠনের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য, সকল স্তরের নেতা-কর্মী, শুভানুধ্যায়ী ও সকল মুসলিম উম্মাহকে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বলেন, ঈদুল ফিতর মুসলিম উম্মাহর সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব। দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর উপঢৌকনস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে এ নি'আমাত দান করেন। সেই নি'আমাতের শুকরিয়াস্বরূপ সকলপ্রকার হিংসা-বিদ্বেষ পরশ্রীকাতরতা, শত্রুতা, যুল্ম, সন্ত্রাস, মুনাফিক্বী ইত্যাদি বর্জন করে আমাদেরকে সার্বজনীন মুসলিম ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। এবারের ঈদুল ফিতর হোক মুসলিম ঐক্য ও সংহতির প্রতীক– মহান আল্লাহর কাছে সেই তাওফীক্ব কামনা করছি।

পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা– হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সিয়াম সাধনা কবূল করে ইহ-পরকালে এর উত্তম বিনিময় দান করুন –আমীন।

অধ্যাপক মুহাম্মদ মোবারক আলী
সভাপতি- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস

ঈদের জামা'আত

ঢাকা মহানগরীসহ পার্শ্ববর্তী ইলাকার আহলে হাদীসদের ঈদুল ফিতরের প্রধান জামা'আত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে সকাল সাড়ে ৭টায় অনুষ্ঠিত হবে –ইন্‌শা-আল্লাহ। এছাড়াও মাদ্‌রাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া (যাত্রাবাড়ী) মাঠে, মিরপুর এম.ডি.সি স্কুল মাঠে, বারিধারা লেক সংলগ্ন মাঠে, মোহাম্মদপুর সলিমুল্লাহ রোড সংলগ্ন মাঠে, টঙ্গী বাজার আহলে হাদীস জামে মাসজিদ সংলগ্ন হাইস্কুল মাঠে ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হবে। সকল জামা'আতে মহিলাদের সালাত আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

ঈদ শুভেচ্ছা

আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সকল নেতা-কর্মী ও হিতাকাঙ্খী এবং সাপ্তাহিক আরাফাতের লেখক, পাঠক, এজেন্ট, পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীসহ সকল মুসলমানকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ঈদ মুবারক। ***–সম্পাদক***

ঈদের ছুটি

পবিত্র ঈদুল ফিতর ১৪৪০ হিজরী উপলক্ষে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও সাপ্তাহিক আরাফাত দফতর বন্ধ থাকবে। ফলে আগামী ১০ জুন'১৯ সোমবার-এর পরিবর্তে আগামী ১৭ জুন'১৯ (৪৩-৪৪ সংখ্যা) সাপ্তাহিক আরাফাত প্রকাশিত হবে –ইন্‌শা-আল্লাহ।

الدورة العلمية رقم (3) لعام 2019م

ইসলামী শিক্ষা কোর্স (৩) ২০১৯

স্থান: রাযিয়া হিফযুল কুরআন এন্ড ইসলামিক একাডেমী, দিনাজপুর, বাংলাদেশ

তারিখ: ৮ জুন ২০১৯ হইতে ১৪ জুন ২০১৯ পর্যন্ত।

সময়: সকাল ৮টা হইতে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত এবং বাদ আসর হইতে ১ ঘণ্টা।

বিষয়: কিতাবুত তাওহীদ, আল-আক্বিদাহ আল-ওয়াসেতিয়াহ, ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী এবং হিসনুল মুসলিম (মুখস্থ)।

কোর্সে অংশ গ্রহণের শর্ত সমূহ:

১.অংশগ্রহণকারীকে অবশ্যই কওমী মাদরাসা সানুবী/আলিম পাস হইতে হইবে। তবে দাওরাই- হাদীস/কামিল পাস হলে অগ্রাধিকার পাইবে। ২. আরবী ভাষা বুঝিতে এবং কথোপকথন করিতে জানিতে হইবে। ৩. কোর্স চলাকালীন সময় সর্বদাই একাডেমীতেই অবস্থান করিতে হইবে। ৪. কোর্স চলাকালীন কোন রাজনৈতিক বা দেশবিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত হওয়া চলিবে না। ৫. কোর্সে যাহারা প্রশিক্ষণ দিবেন এবং যাহারা সহযোগিতা করিবেন, তাহাদের সহিত আদব রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। ৬. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সহিত আদায়সহ ইসলামের যাবতীয় বিধানাবলী মানিয়া চলিতে হইবে। ৭. পূর্বে রাযিয়া একাডেমীতে সংঘটিত কোন কোর্সে অংশগ্রহণকারী এ বছর অংশ নিতে পারিবেন না।

আল্লাহ তায়ালা সকল অংশগ্রহণকারীকে নিয়মকানুন মানিয়া চলার তাওফীক দান করুন।-আমীন।

আকর্ষণীয় পুরস্কারসমূহ

১.ওমরাহ করানো সহ আকর্ষণীয় বহুসংখ্যক পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

২. কুরআনুল কারীমের সূরাতুল বাকারাহ এবং শেষ পারা (৩০ নং আম্মা পারা) হিফ্য প্রতিযোগিতা থাকিবে এবং এতে আকর্ষণীয় পুরস্কার থাকিবে।

৩. হিসনুল মুসলিম হিফ্য প্রতিযোগিতায় বিশেষ আকর্ষণীয় পুরস্কার থাকিবে।

এছাড়াও আরো অন্যান্য আকর্ষণীয় পুরস্কারাদি থাকিবে।

বি: দ্র: অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা সর্বমোট ১০০জন।
থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা একাডেমী বহন করিবে।

ব্যবস্থাপনায়:

রাযিয়া হিফ্যুল কুরআন এন্ড ইসলামিক একাডেমী, দিনাজপুর, বাংলাদেশ

সহযোগিতায়: বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রেজিস্ট্রেশনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১২ ৫৪৯ ৯৫৬, ০১৭৭৫ ৩৩৩ ৫৯৯

রামাযানুল মুবারক

১৪৪০ হিজরী ২০১৯ ঈসায়ী

আমাদের আহ্বান

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ!

প্রিয় মুসলিম ভাই ও ভগ্নিগণ!

আলহামদুলিল্লাহ! অবারিত কল্যাণের বার্তা নিয়ে বছর ঘুরে এলো মাহে রামাযান। এ মাস কুরআন নাযিলের মাস, তাকওয়া অর্জনের মাস, নেকীর কাজে প্রতিযোগিতার মাস, অফুরন্ত সাওয়াব লাভের মাস। আল কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ ও লাইলাতুল ক্বদর এই মাসকে করেছে মহিমান্বিত। 'ইবাদত-বন্দেগী ও দান-সাদাক্বার প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং মহান আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানের ক্ষেত্রেও এ মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। আসুন, আমরাও তাকওয়া অর্জনের এ প্রতিযোগিতায় শামিল হই।

প্রিয় ভাই ও ভগ্নিগণ!

আপনারা জানেন, এ দেশের প্রায় তিন কোটি আহলে হাদীস-এর প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র তাওহীদী সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। এ সংগঠনটি বিগত প্রায় আট দশকব্যাপী কুরআন-সুন্নাহ'র দা'ওয়াহ্ ও তাবলীগের পাশাপাশি আর্তমানবতার সেবায় নিরন্তর কাজ করে আসছে এবং এ কাজে উত্তরোত্তর গতি সঞ্চারিত হচ্ছে। এ সকল কর্মসূচীর মধ্যে রাজধানী ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে অবস্থিত বহুতল জমঈয়ত ভবনের চতুর্থ তলার কাজ চলমান। সাভারের বাইপাইলে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত "আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহিমাহুল্লা-হ) মডেল মাদরাসা"র শিক্ষার মান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গাজীপুরের ভাওরাইদে নওমুসলিম প্রকল্পের ৫ তলাবিশিষ্ট ভবনের অধিবাসীদের পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রয়েছে। সাভারের বাইপাইলে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজির ভবন নির্মাণাধীন এবং ৯৮ নবাবপুর রোডে অবস্থিত ভবন নির্মাণের কাজও প্রক্রিয়াধীন। এ সংগঠনের মুখপত্র "সাপ্তাহিক আরাফাত" ও "মাসিক তর্জুমানুল হাদীস" সমৃদ্ধ কলেবরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়াও দেশব্যাপী দা'ওয়াহ্ ও তাবলীগের কাজে গতিশীলতা এসেছে।

সর্বোপরি এ বছর ঢাকার অদূরে বাইপাইলে জমঈয়তের নিজস্ব জায়গায় সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হলো "দা'ওয়াহ্ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন- ২০১৯। এ সম্মেলনে সৌদি ধর্ম মন্ত্রণালয় এর মাননীয় সচিব ও প্রতিনিধিদলসহ দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা উলামায়ে কিরাম ছাড়াও বিপুল সংখ্যক তাওহীদী জনতা অংশগ্রহণ করেছেন– যা আগামী দিনের জন্য মাইলফলক।

এ সকল বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে প্রথমতঃ মহান আল্লাহর মেহেরবানী, অতঃপর আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায়। আর এ সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে এবারও আপনারা এগিয়ে আসবেন, সম্প্রসারিত করবেন আপনাদের দান-সাদাক্বার হাত– এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে কবূল করুন –আমীন।

আপনার সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রেরণ করুন- "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং ২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০ ইসলামী ব্যাংক, নবাবপুর শাখা। বিকাশ পার্সোনাল: ০১৭৬৮২২২০৫৬

আরযগুযার

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর পক্ষে–

(অধ্যাপক) মুহাম্মদ মোবারক আলী
সভাপতি

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
সেক্রেটারী জেনারেল

মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক
কোষাধ্যক্ষ

প্রধান কার্যালয়: ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪ ফোন: +৮৮ ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবাইল: ০১৯৯৮-৮০০১৩০
E-mail: jamiyat1946.bd@gmail.com,Web: www.jamiyat.org.bd